মজমুয়া

ফাতাওয়ায় আমিনিয়া

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠশাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল
হুদা, হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা –

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা —উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী— খ্যাতনামা পীর,
মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত।

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল)

মূল্য ৩৫ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মজমুয়া

ফাতাওয়ায় আমিনিয়া

—ঃ☆ঃ—

তৃতীয় ভাগ

—ঃ—

৫৭১। প্রঃ—কেঁচো, ঘুগরো, ফড়িং ও বেঙ দিয়া বড়শী দ্বারা মাছ ধরা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে, কিন্তু মাছের পেট হইতে উক্ত দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যে মৎস্যগুলি উক্ত বস্তু দ্বারা ধরা হয়, খাওয়া মাত্র তৎসমুদয় হজম ও পরিপাক হয় না, কাজেই উহা অখাদ্য অবস্থায় থাকে, এই হেতু তৎসমস্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া জরুরী।

উক্ত প্রাণীগুলি মৎস্যের স্বাভাবিক খোরাক, কাজেই তৎসমুদয় দ্বারা উহা শীকার করা জায়েজ হইবে।

৫৭২। প্রঃ—দৈবাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত হইতে কোরান শরীফ পড়িয়া গেলে কি করিতে হইবে? দেশে যে কোরানের সমওজন চাউল বা লবণ খওরাত করিয়া দেওয়া হয় উহা কিরূপ?

উঃ—এইরূপ ক্ষেত্রে চাউল বা লবণ খয়রাত করার প্রমাণ কোন কেতাবে দেখা যায় না, কিন্তু ইহা উত্তম নিয়ম, ইহাতে দোষ নাই। এহছান-ফি-তালিমুল-কোরান, ৪২ পৃষ্ঠা।

৫৭৩। প্রঃ—বাজারের প্রচলিত বুরুজ দ্বারা দাঁতন করা জায়েজ কিনা?

উঃ—ইহা অমুসলিমদের রীতি, কাজেই উহা মকরুহ হইবে।

৫৭৪। প্রঃ—যে ছাগী বা গাভী কোন সময় বাচ্চা দেয়না কিম্বা গর্ভবতী হয় না, কিন্তু দুধ দেয়, সেই দুধ খাওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৫৭৫। প্রঃ—কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া চাউল কিম্বা পয়সা উঠাইয়া খোদার নামে সিন্নি প্রদান করে এবং

সিন্নি সকল লোকে খাইয়া থাকে। কিছু সিন্নি পাতায় রাখিয়া আসে, সিন্নির রাখার নিয়ত এই-ঐ বালাকে ভোগ দেওয়া হইল। ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—ইমাম জালালুদ্দিন ছইউতি 'মোজার্রাবাত' কেতাবের ১২৪।১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোন গরু কিম্বা ছাগলের মস্তকে একটি দোয়া পড়িয়া ফুক দিয়া উহা জবাহ করিয়া বণ্টন করিয়া দিবে, যে ব্যক্তি উহার এক টুকরো খাইবে, নিরাপদে থাকিবে। এই হিসাবে উক্ত চাউলে কিছু দোয়া পড়িয়া সকলে খাইলে দোষ হইবে না, আর এইরূপ কোন তদবীর না হইলে, কেবল ছদকার উদ্দেশ্যে হইলে, হালাল ব্যবশায়ীদের নিকট হইতে চাউল সংগ্রহ করতঃ সিন্নি প্রস্তুত করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিলে, বিপদ দূর হইতে পারে। শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব তফছিরে আজিজের ৬৬ পৃষ্ঠায় বসন্ত রোগের তদবীরে লিখিয়াছেন, একজন রোগীর নিকট একজন ক্বারী ছুরা বাকারা শেষ পর্য্যন্ত তরতিব সহ পড়িয়া তাহার শরীরে ফুক দিবে। আড়াই পোয়া চাউলের ভাত ও যে পরিমাণ চিনি ও দধির আবশ্যক হয়, তাহা এক দরিদ্র উক্ত ছুরা পড়ার শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে খাইতে থাকিবে। দরিদ্র অবশিষ্ট ভাতগুলি ময়দানে নিক্ষেপ করিয়া আসিবে।

মাওলানা ছাহেবের লেখাতে বুঝা যায় যে, উক্ত ভাতগুলি অন্যান্য জীব ভক্ষণ করিবে ইহাতে ছদকার ফল হইবে।

যদি উল্লিখিত ব্যাপারে এইরূপ উদ্দেশ্যে কতক সিন্নি ময়দানে রাখিয়া আসে, তবে দোষ হইবেনা, কিন্তু বিপদের ভোগ কিম্বা কোন জ্বেন দৈত্যের ভোগ উদ্দেশ্য হইলে, উহা নাজায়েজ ও হারাম হইবে।

৫৭৬। প্রঃ—জানাজার ছালাম ফিরানোর সময় তহরিমা বাঁধা থাকিবে, কিম্বা ছাড়িয়া দিতে হইবে?

উঃ—ইহার জওয়াব কোন কেতাবে দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু যখন সেই সময় হাত ছাড়িয়া দিবার কথা নাই, তখন পূর্ব্ব বাঁধার হুকুম বহাল থাকিবে।

৫৭৭। প্রঃ—কেহ কেহ মুরদার দফন করিয়া ৪ কোনে ৪টা খুটা পুতিয়া দেয় এবং প্রত্যেকটির উপর এক একটি ছুরা পড়ে ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি শৃগাল বন্ধ করার জন্য এইরূপ তদবীর করে, তবে কোন দোষ হইবে না। অন্য কোন কারণ থাকিলে, তাহার মস্‌লা স্বতন্ত্র।

৫৭৮। প্রঃ—কোন মোক্তাদী চারী রাকায়াতের দুই রাকয়াত থাকিতে ফরজ নামাজে দাখিল হইল, অবশিষ্ট দুই রাকায়াতে সে ব্যক্তি কি পড়িবে?

উঃ—ছূরা ফাতেহা ও অন্যান্য একটি ছুরা প্রত্যেক রাকয়াতে পড়িবে। আলমগিরী, ১/৯৬।

৫৭৯। প্রঃ—কোন স্থানে একটি জুমা মসজিদ ছিল। প্রায় ৩০/৩৫ বৎসর হইল অজ্ঞতা হেতু বা কোন কার্য্যবশতঃ উহা স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্ব্ব মছজিদের স্থলে কয়েকটি গোর দেওয়া হইয়াছে। গোরগুলি তিন হইতে ১২ বৎসর হইল দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত মছজিদ সাবেক স্থানে উঠান জায়েজ হইবে কিনা? কবর গুলির হুকুম কি?

উঃ—মছজিদের স্থান অক্‌ফের স্থান, তথায় গোর দেওয়া নাজায়েজ। এইরূপ অক্‌ফের স্থানে কেহ কোন লাশকে দফন করিলে, লাশকে বাহির করিয়া অন্যত্রে দফন করা যায়, কিম্বা ইচ্ছা করিলে, জমিকে সমতল করিয়া পুনরায় আত্মসাৎ করা জমিতে লাশকে গোর দিলে, ইহায় এইরূপ ব্যবস্থা আলমগীরির ১।১৭৭ পৃষ্ঠায় ও শামীতে লিখিত আছে।

সহজ মত এই যে, উক্ত গোরগুলির উপর বাঁশ দ্বারা দোতালা প্রস্তুত করিয়া মুছল্লিগণ উহার উপর নামাজ পড়িবে।

৫৮০। প্রঃ—লোকমা দিবার মছলা কি?

উঃ—নিজের ইমামের কেরাতে লোকমা দিলে, লোকমাদাতার নামাজ নষ্ট হয় না। কোন্ নিয়তে লোকমা দিবে, ইহাতে মতভেদ থাকিলেও ছহিহ মত এই যে, কোরআন পড়ার নিয়ত করিবে না, বরং ইমামের উপর লোকমা দেওয়ার নিয়ত করিবে। বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, যদি নামাজ জায়েজ হয় এই পরিমাণ—কোরআন পড়িবার পূর্ব্বে ইমামের কেরাত বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা উক্ত পরিমাণ কেরাত পড়ার পরে বন্ধ হইয়া থাকে এবং অন্য আয়ত পড়া শুরু না করে, তবে মোক্তাদী লোকমা দিবে। আর যদি ইমাম নামাজ জায়েজ হওয়া পরিমাণ কেরাত পড়িয়া থাকে, কিম্বা সেই আয়ত ত্যাগ করতঃ অন্য আয়ত পড়া শুরু করে, তৎপরে কোন মোক্তাদী লোকমা দেয়, তবে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইলেও প্রত্যেক অবস্থাতে লোকমা দাতার নামাজ নষ্ট হইবেনা, আর যদি ইমাম উক্ত লোকমা গ্রহণ করে, তবে তাহার নামাজ নষ্ট হইবেনা, ইহা কাফী কেতাবে আছে। মোক্তাদীর পক্ষে এমামের কেরাতে তাড়াতাড়ি লোকমা দেওয়া মকরুহ হইতে পারে যে, তৎক্ষণাৎ এমামের কেরাত মনে পড়িয়া যায়, এক্ষেত্রে বিনা জরুরত মোক্তাদীর এমামের পশ্চাতে কেরাত করা সাব্যস্ত হয়। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। এমামের পক্ষে মোক্তাদিগণকে লোকমা দিতে বাধ্য না

করা উচিত, কেননা ইহাতে তাহাদিগকে এমামের পশ্চাতে কেরাত করিতে বাধ্য করা হয়, আর ইহা মকরুহ, বরং যদি নামাজ জায়েজ হওয়া পরিমাণ কোরআন পড়িয়া থাকে, তবে রুকু করিবে, কিম্বা অন্য আয়ত শুরু করিবে। ইহা কাফি কেতাবে আছে। বাধ্য করার অর্থ এই যে, সেই (বিস্মৃত) আয়ত বারম্বার পড়িতে থাকে, কিম্বা চুপ করিয়া দাঁড়াই থাকে, ইহা নেহায়া কেতাবে আছে। আঃ, ১/১০৪।

ছুরা ফাতেহারা পরে একটি ছুরা কিম্বা ছোট তিন আয়ত অথবা বড় এক আয়ত পড়া ওয়াজেব। যদি এই ওয়াজেব পরিমাণ কেরাত করার পূর্ব্বে ইমামের কেরাত বন্ধ হইয়া যায়, আর ইমাম অন্য আয়ত শুরু না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তবে মোক্তাদিদের পক্ষে লোকমা দেওয়া জরুরী হইবে। আর যদি তাহারা লোকমা না দেয় এবং এমাম রুকু করে, তবে ওয়াজেব আদায় না হওয়ার জন্য ছোহছেজদা ওয়াজেব হইবে। আর ওয়াজেব পরিমাণ কেরাত করার পরে বন্ধ হইয়া যায় এবং ইমাম রুকু করে তবে ছোহছেজদা দিতে হইবে না।

ওয়াজেব পরিমাণ কেরাত করার পরে ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে লোকমা দেওয়া আবশ্যক হইবে।

যদি কেহ উক্ত অবস্থায় লোকমা দেয় এবং ইমাম তাহা গ্রহণ না করিয়া রুকু ছেজদা করে, তবে ইহাতে মোক্তাদীর নামাজ নষ্ট হইবেনা।

ছুরা বাকারার শেষ রুকুর আয়তগুলি হইতে ''লিল্লাহে মাফিছ ছামাওয়াতে'' হইতে শুরু করিয়া ''মের রাব্বিহী'' পর্যন্ত্য পড়িয়া ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে, লোকমা দিলে, মোক্তাদীদের নামাজ নষ্ট হইবে না। 'লিল্লাহে' হইতে 'কদির' পর্য্যন্ত এক আয়ত, কিন্তু ইহা ছোট তিন আয়ত পরিমাণ একটি আয়ত পড়িলে, ওয়াজেব আদায় হইবে, মকরুহ হইবে না। এক্ষেত্রে ছোহ ছেজদা আদায় হইবে, মকরুহ হইবে না। এক্ষেত্রে ছোহ ছেজদা দিতে হইবে না। শাঃ, ১।৫২৭।

৫৮১। প্রঃ—ইনশিওর করা কি?

উঃ—ইহা নাজায়েজ, ইহার ফাতওয়া পৃথক ভাবে ছাপান পাইবেন।

৫৮২। প্রঃ—চা বাগানের অংশ ক্রয় করা কি?

উঃ—চা বাগানের শিয়ারের জন্য কিছু টাকা দেওয়া [illegible]লে, শিয়ার ক্রেতা উহার লাভ ও লোকসানের অংশীদার হইয়া থাকে, ইহা

জায়েজ হইবে।

৫৮৩। প্রঃ—সাংসারিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে পরকালের ছওয়াবের আশা করিয়া কোরান শরীফ খতম করিলে ছওয়াব হইবে কিনা?

উঃ—যে উদ্দেশ্যে কোরান পড়া হয়, তাহাই হইহে। যদি কোন বিপদ উদ্ধার কিম্বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্যে কোরান পড়য়া হয়, তবে উহা পরকালের ছওয়াব হইবে কি রূপে? পরকালের ছওয়াব লাভের জন্য বিশুদ্ধ ভাবে নিয়ত করিতে হইবে।

হজরতের সময়ে একটি লোক স্ত্রী লোকের মোহে পড়িয়া হেজরত করিয়া ছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়া ছিলেন, ইহাতে পৃথক হেজরতের ছওয়াব হইবেনা।

৫৮৪। প্রঃ—টকি বায়স্কোপের শেয়ার লওয়া কি?

উঃ—হারাম।

৫৮৫। প্রঃ—উহা দেখা কি?

উঃ—নাজাজের ও হারাম।

৫৮৬। প্রঃ—টকি দেখিবার জন্য যাহারা লোকদিগকে উৎসাহ দেয়, তাহারা কি?

উঃ—তাহারা মহা গোনাহগার।

৫৮৭। প্রঃ—টকির ঘরে মিলাদ শরীফ পাঠ করা কি?

উঃ—টকি দেখান হইতেছে যে, নির্দ্দিষ্ট তারিখ গুলিতে, সেই তারিখ গুলিতে তথায় মিলাদ পাঠ করিলে, ইহার অবমাননা করা হইবে, হহা নাজায়েজ ও হারাম।

৫৮৮। প্রঃ—গয়রুল্লার মানশার জিনিষ চুরি করিয়া খাওয়া কি?

উঃ—দুই প্রকার হারাম, প্রথম আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানশা করা পশু হারাম। দ্বিতীয় পরের চুরি খাওয়া হারাম।

৫৮৯। প্রঃ—ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ স্ত্রী লোককে পীরের কদমবুছি করা কি?

উঃ—জায়েজ নহে।

৫৯০। প্রঃ—দোয়াল্লিন পড়িলে, নামাজ হয় কিনা?

উঃ—প্রত্যেককে দোয়াদের প্রকৃত মখরেজ হইতে অক্ষর বাহির করিয়া পড়ার চেষ্টা করা ফরজ। যে ব্যক্তি রাত্র দিবা এইরূপ চেষ্টা না

করে, তাহার নামাজ জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিতে পারি না! যাহারা স্বেচ্ছায় দোয়াদ অক্ষরকে জোয়, জাল, জে. কিম্বা দাল দিয়া পড়ে, তাহাদের নামাজ নষ্ট হইবে, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আর চেষ্টা করা সত্ত্বেও যাহারা ভ্রম বশতঃ এক অক্ষরকে অন্য অক্ষর পড়িয়া ফেলে, তাহাদের নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু তাহাদের এমামতি জায়েজ হইবেনা।

৫৯১। প্রঃ—মৌলানা একরামোল হক মুর্শিদাবাদী ছাহেব নাকি মূর্খ?

উঃ—এতবড় পীর বোজর্গ ব্যক্তির শানে এইরূপ বে-আদবী মূলক কথা বলা অন্যায়। পীর হইতে গেলে, যেরূপ এলমে-জাহিরি ও বাতিনির দরকার তাহা নিশ্চয় তাঁহার মধ্যে আছে। প্রকৃত আলেম এইরূপ বোজর্গগণ হইয়া থাকেন। হজরত বড় পীর ছাহেব ছের্‌রেলি-আছরার কেতাবে লিখিয়াছেন—যে ব্যক্তি এলমে-বাতেনি না জানে, সে ব্যক্তি এলমে-জাহেরীর দশলক্ষ কেতাব পড়িলেও প্রকৃত আলেম নহেন। এইরূপ অলিউল্লাহ ও প্রকৃত আলেম পরহেজগারগণের নিন্দাবাদ করা গোনাহ কবিরা। এইরূপ কথার শান্তিজনক জওয়াব মৎপ্রণীত 'রদ্দে হাফাওয়াতে-শেহাবিয়া' নামক কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

৫৯২। প্রঃ—এক কামেল-পীরের মুরিদকে জোর করিয়া আর এক পীর মুরিদ করিতে পারেন কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে।

৫৯৩। প্রঃ—স্ত্রী ও পুরুষের জন্য টকি-বাইস্কোপ দেখা জায়েজ কিনা?

উঃ—নাজায়েজ ও হারাম।

৫৯৪। প্রঃ—একবার জুমা হইয়া গেলে, দ্বিতীয়বার সেই মসজিদে জুমা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জুমা হইয়া যাওয়ার পরে হঠাৎ কতকগুলি লোক তথায় উপস্থিত হইলে, দ্বিতীয়বার জুমা পড়িতে পারে, কিন্তু প্রথম ইমাম যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দ্বিতীয় ইমাম তথায় না দাঁড়াইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইবেন। মজমুয়া ফাতাওয়ায়-লাক্ষ্ণবি ২/২৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫৯৫। প্রঃ—"মার মাহি" খাওয়া কি?

উঃ—বানমাছকে মার মাহি বলা হয়, ইহা হালাল কুঁচিয়াকে মার মাহি বলা হয় না, এই কুচিয়াহারাম, ইহা হেদায়া ও শামীতে আছে।

৫৯৬। প্রঃ—কাজায়-ওমরি কত দিবস কিরূপে পড়িতে হইবে?

উঃ—মুছলমান বালেগ পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক জীবনের যত বৎসর

নামাজ ত্যাগ করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ের কাজা আদায় করা তাহার পক্ষে ফরজ। পাঁচওয়াক্তের ফরজ ও বেতরের কাজা আদায় করিতে হইবে। ওয়াক্তিয়া ফরজ ও বেতের যে ভাবে পড়িত, এই কাজা সেই ভাবে পড়িবে, কিন্তু এই কাজাগুলি মছজেদে না পড়িয়া গৃহে পড়িবে, ইহা আজিজে কোরদুরিতে আছে। আর যাহাদের নামাজ কাজা নাই, কিন্তু ক্ষতি পূরণ উদ্দেশ্যে কিম্বা ফাছেদ হওয়ার সন্দেহে এহতিয়াতের জন্য জীবনের নামাজ কাজা আদায় করিতে চাহে, তবে ইহা উত্তম কাজ, প্রাচীন বহু বোজর্গ এইরূপ কার্য্য করিতেন এইরূপ ওমরী কাজা ফজর ও আছরের পরে আদায় কার্য্য করিতেন, ইহা এতাবিয়া ও মোজমারাত কেতাবে আছে। এইরূপ কাজা ওমরী পড়িতে গেলে, প্রত্যেক রাকাতে ছুরা ফাতেহার সহিত অন্য একটা ছুরা যোগ করিবে। ইহা জাহিরিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ১।১৩২।

৫৯৭। প্রঃ—মৃতের নামাজ, রোজার ফিদইয়ার জন্য এক জেল্‌দ কোরান শরীফ ফিদইয়া করার নিয়ম আছে কি? থাকিলে কিরূপ করিতে হইবে?

উঃ—মৃতের নামাজ ও রোজা কাজা থাকিলে, যদি উহার ফিদ্‌ইয়া দিতে অছিএত করিয়া গিয়া থাকে, তবে প্রত্যেক ফরজ ও বেতের নামাজ ও প্রত্যেক ফরজ রোজার জন্য অর্দ্ধ ছায়া গম দরিদ্রদিগকে দান করিবে। ইহা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে দিবে যদি মৃতের কোন অর্থ সম্পত্তি না থাকে তবে ওয়ারেছগণ অর্দ্ধ ছা'য়াগম কর্জ্জ লইয়া একজন দরিদ্রকে দিবে দরিদ্র উহা লইয়া কোন ওয়ারেছকে ছদকা করিয়া দিবে। তৎপরে সেই ওয়ারেছ উহা সেই দরিদ্রকে দিবে, সে দ্বিতীয় বার উহা তাহাকে ছদকা করিয়া দিবে, এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত ফিদইয়া আদায় হইয়া যাইবে, খোলাছা কেতাবে আছে।

৫৯৮। প্রঃ—ছুরা এখলাছের 'আল্লাহুছ-ছামাদ' স্থলে 'লিল্লাহেছ-ছামাদ' পড়া যায়েজ কিনা?

উঃ—একেত ইহাতে কোর-আনের শব্দের তহরীফ (পরিবর্ত্তন) করা হয়, দ্বিতীয় আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এই হেতু উহা পড়া নাজায়েজ ও হারাম।

৫৯৯। প্রঃ—রোজার নিয়তে ফারজাল্লাকা অথবা ফারদাল্লাকা পড়িতে হইবে?

উঃ—বঙ্গ ভাষায় দোয়াদ অক্ষর প্রকাশ করার যোগ্য কোন

অক্ষর নাই, কাজেই বঙ্গ ভাষাতে যাহা লেখা হউক, উহার প্রকৃত সুরে পড়িতে হইবে, উহা স্পষ্ট দাল হইবেনা এবং জে, জাল, কিম্বা জোয় হইবেনা, উহার সুর কারীদের নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে।

৬০০। প্রঃ—রমজান স্থলে রমদান পড়া যায় কিনা?

উঃ—ইহার উত্তর উপরোক্ত প্রকার হইবে।

৬০১। প্রঃ—কোন স্ত্রী লোকের স্বামী থাকিতে যদি কোন মোল্লা তাহার নেকাহ্ অন্যের সহিত পড়াইয়া দেয় তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—যে মোল্লা প্রকৃত অবস্থা জানিয়া এইরূপ নেকাহ্ পড়াইয়া দেয়, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি। আর যদি এইরূপ নেকাহ হালাল জানিয়া পড়াইয়া দেয়, তবে তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ।

৬০২। প্রঃ—চাচাত ভাইয়ের কন্যা বিবাহ্ করা জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ। হজরত আলি (রঃ) হজরত নবি (ছাঃ) এর কন্যা ফতেমাকে নেকাহ্ করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্পর্ক ঐরূপ ছিল?

৬০৩। প্রঃ—যদি কেহ বলে, যদি আমি ধুমপান করি, তবে শূকর মাংস ভক্ষণ করিব ও পরস্ত্রীকে ৭০ বার হরণ করিব, কিম্বা মাতার সহিত জেনা করিব, তৎপরে সে ধুমপান করে তার কাফ্ ফারা দিতে হইবে কিনা?

উঃ—এইরূপ অঙ্গীকারে কছম হইবে না, রদ্দোল-মোহতারে ৩/৭৮ পৃষ্ঠা। অবশ্য তাহাকে বিশুদ্ধ তওবা করিতে হইবে এবং দীর্ঘকাল খোদার দরবারে রোদন ক্রন্দন করিতে হইবে।

৬০৪। প্রঃ—খোৎবা শোনা কি? খোৎবা পড়াকালে বিনা জরুরত উহু, আহ বা অন্য কোন কথা বলিতে পারে কিনা?

উঃ—খোৎবা শুনা ওয়াজেব।

বিনা জরুরত শুনা আহ্, উহু ইত্যাদি কথা বলা জায়েজ নহে।—শামী, ১/৭৬৮/৭৬৯।

৬০৫। প্রঃ—জানালা শূন্য মসজিদে খতিব রমজান মাসে রোজা রাখিয়া খোৎবা পাঠ কালে থুথু ফেলিবার কোন উপায় না পাইলে, ঐ থুথু কি করিবে?

উঃ—থুথু গিলিয়া ফেলিবার মত হইলে ফেলিবে, নচেৎ কাপড়ে ফেলিবে। মসজিদে থুথু ফেলিবে।

৬০৬। প্রঃ—কেহ কোন বিষয় না করা কছম করিয়া পুনরায় উহা করিলে, কি হইবে?

উঃ—কাফ্ ফারা দিতে হইবে। উহার নিয়ম এই যে, একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া দিবে, কিম্বা দশজন দরিদ্রকে অর্দ্ধকে অর্দ্ধ ছায়া করিয়া খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিবে, অথবা দশজন দরিদ্রকে এরূপ বস্ত্র দান করিবে যাহাতে তাহাদের অধিকাংশ শরীর ঢাকা সম্ভব হয়, অভাব পক্ষে তিনটি রোজা ধারাবাহিক ভাবে রাখিবে। শাঃ, ৩/৮২-৮৪।

৬০৭। প্রঃ—কোন ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গম করিয়া বিনা গোছলে কেবল হাত ধৌত করিয়া মৃতের কাফনে গোলাপ নির্য্যস ও আতর ছিটাইয়া দিলে; কি গোনাহ হইবে এবং মৃতের কি দোষ হইবে?

উঃ—নাপাক ব্যক্তির মৃতের নিকট হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার কথা দোর্রেল-মোখতারে লিখিত আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, নাপাক ব্যক্তির পক্ষে আতর ও গোলাপ ছিটাইয়া দেওয়া মকরুহ হইতে পারে।

৬০৮। প্রঃ—মৎস্য ধরিবার উদ্দেশ্যে বোলতা, কোঁচো, বা পীপিলিকার ডিম অথবা বাচ্চা সংগ্রহ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৬০৯। প্রঃ—কোন হিন্দু বিধর্ম্মী লোক যথা রামচন্দ্র, কৃষ্ণ ইত্যাদি বেহেশতী হইবে কিনা?

উঃ—যাহারা কোন প্রকার শেরক, কোফর ও প্রতিমা পূজা করে, খোদার একত্ব, আছমানী কেতাব, ফেরেশতা, রাছুলগণ ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে, তাহারা বেহেশ্তবাসী হইবেনা।

৬১০। প্রঃ—কোন হিন্দুর নাবালক ছেলের মৃত্যু হইলে, সেই ছেলে বেহেশতী হইবে কিনা?

উঃ—ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ তৎসম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। কেহ আল্লাহতালার এলমের উপর উহার ব্যবস্থা ন্যস্ত করিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, তাহারা বেহেশতের খাদেম হইবে। কেহ বলিয়াছেন বেহেশত ও দোজখের মধস্থেলে থাকিবে। কেহ তাহাদের দোজখী হওয়ার মত সমর্থন করিয়াছেন। এবনো-হাজার তাহাদের বেহেশতী হওয়ার মত সমধিক ছহিহ বলিয়াছেন।—মেরকাত ১/১৩৮/১৩৯।

৬১১। প্রঃ—কেহ কেহ বলে, হজরত আলী, শিব মহাদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মক্কা শরিফে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় শিব এখনও পর্য্যন্ত পাথর হইয়া আছে। যদি কোন হিন্দু তথায় গিয়া তাহার উপর তুলসী পাতার রসের ছিটা দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ সে বাহির হইয়া আসিবে, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—ইহা মিথ্যা কথা, সেনাপতি মোহম্মদ বিন কাছেম সিন্দুরাজ দাহিরকে পরাস্ত করিয়া তথা হইতে শিবের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া হেরম শরিফের দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিব দেও শ্রেণীর অন্তর্গত, হজরত আলীর বহু পূর্ব্বে শিব মরিয়া গয়াছে, তাহার সহিত হজরত আলীর যুদ্ধের কথা একেবারে ভ্রান্তিমূলক মত।

৬২২। প্রঃ—হিন্দু লোকের বাড়িতে মুছলমানদিগের খাওয়া কি?

উঃ—বিনা জরুরত তাহাদের বাটীতে খাওয়া কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ইমাম মোহাম্মদের এক রেওয়াএত উহা মকরুহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইমাম মোহাম্মদ নাজায়েজ বিষয়কে মকরুহ বলিয়াছেন। আর হালাল ও হারামে মতভেদ হইলে, হারামের হুকুম বলবৎ হইয়া থাকে।—মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাখ নুবি, ১/২০৭/২০৮। ও আশবাহ অন্নাজায়ের।

এক্ষেত্রে হিন্দুদের বাড়ীতে খাওয়া নিষিদ্ধ।

৬১৩। প্রঃ—কোন ব্যক্তি কোন একজন হিন্দু মহাজনের নিকট হইতে বিনা সুদে ১০ টাকা কর্জ্জ করিয়া লইয়া ছিল, কিছু দিবস পর দেনদার ও মহাজন উভয়ই মারা যায়। দেনাদার পক্ষে ছেলে বর্ত্তমান ও মহাজন পক্ষে ছেলে ও ভ্রাতা আছে। এখন দেনদার কি উপায়ে পরকালে ঋণ-দায় উদ্ধার হইতে পারে।?

উঃ—মহাজনের উত্তরাধিকারিগণকে উক্ত টাকাগুলি পরিশোধ করিয়া দিলে, ঋণ-দায় হইতে মুক্তি লাভ হইবে।

৬১৪। প্রঃ—যে লোক সত্যি মিথ্যা দ্বারা মামলা সাজাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের মোক্তারি করে, কিম্বা যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি নিকট হইতে ১০ টাকা কিম্বা ১৫ টাকা লইয়া সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করিয়া কার্য সমাধা করিয়া দেয়, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা কি?

উঃ—এইরূপ লোক ফাছেক, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি।

৬১৫। প্রঃ—উটের কোরবানি কিরূপে করিতে হইবে?

উঃ—উটের 'নহর' করা ছুন্নত, এইরূপে শোতর-মোরগ ও রাজহাঁস ইত্যাদি যে কোন পশুর গলা লম্বা হয়, উহার নহর করা ছুন্নত।

নহর শব্দের অর্থ গলার নিম্মদেশে বুকের নিকট শীরা কাটিয়া দেওয়া। আর গলার উপরি অংশের শীরা কাটিয়া দেওয়াকে জবহ বলা হয়।

মোজমারাত কেতাবে আছে, উটের দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় নহর করা ছুন্নত এবং গরু ও ছাগলের শায়িত অবস্থায় জবহ করা ছুন্নত।

ইহার বিপরীত করিলে, মকরুহ তানজিহ হইবে। তাঃ, ৪/১৫৫।

৬১৬। প্রঃ—চৈত্র মাসে পাটের দর ৬ টাকা থাকে, সেই সময় আষাঢ় মাসে পাট দিবে অঙ্গীকারে ৩টাকা করিয়া দাদন দেওয়া হইল, হয়ত আষাঢ় মাসে তখন ৭/৮ টাকা করিয়া মূল্য হয়, ইহা কি?

উঃ—দোর্রোল-মোখতার,

و اقبح من ذلك السلم حتى ان بعض القرى قد خرجت بهذا الخصوص ☆

শামি, ৪/২৪৩ পৃষ্ঠায়—

اقبح من بيع المعاملة المذكور ما يفعله بعض الناس من دفع دراهم سلماً على حنطة او نحوها الى اهل القرى بحيث يؤدى ذلك الى خراب القرية لانه يجعل الشمن قليلاً فيكون اضرره اكثر اضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الامر السلطانى ☆

উপরোক্ত এবারতে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত প্রকার দাদন দেওয়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

৬১৭। প্রঃ—কোন এক মসজিদে প্রত্যেক জুমার দিবস নামাজান্তে ইমামের তাকিদে ৬বা ৮ রাকাত নফল নামাজ পড়া হইয়া থাকে, ইহা কি?

উঃ—ইহাতে যদি মোক্তাদিগণের বিরক্তি ভাব হয় তবে এইরূপ আদেশ মকরুহ হইবে, নচেৎ? দোষ হইবেনা।

৬১৮। প্রঃ—বায়তুল মাল কোন্ কোন্ অর্থ হইতে গঠন করা যাইতে পারে?

উঃ—জাকাত, ফেৎরা, কোরবানির চামড়ার মূল্য বা অন্যান্য ছদকা হইতে উহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত তিন প্রকার অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতে হইবে।

৬১৯। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর নিকট হইতে তালাক চাহে, তবে দেন মোহর গহনা ও জেওরাত কে পাইবে?

উঃ—স্ত্রী অবাধ্য হেতু যদি এইরূপ খোলা তালাক সংঘটিত হয়, তবে স্বামী নিজের প্রদত্ত গহনা ও মোহর লইতে পারে। ছহিহ বোখারির হাদিছে আছে, হজরত একটি স্ত্রী লোককে মোহর ফেরত দিয়া খোলা তালাক লইতে আদেশ দিয়াছেন। স্বামী নিজের প্রদত্ত সামগ্রী অপেক্ষা অধিক

লইলেও জায়েজ হইতে পারে, অবশ্য মকরুহ তানজিহি হইবে। আর যদি স্বামীর অসদ্ব্যবহারের জন্য স্ত্রীলোক তালাক লইতে বাধ্য হয়, তবে স্বামীর পক্ষে কিছু গ্রহণ করা মকরুহ তহরিমি হইবে। গায়াতোল-আওতার, ২/১৭৯—১৮১।

৬২০। প্রঃ—ঈদের ফেৎরা ও কোরবানি চামড়ার মূল্য দ্বারা গ্রামের জিয়াফৎ বাড়ীর জন্য লাইট, দেগ, ফরাশ, ওজুর জন্য লোটা বদনা এবং কাফনের কাপড় খরিদ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবেনা। ইহার মূল্য দরিদ্রদিগকেদান করিতে হইবে।

৬২১। প্রঃ—যাদুগীরের ব্যবস্থা কি?

উঃ—যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া হারাম। কোন কোন যাদুর প্রক্রিয়ায় কাফেরি মূলক শব্দ, ক্রিয়া ও এ'তেকাদ আছে, কোন কোন প্রক্রিয়ায় কাফেরি মূলক শব্দ থাকে না, কিন্তু ফাছাদ ঘটাইবার জন্য সে ব্যক্তি হত্যার যোগ্য হইয়া থাকে।—শামী, ১/৪১/৪২।

৬২২। প্রঃ—মরা গরু কিম্বা ছাগলের চামড়া কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—খারি লবণ ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করিয়া শুকাইয়া উহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবে। ইহার পূর্ব্বে উহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবেনা।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, হজরতের স্ত্রী ময়মুনা বিবির আজাদ করা একটি ছাগল মরিয়া গিয়াছিল হজরত তাহাদিগকে উহার চর্ম্ম খুলিয়া লইয়া দাবাগত করিয়া ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন।

ছহিহ বোখারিতে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) এর বিবি ছওদা (রাঃ) একটি মৃত ছাগলের চামড়া খুলিয়া দাবাগত করিয়া মশক বানাইয়া ছিলেন।

ইহাতে বুঝা যায়, ইছলামে কোন বস্তু অকারণে নষ্ট করা জায়েজ নহে।

৬২৩। প্রঃ—তায়াম্মমের কারণ কি?

উঃ—শরিয়তের পাক হওয়ার জন্য ওজু ও গোছলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ওজু ও গোছল করার আপত্তি থাকিলে, মৃত্তিকা জাতীয় পাক বস্তু দ্বারা তায়াম্মম করা ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহাতে পানির তুল্য পাকি লাভ হইয়া থাকে।

৬২৪। প্রঃ—মুছলমানদিগের পক্ষে নিজের সন্তানদিগের নাড়ি কাটা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হজরত আদম (আঃ) নিজের সন্তানদিগের নাড়ি কাটিয়াছিলেন, ইহা দুষিত কার্য্য নহে।

৬২৫। প্রঃ—স্বামী-হীনা ৩০ বৎসর বয়স্ক জনৈক পদ্দানিশীন স্ত্রালোক ছওয়ারিতে গ্রামে গ্রামে গিয়া পীরগিরী করে (তরিকত শিক্ষা দেয়) ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহা জায়েজ নহে। ইহাতে বহু দোষ আছে।

৬২৬। প্রঃ—একটি মসজিদ ঘরে শূকর প্রস্রাব করিয়াছে, তাহাতে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—উহা পানি দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে, পানি শুকাইয়া গেলে, তথায় নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। ছহিহ বোখারির হাদিছে আছে, একজন প্রান্তরবাসী মসজিদে প্রস্রাব করিয়াছিল। হজরত উহা ধৌত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

৬২৭। প্রঃ—একস্থানে একটি মসজিদ ঘরে নামাজ হইয়া আসিতেছে, এখন তাহার ১০/১২ রশি দূরে একটি বৃহৎ হাট লাগিয়াছে, উক্ত মসজিদ ত্যাগ করিয়া এই হাটের উপর নূতন মসজিদ করা কি?

উঃ—তফছিরে মায়ালেমে ও আহমদীতে আছে—হজরত ওমার (রাঃ) এক শহরে এরূপ দুইটি মসজিদ প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন যে, দ্বিতীয়টি প্রথম মসজিদের ক্ষতি সাধন করে। কোন মসজিদ বেকার অবস্থাতে ত্যাগ করা হারাম, ইহার বহু প্রমাণ "বাইটকামারি বাহাছ" পুস্তকে লিখিত আছে।

৬২৮। প্রঃ—গোরস্থানে ভাত পোলাও ইত্যাদি লইয়া গিয়া জিয়ারত করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—গোর জিয়ারত করা জায়েজ। তথায় দারিদ্রদিগকে কিছু খাদ্য সামগ্রী দান করা জায়েজ। ফাতাওয়ায় আজিজি ১/৩৮।

৬২৯। প্রঃ—হজরত মঈনদ্দিন চিশ্‌তি (রাঃ) নাকি শারিঙ্গি, ছেতার লইয়া গীত-বাদ্য করিতেন। আমাদের পীরের হুকুম মত উহা আমরা করিতে পারি কিনা?

উঃ—ইহা মিথ্যা কথা। আলমগিরি, ৫/৩৮৮। ইহার বিস্তারিত বিবরণ কালনা জাবারী পাড়ার বাহাছ ও ইছলাম ও সঙ্গীত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

৬৩০। প্রঃ—এক ব্যক্তি তাহার নিজ স্ত্রী দ্বারা অন্যের সহিত জেনা

করিবার প্রমাণ হইলে, কি হইবে? ঐ স্ত্রী তাহার নিকট যাইতে না চাহিলে, জবরদস্তি করা চলিবে কিনা?

উঃ—এইরূপ স্বামী মহা গোনাহগাহর, এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোককে স্বামীর বাটীতে পাঠাইতে জবরদস্তি করা জায়েজ হইবে না। কোরাণে আছেঃ—

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ☆

৬৩১। প্রঃ—কবরের গাছ গাছড়া কাটা কি? কবরে ঝাড়ু দেওয়া যায় কিনা?

উঃ—কবরের তাজা তৃণলতা কাটা মকরুহ। ফাতাওয়ায় আজিজি ২/১০৬; গোরস্থানে ঝাড়ু দেওয়া জায়েজ, শেফায়োল আলিম, ১৭৯।

৬৩২। প্রঃ—খেলাল গলায় ঝুলাইয়া রাখা জায়েজ কিনা?

উঃ—কোন ছাহাবা মেছওয়াক কানে ধারণ করিতেন, ইহা আবুদাউদে আছে। এই হিসাবে খেলাল গলায় ঝুলাইয়া রাখা অবাধে জায়েজ হওয়া প্রমাণিত হয়।

৬৩৩। প্রঃ—কি কি কারণে নেকাহ নষ্ট হয় এবং ঐ নিকাহ দোহরাণের নিয়ম কি?

উঃ—শেরক ও কোফরী স্বামী স্ত্রীর কেহ করিলে, উভয়ের নেকাহ নষ্ট হইয়া যায়। দুইজন পুরুষ কিম্বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে পুনরায় দেনমোহর উল্লেখ করতঃ উভয়ে নতুন ভাবে ইজাব কবুল (প্রস্তাব ও স্বীকারোক্তি) করিলে, নেকাহ হইয়া যাইবে।

৬৩৪। প্রঃ—বালেগা স্ত্রী স্বামীর নিকট যাইতে না চাহিলে কি করা হইবে?

উঃ—ক্ষেত্র বিশেষে জ্বেনের আছর থাকিলে, এইরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে স্বামীর দোষ ত্রুটি দূর্ব্বলতা ইত্যাদি বা রূঢ় স্বভাবের জন্য এইরূপ হইয়া থাকে। প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উহার সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। মহব্বতের তাবিজ দ্বারা স্ত্রীকে বাধ্য করা কাজিখান ইত্যাদি কেতাবে নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়, কিন্তু রদ্দোল-মোহতার কেতাবে বুঝা যায় যে, যেহেতু এইরূপ তাবিজে জাদু টোটকা ইত্যাদি থাকে, এই হেতু নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উহাতে জাদু টোটকা না থাকিলে জরুরতের জন্য জায়েজ হইতে পারে।

৬৩৫। প্রঃ—স্বামী স্ত্রীকে কি পরিমাণ শাসন করিতে পারে?

উঃ—স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে, প্রথম তাহাকে সদুপদেশ দিবে, ইহাতে ফলোদয় না হইলে, তাহার শয়ন স্থান পৃথক করিয়া দিবে, ইহাতে ফলোদয় না হইলে, তাহাকে প্রহার করিবে, ইহাতেও সংশোধিত না হইলে শালিস দ্বারা সন্ধি দ্বারা সন্ধি স্থাপন করার চেষ্টা করিবে। ইহা ছুরা নেছাতে আছে। মনে রাখিতে হইবে, যেন অতিরিক্ত প্রহার না করা হয়।

৬৩৬। প্রঃ—এক ব্যক্তির ১০ই মার্চ্চ তারিখে মৃত্যু হইয়াছে, প্রত্যেক বৎসর ঐ তারিখে উক্ত ব্যক্তির রুহে ছওয়াব রেছানির অনুষ্ঠান করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—অনির্দ্দিষ্ট তারিখে তৎসমস্ত করা জায়েজ, কোন মছলেহাতের জন্য মৃত্যুর তারিখে উহা করা জায়েজ, কিন্তু লাজেম জানিলে বেদয়াত হইবে। ফাতওয়ায় আজিজিয়া—১/৯৯৫ পৃষ্ঠা। রেছালায় ফায়ছালে হাফ্‌ত-মাছায়েল।

৬৩৭। প্রঃ—শাবান মাসের শেষ পর্যন্ত গোর জিয়ারত করা জায়েজ কিনা?

উঃ—সকল সময়ে গোর জিয়ারত করা জায়েজ হইবে।

৬৩৮। প্রঃ—বিবাহ শাদীতে ঢোল বাদ্য করা কি?

উঃ—হারাম, যে উহা করে, সে ফাছেক হইবে। তাহার দাওয়াত কব্‌ল করা জায়েজ নহে।

৬৩৯। প্রঃ—খোৎবা পাঠ কালে ছুন্নত নামাজ পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে। দোর্রোল মোখতার, ১৬৪ পৃষ্ঠা যদি ছুন্নত পড়া কালে খোৎবা আরম্ভ হয়, তবে সমধিক ছহিহ মতে উহা শেষ করিবে।—শামী, ১/৭৬৮। খোৎবা পাঠ কালে ছুন্নত নামাজ নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ মৎপ্রণীত 'নাছরোল-মোজতাহেদীন' ৩য় ভাগের ৪২—৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

৬৪০। প্রঃ—জুমায় মানাসিক বাতাসা খাওয়া কি?

উঃ—ছাহেব-নেছাবের জন্য উহা খাওয়া মকরুহ তহরিমি।

৬৪১। প্রঃ—নামাজ পড়িবার সময় ডাহিন পায়ে বৃদ্ধ অঙ্গুলী নাড়ান জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

৬৪২। প্রঃ—স্ত্রী মরিলে, তাহার স্বামী তাহাকে গোছল ও কাফন দিতে পারে কিনা? দফন করিতে পারে কিনা?

নিয়তে কোরআন ও মিলাদ পাঠ বা গোর জিয়ারত করান জায়েজ কিনা?

উঃ—আমাদের মজহাবে স্বামী স্ত্রীকে গোছল দিতে পারে না, ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে। অবশ্য যদি তথায় কোন স্ত্রী লোক না থাকে, এক্ষেত্রে যদি কোন মহরম পুরুষ তথায় থাকে, তবে হস্ত দ্বারা তাহার তায়াম্মোম করাইয়া দিবে। আর যদি কোন বেগানা পুরুষ লোক থাকে, তবে হস্তে একখানা কাপড় জড়াইয়া তাহার তায়াম্মাম করাইয়া দিবে, এইরূপ স্বামী স্ত্রীকে হস্তে কাপড় জড়াইয়া তায়াম্মম করাইয়া দিবে, কিন্তু তাহার হস্ত দ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে। স্বামী স্ত্রীকে কাফন পরাইয়া দিতে পারিবেনা। যাহারা স্ত্রী লোককে গোরে নামাইবে, তাহাদের বিশ্বাসী ও নেককার হওয়া মোস্তাহাব। ইহা তাতার খানিয়াতে আছে। স্ত্রীলোককে কবরে নামাইতে আত্মীয় মহরম ব্যক্তিই অন্যান্য লোক অপেক্ষা উত্তম। ইহা জাওহারাতে আছে। আত্মীয় গায়ের মহরম, বেগানা লোক উত্তম অপেক্ষা। যদি কোন প্রকার আত্মীয় না থাকে, তবে বেগানা ব্যক্তিদের উহাকে গোরে নামান জায়েজ হইবে। ইহা বাহারোর-রায়েকে আছে।

৬৪৩। প্রঃ—যে ইমাম ঈদের বড় মাঠ ত্যাগ করতঃ হিন্দু জমি দারের খাস পতিত জমিতে ক্ষুদ্র জামায়াত করিয়া ঈদ পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—বড় মাঠ ত্যাগ করতঃ ক্ষুদ্র জামায়ত করাতে মুছলমানদিগের মধ্যে দলাদলীর সৃষ্টি করা হয় ইহা বড় গোনাহ, এতৎসমস্তে হিন্দুস্থানের মুখতিগণের ফৎওয়া ছুন্নত-অল-জামায়াত পত্রিকাতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়, হিন্দু জমিদারের নিকট হইতে স্বত্বলাভ না করিয়া তাহার বিনা অনুমতিতে তাহার পতিত জমিতে ঈদের নামাজ পড়া মকরুহ। এইরূপ মাঠে যে এমাম নামাজ পড়ে সে গোনাহ কার্য্যের সহায়তা করার জন্য ফাছেক হইবে। হজরত ওমার (রাঃ) মসজিদে জেরারের ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন।—তফছিরে মোরহারি।

৬৪৪। প্রঃ—যে ব্যক্তি দাড়ী ছাটে, হুকার তামাক খায়, এলবার্ট কাটে, তাহার ইমামত কি?

উঃ—একমুষ্টি পরিমান দাড়ী রাখা ফরজ, ইহার কম করা হারাম, হুকার তামাক খাওয়া সমধিক ছহিহ মতে মকরুহ তহরিমি, অপর জাতির ভাবাপন্ন হওয়ার জন্য এলবার্ট কাটা ঐরূপ। এইহেতু উক্ত প্রকার ঈমামের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিম।

৬৪৫। প্রঃ—এক সের সাড়ে নয় ছটাক গমের মূল্য হিসাবে ফেৎরা না দিয়া আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য একসের সাড়ে নয় ছটাক ধান্য দিলে, কি হইবে?

উঃ—ইহাতে ফেৎরা আদায় হইবে না।

৬৪৬। প্রঃ—ছাহেব নেছাব মসজিদের ইমাম ফেৎরা ও কোরবাণীর চামড়ার মূল্য হইতে বেতন লইলে, কি হইবে?

উঃ—ইহা নাজায়েজ, এইরূপ নাজায়েজ টাকা উপার্জ্জনকারী ইমাম-ফাছেক, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি, ইহাতে ফেৎরা আদায় হইবে না।

৬৪৭। প্রঃ—এল্‌মে-মা'রেফাত শিক্ষা করা কি? কিরূপ ব্যক্তি পীর হইতে পারে?

উঃ—ইমাম মালেক বলিয়াছেনঃ—

من نفقه ولم يتصوف فقد تفسق ☆

"যে ব্যক্তি ফেকহ্ শিক্ষা করিল, কিন্তু তাছাওয়াফ শিক্ষা, করিল না, সে ব্যক্তি ফাছেক হইল।"

কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি 'এরশাদোত্তালেবিন' কেতাবের ১৩/১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

طلب طريقت وسعي كردن براى تحصيل كمالات باطنى واجب است ☆

তরিকত চেষ্টা করা ও বাতেনি কামালাত হাছেল করার জন্য চেষ্টা চরিত্র করা ওয়াজেব।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'কওলোল-জামিল' কেতাবের ১৩-১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

পীরের কয়েকটি শর্ত্ত আছে, প্রথম শর্ত্ত কোরআন ও হাদিছের এলম্ আমার উদ্দেশ্য উচ্চ ধরণের এলম নহে বরং কোরআনের এলম্ ইহাই যথেষ্ট হইবে যে, সে ব্যক্তি তফছির-মাদারেক, তফছিরে-জালালাইন কিম্বা এইরূপ কোন একখানা আয়ত্ব করিয়া থাকে।

হাদিছের মধ্যে ইহাই যথেষ্ট হইবে যে, মাছাবিহ কেতাবের তুল্য কোন একখানা কেতাব আয়ত্ব ও তাহকিক করিয়া থাকে।

ইহা অভাবে একব্যক্তি যদি দীর্ঘ কাল পর্যন্ত পরহেজগার আলেমগণের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাদের নিকট আদব শিক্ষা করিয়া থাকে ও আল্লাহতায়ালার কোরআন ও রসুলের হাদিসের সমধিক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে ইহা যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় শর্ত্ত—সত্য পরায়ণ ও পরহেজগার হওয়া, কাজেই তাহার পক্ষে কবিরা গোনাহগুলি হইতে পরহেজ করা এবং ছগিরা গোনাহগুলির উপর জেদ করিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া না থাকা ওয়াজেব।

তৃতীয় শর্ত্ত—সে ব্যক্তি দুনিয়ায় অল্পে তুষ্টি হয়, আখেরাতের দিকে আগ্রহশীল হয়, ছহিহ হাদিছগুলিতে যে সমস্ত তাগিদী এবাদত ও জেকর আজকার উল্লিখিত হইয়াছে, সর্ব্বদা তৎসমস্ত আদায়কারী হয় এবং "ইয়াদ-দাশত" এর পূর্ণ আয়ত্বকারী হয়।

চতুর্থ—যে ব্যক্তি সৎকার্য্যের আদেশ প্রদানকারী, অসৎকার্য্যের নিষেধ কারী, স্বাধীন চেতা, মানুষত্ব বিশিষ্ট ও পূর্ণজ্ঞানী হয় ও অস্থির মতি না হয়। তাহা হইলে তাহার প্রত্যেক অদেশ ও নিষিধের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পরে।

পঞ্চম শর্ত্ত—যে ব্যক্তি পীরদিগের সঙ্গলাভ করিয়া বহু জামানা পর্য্যন্ত তাঁহাদের দ্বারা আদব শিক্ষা এবং তাঁহাদের নিকট বাতেনী নূর ও অন্তরের শান্তি লাভ করে।

শেখ আহমদ ছারহান্দি মোজাদ্দেদে আলফে ছানি (রঃ) মকতুবাতের১/২৬৮ পৃষ্ঠায় এরশাদ করিয়াছেন, আলেমগণ নবিগণের ওয়ারেছ হইতেছে, যে এলম নবীগণ কর্ত্তৃক বাকী রহিয়াছে তাহা দুইপ্রকার এক এলমে আহকাম, দ্বিতীয় এলমে আছরার।

৬৪৮। প্রঃ—মহরমের সময় নিশান তোলা কি? এইরূপ কার্য্য যাহারা করে, তাহাদের ব্যবস্থা কি?

উঃ—এইরূপ কার্য্য হারাম। ফাতাওয়ার আজিজি ১/১৪৭ এইরূপ ব্যক্তিদের বাটীতে মোল্লা মৌবিগণের পক্ষে মৌলুদ পাঠ ও খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। যাহারা তাহাদের বাটীতে এইরূপ কার্য্য করে, তাহারা ফাছেক, তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পাঠ মকরূহ তহরিমি।

৬৪৯। প্রঃ—স্বামী মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, দুই মাসের মধ্যে তাহার নেকাহ দেওয়াইয়া অন্যত্রে রাখা হইল, তৎপরে এদ্দত চারি মাস ১০ দিবস গত হওয়ার পরে তাহার নেকাহ দোহরাইয়া দেওয়া হইল। ইহা কিরূপ?

উঃ—এদ্দতের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে নেকাহ করার কথা উচ্চারণ করা হারাম, কোরআনে এই ব্যবস্থা আছে। কাজেই ইহার মধ্যে নেকাহ করা বা দেওয়া কত বড় হারাম, তাহা অনুধাবন করা উচিত। যে মুন্সী এইরূপ নেকাহ জায়েজ ও হালাল ধারণায় পড়াইয়া দিয়া থাকে, তাহাকে কাফের

হইতে হইবে। এইরূপ লোককে কলেমা-রদ্দে-কোফর পড়িয়া নেকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে, নচেৎ তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না। এদ্দত অন্তে নেকাহ ছহিহ হইবে।

৬৫০। প্রঃ—তালাকের এদ্দত তিন হায়েজ, কিম্বা তিন মাস? পিতা তালাক প্রপ্তা কন্যাকে হায়েজ অন্তে নেকাহ দিলে সে সমাজে আবদ্ধ হইবে কি না?

উঃ—যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে, তাহার এদ্দতের অবস্থা তিন প্রকার? ১ম গর্ভবতী হইলে, সন্তান প্রসব কাল তক এদ্দত পালন করিতে হইবে। ২য় গর্ভবতী না হইলে, যদি হায়েজওয়ালী হয় তবে তিন হায়েজ এদ্দত হইবে। ৩য় ঋতুহীণা বা ঋতু রহিতা হইলে, তিন মাস এদ্দত পালন করিতে হইবে।

আর যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম বা নির্জ্জন বাস করা হয় নাই, তাহাকে তালাক দিলে এদ্দত পালন করিতে হইবে না, ইহা ছুরা আহজাবে আছে। কাজেই তিন হায়েজ ধরিয়া এদ্দত পালন করার জন্য পিতাকে আবদ্ধ করা জায়েজ হইবে না।

৬৫১। প্রঃ—স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক বৎসর তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া পরে হারাম হইয়াছে বলিয়া তালাক দিলে কি হইবে?

উঃ—ইহাতে এক তালাক বাএন হইয়াছে, পুনরায় নেকাহ দোহরাইয়া তাহাকে লইতে পারে।

৬৫২। প্রঃ—স্ত্রী স্বেচ্ছায় মোহর মাফ করিয়া দিল, দেড় বৎসর পরে তাহাকে তালাক দিলে, মোহরের দাবি করা চলে কিনা? মোহরানা না দিলে, গোনাহ হইবে কিনা?

উঃ—যদি মোহর ত্যাগ করার দুইজন সাক্ষী থাকে, তবে মোহরের দাবি করা চলিবে না। আর সাক্ষী না থাকিলেও যদি স্ত্রী মাফ করার কথা স্বীকার করে, তবে দাবি করা চলিবে না। হজরত বলিয়াছেন, হেবা করিয়া ফেরত লওয়া কুকুরে বমন করিয়া পুনরায় উহা গিলিয়া ফেলার তুল্য হইবে।

আর অস্বীকার করিলে, মোহর পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু আল্লাহতায়ালার নিকট মাফ হইয়া যাইবে।

৬৫৩। প্রঃ—যে ব্যক্তি গ্রামোফোন লইয়া গ্রামে গ্রামে গান্য করিয়া বেড়ায়, নামাজ পড়ে না, হারাম খায় হারাম কার্য্য করে ও হিন্দুদের অনুসরন

করিয়া বেড়ায়, তাহাকে মক্তবের শিক্ষক করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—শিষ্যেরা শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া থাকে, এইরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করিলে ছাত্রদের চরিত্র খারাপ হইয়া যাইবে, কাজেই এইরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করা জায়েজ হইবে না।

মোছলেম শরিফে হজরত এবনে-ছিরিনের কথা বর্ণিত হইয়াছে;

ان هذ العلم دين فانظر وا عمن تاخذون دينكم ☆

৬৫৪। প্রঃ—হিন্দুর জমিতে (অক্‌ফ করা হয় নাই) মসজিদে প্রস্তুত করিয়া তথায় ৫/৬ বৎসর যাবৎ নামাজ পড়া হয়। ৮/৯ বৎসর পর উক্ত হিন্দু মালিককে জমিটি অক্‌ফ করিয়া দিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে বলিলে, সে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে যদি অন্যত্রে মুছলমানের অক্‌ফ করা জমিতে মসজিদে নির্ম্মান করা হয় এবং প্রথম মসজিদের টিন আনিয়া উক্ত নতন মসজিদে লাগান হয় এবং প্রথম মসজিদের ইমাম নূতন মসজিদে নামাজ পড়ান তবে কি হইবে?

উঃ—অর্কফের অর্থ কি এবং কোন জমিতে অকফ জায়েজ হইবে, ইহা জানিতে হইবে। শামীর ৩/৫৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

ذكر فى البحر ان مفاد كلام الحاوى اشتراط كون الارض ملكا للبانى اه لكن ذكر الطرطوسى جوزه على الارض المستاجرة اخذا من جواز وقف البناؤ ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, ইজারার জমিকে অকফ্ করা জায়েজ।

আরও উহার ৫১১/৫১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। আমি উহা মসজিদ স্থির করিলাম বলিলে, ইমাম আবু ইউছোফের মতে অক্‌ফ হইয়া যায়। অন্য ইমামের মতে উহাতে নামাজ পড়িলে অক্‌ফ হইয়া যায়

যদি উল্লিখিত হিন্দু মালিকের জমিতে মুছলমানদিগের কোন প্রকার স্বত্ব থাকে, তবে উহা মসজিদ হইবে, উহা বাদ দেওয়া এবং উহার টিন নূতন ঘরে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না। এই দ্বিতীয় ঘর নাজায়েজ হইবে। আর উহাতে কোন প্রকার স্বত্ব না থাকিলে, দ্বিতীয় মসজিদে ছহিহ হইয়াছে।

৬৫৫। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোকের রমজানের তিনটি রোজা কাজা আছে, আর ২টি মানশার রোজা আদায় করা হয় নাই, এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকটি মারা গিয়াছে, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—৫টি রোজার জন্য ৫টি ফেৎরা পরিমাণ গম, ময়দা কিম্বা উহার মূল্য দরিদ্রদিগকে দান করিতে হইবে।

৬৫৬। প্রঃ—কোন লোকের সাংসারিক খরচ বাদে ২/৩ বিশ ধান্য মওজুত থাকে, ইহাতে জাকাত ফরজ হইবে কিনা?

উঃ—নিজের খোরাকি জমির ধান্যের জাকাত ফরজ হইবে না।

৬৫৭। প্রঃ—বিবাহ উপলক্ষে দরিদ্র কন্যাকর্ত্তা বরপক্ষ হইতে যে টাকা গ্রহণ করে, তদ্দারা বরপক্ষ ও কন্যপক্ষকে খাওয়ান জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ঐ টাকা লওয়া নাজায়েজ, উভয় পক্ষকে উহা খাওয়া নাজায়েজ।—শামী কেতাবের ৫/৩৭৪ পৃষ্ঠায় আছেঃ—

و من السحت مما ياخذه للصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه☆

৬৫৮। প্রঃ—আষাঢ় মাসে ধান্যের শলি ৫ টাকা করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে, ভাদ্র মাসে ২/০ দরে বিক্রয় করা হয়, আষাঢ় মাসে ধান্য ধার দিয়া ভাদ্র মাসে ৫ টাকা পরিমাণ ডবল ধান্য লওয়া হয়, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে না। হয় মহাজন যে পরিমাণ ধান্য দিয়াছে, তাহাই লইবার চুক্তি করিবে, আর টাকা লইবার চুক্তি করিয়া থাকিলে, টাকাই লইবে।

৬৫৯। প্রঃ—নাবালেগা কন্যার বিধবা মাতা অন্যত্রে নেকাহ করিল ইহার অলী তাহার চাচা। মাতার স্বামী সেই চাচার অনুমতী লইয়া নাবালেগার বিবাহ করাইয়া দিল, কন্যাটি বালেগা হইয়াছে, এখন জামাতার সঙ্গে মাতার স্বামীর মনোমানিল্য হওয়াতে সে চাচাকে দ্বিতীয় নেকাহ করাইয়া দিতে উত্তেজিত করিল, চাচা দ্বিতীয় নেকাহ করাইয়া দিলে, ছহিহ হইবে কিনা?

উঃ—যখন উভয়ের সম্মতিতে প্রথম নেকাহ হইয়া গিয়াছে, তখন দ্বিতীয় নেকাহ জায়েজ হইবে না।

৬৬০। প্রঃ—জুমার ইমাম পীড়া বশতঃ বসিয়া খোৎবা পড়িলে ও দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে, নামাজ হইবে কিনা? খোৎবা কি পরিমাণ পড়িতে হইবে?

উঃ—ওজরের জন্য বসিয়া খোৎবা পড়া জায়েজ।

ইমাম আজমের মতে কলেমা, অথবা আলহামদু লিল্লাহ কিম্বা তছবিহ

পরিমাণ খোৎবা পড়া ফরজ, আর তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে তিন আয়ত কিম্বা আত্তাহিয়াতো পরিমাণ খোৎবা পড়া ফরজ। ছোট ছোট দুইটি খোৎবা পড়া ছুন্নত। শামী, ১/৭৫৮।

৬৬১। প্রঃ—জুমার ইমামের পশ্চাতে নামাজ না পড়িলে, কিম্বা তাঁহাকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার সাহায্য না করিলে, মোক্তাদিদের দোষ হইবে কিনা?

উঃ—অকারণে অবমাননা উদ্দেশ্যে মহল্লার মসজিদ ত্যাগ করা মকরুহ। ইমামের ক্ষতির উদ্দেশ্যে উহা করিলে, মুছলমানী হক। নষ্ট করা হইবে।

৬৬২। প্রঃ—পাটের পানী দেওয়া কি?

উঃ—পাটে মূল্যে পানী বিক্রয় করা জায়েজ নহে, কাজেই এইরূপ কুধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পাটে দেওয়া গোনাহ হইবে। আর পানী দেওয়া পাঠ বিক্রয়ের মছলা ৫৭০ নম্বর জওয়াবে লিখিত হইয়াছে।

৬৬৩। প্রঃ—একজন জমিদার মৃত্যুকালের বদলা হজ্জের জন্য ৭০০ টাকা ও জাকাত বাবৎ ৩৫০ টাকা ব্যয় করার অছিয়ত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত টাকাগুলি মাদ্রাছাতে ব্যয়িত হইতে পারে কিনা?

উঃ—বদলা হজ্জের টাকা দ্বারা একটি দরিদ্র দীনদার লোককে হজ্জে পাঠাইয়া তাহার হজ্জ আদায় করাইতে হইবে, উক্ত টাকাগুলি মাদ্রাছাতে ব্যয় করা জায়েজ হইবে না।

জাকাতের টাকাগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিতে হইবে। মাদ্রাছার দরিদ্র তালেবোল-এলমদিগকে দান করিতে পারিবে, কিন্তু তৎসমস্ত টাকা দ্বারা শিক্ষকগণের বেতন, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ বা অন্য কোন আসবাব-পত্র খরিদ করা জায়েজ হইবে না। অবশ্য মাদ্রাছা আলো প্রায় হইলে, উক্ত টাকাগুলির কতকাংশ একজন দরিদ্র মেম্বরকে মালিক করিয়া দিবে, তিনি স্বেচ্ছায় ঐ টাকাগুলি মাদ্রাছাতে ব্যয় করিতে পারিবেন।

৬৬৪। প্রঃ—মসজিদের মেহরাব প্রস্তুত করা কি?

উঃ—হজরত নবি (ছাঃ) ও তাহার খলিফাগণের জামানাতে মসজিদে মেহরাব ছিল না, খলিফা ওমর বেনে আবদুল আজিজ প্রথমে উহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা অফায়োল-অফা কেতাবে আছে।—মজমুয়া ফাতাওয়ায়-লাক্ষ্ণবি. ১/২৬৪ পৃষ্ঠা।

সমস্ত ইসলামি শহরে এই মেহবার বিনা এনকারে চলিয়া আসিতেছে,

কাজেই ইহার বেদয়াতে-হাছান; হওয়ার প্রতি আলেমগণের এজমা হইয়াছে।

৬৬৫। প্রঃ—হিন্দু জমিদারে খাসের জমিতে তাহার শর্ত্ত দান না করা সত্ত্বেও তথায় ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—মুছলমানগণ কোন প্রকার সত্ত্বে সত্ত্ববান না, তথায় হিন্দু জমিদারের খাস জমিতে অক্‌ফের ঈদগাহ করিতে পারে না, তথায় ঈদের নামাজ পড়িলে, মকরূহ হইবে। অবশ্য জমিদার মুছলমানদিগকে কোন জমি নিষ্কর ভাবে ছাড়িয়া দিলে, উহাতে ঈদগাহ জায়েজ হইবে, শামী।

৬৬৬। প্রঃ—শবে-বরাতের রোজা জিয়াফত ও নামাজের ব্যবস্থা কি?

উঃ—শাবান মাসের ১৪ই দিবাগত রাত্রিকে শবে-বরাত বলা হয়, ১৫ই দিবসকে বরাতের দিবস বলা হয়। রোজা ১৫ই দিবস রাখিতে হইবে, কিন্তু উহার সঙ্গে ১৪ই দিবসের রোজা যোগ করিতে হইবে। মৃতের ছওয়াব রেছানির জন্য নফল নামাজ, দান খয়রাত ইত্যাদি ১৪ই দিবাগত মাত্রে করা ভাল, কারণ ঐ রাত্রে মৃতদের রুহ বাটীতে উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৫ই দিবসেও দান খয়রাত করিলে ছওয়াব হইবে।

হজরত বলিয়াছেন, শা'বানের ১৪ই দিবাগত রাত্রে অর্থাৎ ১৫ই রাত্রে এক বৎসরে মধ্যে যে মনুষ্য পয়দা হইবে কিম্বা মরিয়া যাইবে, আর এই বৎসরে যাহাকে যে জীবিকা বণ্টন করা হইবে, তাহার বিস্তারিত তালিকা পরিচালক ফেরেশতাদিগকে লিপি আকারে জ্ঞাত করান হয়।

আরও হজরত বলিয়াছেন, এই রাত্রে আল্লাহতায়ালা খাস রহমত বান্দাগণের উপর নাজেল হয়, ঐ সময় আল্লাহতায়ালা মোশরেক, হিংসা পরায়ণ ও প্রাণ হত্যাকারী ব্যতীত সকলের গোনহ (ছগির) আরও হজরত বলিয়াছেন, বরাতের রাত্রি জাগরণ করিয়া বন্দেগী কর এবং উহার দিবসে রোজা রাখ, কেননা উক্ত রাত্রে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরে, আল্লাহতায়ালার খাস রহমত প্রথম আছমানে নাজিল হয়, সেই সময় তিনি বলেন, ক্ষমাপ্রার্থী আছে কেহ কি? আমি তাহাকে ক্ষমা করিব। জীবিকা প্রার্থী আছে কেহ কি? আমি তাহাকে জীবিকা প্রদান করিব। কোন ব্যধিগ্রস্থ আছে কি? আমি তাহাকে আরোগ্য দান করিব। এরূপ অনেক কথা বলিতে থাকেন, এমন কি ফজর হইয়া যায়।—মেশকাত, ১১৫।

ইহাতে বুঝা যায়, বরাতের রাত্রেই এবাদত বন্দিগী ও দান খয়রাত করাই উচিত। রদ্দোল-মোহতারের ১/৬১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, রাত্রের অধিকাংশ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে নফল নামাজ পড়িবে, কোরআন পাঠ করিবে,

হাদিছ পাঠ করিবে, কোরআন ও হাদিছ শ্রবণ করিবে, তছবিহ ও দরুদ পড়িবে।

এই রাত্রে রাত্রি জাগরণের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মকরুহ ইহা হাবি কুদছিতে আছে। একা একা এইরূপ করিবে।

৬৬৭। প্রঃ—জুনিয়র মাদ্রাছা কিম্বা মাইনর স্কুল করার উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করিতে কোরবাণির চামড়ার মূল্যের অর্দ্ধেক ফেৎরার সিকি ভাগ ও দাবাগত না করিয়া প্রত্যেক মৃত গরুর চামড়ার দাম চামারের নিকট হইতে লইয়া উক্ত তহবিলের কলেবর বৃদ্ধি করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—কোরবাণির চামড়ার মূল্য ও ফেৎরা দরিদ্র মুছলমানদিগকে দান করিতে হইবে, সাধারণ তহবিলের কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্যে উহাতে দান করা জায়েজ হইবে না। অবশ্য মাদ্রাছা কিম্বা স্কুল অভাবগ্রস্থ হইলে, উক্ত টাকা দরিদ্র মেম্বরকে মালিক করাইয়া দিতে হইবে, তিনি স্বেচ্ছায় উহা মাদ্রাছা কিম্বা স্কুলে ব্যয় করিতে পারিবেন। মুছলমান দরিদ্র ছাত্রদিগের বেতন, খোরাক, পাথেয় ও কেতাব খরিদ, বাবদ উহা দান করা যাইতে পারে। বিনা দাবাগাতে চামড়ার মূল্য গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

৬৬৮। প্রঃ—কোরবাণির গোশত ও মানশার ছাগলের গোশত একত্রে রন্ধন করতঃ ধনী দরিদ্র সকলে খাইতে পারে কিনা?

উঃ—দরিদ্রেরা খাইতে পারিবে, ধনীরা খাইলে মকরুহ তহরিমি হইবে।

৬৬৯। প্রঃ—উভয় প্রকার গরুর চামড়া বিক্রীত টাকা দ্বারা জেয়াফতের তৈল, মসলা ইত্যাদি ক্রয় করা কি?

উঃ—জায়েজ নহে, উক্ত টাকা দরিদ্রদিগকে দান করিতে হইবে।

৬৭০। প্রঃ—গ্রামোফোনে কোরআন পাঠ ও আজান দেওয়া কি

উঃ—ছাহারানপুরের মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া;—

الجواب

قرآن پاک کي تلاوت کرنے یا آذان کے رکاڈ بنانا ناجائز ہے ۔ اس سے قرآن پاک کي بیحر متي ھوتی ہے اور لوگ اس کو بھی مثل دیگر لھو و لعب کے ایك کھیل سمجھتے ہیں ۔ اس لئے مسلمانو

نکو اس سے کلي اجتناب لازم ہے۔ قرآن شریف یا دیگر شعایر اسلام کو لهو و لعب بنانا کفر ہے۔ یا ایها الذین آمنو الا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین او توا الکتاب من قبلکم اولیاؤ۔ سورہ مائدہ ☆

صحیح
عبد اللطیف
له
مدرسہ مظاہر علوم ☆

صحیح
حورہ سعید احمد غفر
دارا الافتاؤ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور

জওয়াব।

কোরআন পাক পাঠের ও আজানের রেকর্ড প্রস্তুত করা জায়েজ নহে, ইহাতে কোরআন পাকের অবমাননা হয়। লোকেরা ইহাকে অন্যান্য ক্রীড়া কৌতুকের তুল্য একটি ক্রীড়া কৌতুকের বুঝিয়া থাকে, এইহেতু মুছলমানদিগকে ইহা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকা ওয়াজেব। কোরআন শরীফ কিম্বা অন্যান্য ইছলামি চিহ্নগুলিকে ক্রীড়া কৌতুক বানান কাফেরী কার্য। ছুরা মায়েদাতে আছে—

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পূর্ব্বকার যে গ্রন্থধারিগণ তোমাদের দীনকে বিদ্রুপ ও ক্রীড়া বানাইয়া, ছে তোমরা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিঁও না।"

ছইদ
দারোল-এফ্ তা মাদ্রাদা
মাজাহেরে-উলুম—ছাহারানপুর

জওয়াব ছহিহ
আবদুল্লতিফ
মাদ্রাছা মাজাহেরে উলুম।

দেওবন্দের ফৎওয়া।

الجواب

گو اموفون آلات میں داخل ہے اس میں قرآن شریف کی آیتیں بھر قرآن شریف کی اهانت ہے اس لئے که قرآن شریف کو لهو

بنأیا جاتا ہے اور یہ معصیت ہے اور گرامو فون سے سننا ارسی معصیت کی اعنت و ترجیح ہے لہذا نا جائز ہے و هذا خلاصة ما فی الفتاریٰ الا مدادیه ☆

كفايت الله گنگو ہی غفرله ☆
مفتی داد العلوم ۔ دیوبند ☆

গ্রামোফোন বাদ্য যন্ত্রের অন্তগর্ত, উহার মধ্যে কোরআন শরিফের আয়তগুলি আবদ্ধ করিলে, কোরআন শরিফের অবমাননা করা হইবে। যেহেতু কোরআন শরিফের ক্রীড়া বানান হয়, আর ইহা গোনাহ, আরও গ্রামোফোন কর্ত্তৃক উহা শ্রবণ করিলে, উক্ত গোনাহ্ কার্য্যের সাহায্য ও প্রচার করা হয়, এইহেতু উহা নাজায়েজ। ইহা ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার মূল অর্থ।
কেফাএতুল্লাহ গাঙ্গুহি, মুফতি দারোল-উলুম- দেওবন্দ।
মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

لیکن چونکه مقصود اس سے تلہی ہے اس عارض کی وجه سے قرآن بھرنا اس میں جائز نہ ہو گا اسی طرح سننس ٣٦ بھی ☆

"যেহেতু গ্রামোফোনের উদ্দেশ্য ক্রীড়া; কৌতুক হইয়া থাকে, এই স্বতন্ত্র কারণে রেকর্ডে কোরআন আবদ্ধ করা জায়েজ নহে, এইরূপ উহা শ্রবণ করা জায়েজ নহে।'
দিল্লীর মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া।

الجواب

گرامو فون میں قرآن شریف کی تلاوت اور آذان پڑھنی ..... ہے کیونکه اس میں وجونات کثیرۃ سے کلام پاك اور اللّٰہ کے نام کی بیحرمتی ہوتی ہے اس وجه سے مسلمانوں پر ضروری ہے که اس سے اشد درجه کا اجتناب کریں فقط ☆

حبیب المرسلین غفر عنه ☆
نائب مفتی مدرسه امینیه۔دهلی ☆

গ্রামোফোনের কোরআন শরিফ পড়া ও আজান দেওয়া নাজায়েজ, কেননা ইহাতে বহু কারণে কোরআন পাক ও আল্লাহতায়ালার নামের অবমাননা করা হয়, এই কারণে মুছলামানদিগের উপর ওয়াজেব এই যে, তাহারা ইহা হইতে সম্পুর্ণরূপে পরহেজ করেন।

হবিবোল মোরছালিন—নায়েব মুফতি মাদ্রাছা আমিনিয়া, দিল্লী।

৬৭১। প্রঃ—কোরআনের অবমাননা করিলে, কি হয়?

উঃ—শরহে-ফেক্‌হে-আকবর ২০৫ পৃষ্ঠাঃ—

وفی تتمة الفتاری من استخف بالقرآن او بالمسجد او بنحوه مما يعظم فی الشرح كفر ☆

তাতোম্মাতোল-ফাতাওয়াতে আছে, যে ব্যক্তি কোরআন মসজিদ কিম্বা তত্তুল্য শরিয়তের সম্মানিত কোন বিষয়কে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।

وفی الخلاصة من قرا القرآن علی ضرب الدف و القضيب يكفر قلب و يقرب منه ضرب الدف و القضيب مع ذكر الله تعالی و نعت المصطفی صلعم وكذا التصفيق علی الذكر ☆

খোলাছা কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি দফ বাজান ও বাঁশী বাজান উপলক্ষে কোরান পড়ে, যে কাফের হইবে। আমি বলি, আল্লাহ তায়ালার জেকর ও নবি (ছাঃ) এর প্রসংশা উপলক্ষে দফ ও বাঁশী বাজান উহার তুল্য হইবে। এইরূপ জেকর কালে হাতে তালি দেওয়ার ঐ হুকুম হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, গ্রামোফোনে কোরআন ও কলেমা পড়িলে, আজান দিলে, ও মিলাদ পড়িলে, কাফের হইতে হইবে।

৬৭২। প্রঃ—কোন মুছলমান কাফের হইলে, কি হইবে?

উঃ—তাহার সমস্ত জীবনের নেকী নষ্ট হইবে, তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইবে, তাহার জানাজা পড়া হারাম হইবে এবং তাহাকে মুছলমানদিগের গোরস্থানে দফন করা নাজায়েজ হইবে। যদি সে কলেমা রদ্দে-কুফর পড়িয়া নূতন করিয়া ঈমান আনে এবং নিজের স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া লয়, ইছলামে প্রবেশ করিতে পারিবে।

৬৭৩। প্রঃ—বর কন্যা উভয়ে মজহাব অমান্যকারী মোহাম্মদী ফেরকা ভুক্ত, কন্যা স্বামী হইতে খোলা তালাক লইয়াছে, তাহাদের মতে খোলা

তালাকের এদ্দৎ এক হায়েজ হইয়া থাকে, তাহাদের এই তালাক অন্তে এক হায়েজ গত হওয়ার পরে হানাফী মজহাবালম্বী একজন কাজী উক্ত স্ত্রীলোকের নেকাহ অন্যত্রে পড়াইয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছেন, ইহা জায়েজ হইয়াছে কি না? তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—রদ্দোল-মোহতার, ১/৭০ পৃষ্ঠা,—

و اما المقلد فلا ينفذ قضاؤہ بخلاف مذهبه اصلاً كما نى القنية ذر مختار و فى رد المختار نقله فى القنية عن المحيط و غيره و جزم به المحفف فى فتح القدير و تلميذه العلا مة قلسم قال فى النهار وما فى الفتح يجب ان يعول عليه فى المذهب ☆

ইহাতে প্রমাণীত হইতেছে। হানাফি কাজির পক্ষে উক্ত কার্য করা বাতীল। তাহাল পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরূহ-তহরিমি। খোলা তালাকের এদ্দত যে তিন তালাক, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত মছলা খণ্ড তৃতীয় ভাগের ১২৭-১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

৬৭৪। প্রঃ—একজন হিন্দু নিজের একটি ষাঁড় কিম্বা বলদকে দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিল, ষাঁড়টি বড় হইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিতে থাকে, এই হেতু উক্ত হিন্দু ষাঁড়টি একজন ব্রাহ্মণকে দান করে, সে উহা কিছু মূল্যে কোন মুসলমানের নিকট বিক্রয় করে, এক্ষণে মুছলমানের পক্ষে উহা জবাহ করিয়া খাওয়া হালাল হইবে কিনা?

উঃ—এক্ষণে একটি বিষয় এস্থানে জানা কর্ত্তব্য। মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্মবী ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ২/৯০/৩১৬ পৃষ্ঠায় ও ৩/১০৪/১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা দেব দেবীর নামে যে পশুগুলি ছাড়িয়া দেয়, তৎসমূহ হারাম নহে, কারণ ইহা কোরান শরিফের এই আয়াতের অর্ন্তগত নহে। কাজেই যদি কোন মুছলমান মানশাকারীর বিনা অনুমতিতে উহা জবাহ করিয়া ভক্ষণ করে, তবে উহা এইহেতু হারাম হইবে যে, উহা অন্যের জিনিষ, কিন্তু এই হেতু হারাম নহে যে, পশুগুলি এই আয়াতের অন্তর্গত, কারণ আল্লাতায়ালা ছুরা মায়েদাতে বলিয়াছেন,—

و ما جعل الله من بحيرة و لا و سائبة و لا وصيلة و لا حام و لكن الذين كفرو يفترون على الله الكذب ☆

কিন্তু যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা আল্লাহতায়ালার উপর অসত্যারোপ করিয়াছে''

ইহাতে উক্ত পশুগুলির হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না। মক্কার কাফেরগণ নিজেদের মনোক্তির মতে হালাল হারাম স্থির করিত, কখন একটি উষ্ট্রীকার কর্ণ চিরিয়া দিয়া প্রতিমাগুলির নামের ছাড়িয়া দিত এবং উহার দুধ কাহাকেও দিত না এবং উহা জবাহ করা হারাম জানিত ও উহার সম্মান করাতে প্রতিমাগুলির সন্তুষ্টি ধারণা করিত, ইহাতে ''বহিরা'' বলা হয়।

যে পশুগুলিকে প্রতিমাগুলির নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তৎসমস্ত দ্বারা কোন বোঝা বহনের কার্য্যে লওয়া হইতনা, ইহাকে ছায়েবা বলা হইত। আল্লাদুতায়ালা তাহাদের এই কার্য্যগুলি বাতীল করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু তৎসমস্ত হারাম করেন নাই।

মাওলানা লাক্ষ্মবী ছাহেবের ইহা নিজের লিখিত ফৎওয়া কিনা, ইহাতে সন্দেহ আছে, উহা তাঁহার নিজের লিখিত ফৎওয়া হইলেও উহা ভ্রান্তিমূলক হইবে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব ফাতাওয়ায় আজিজি ১/৪৯/৫৫/৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, দেব দেবতা বা পীরের নামে যে কোন পশু অখ্যাত করা হয়, তৎসমস্ত وما اهل به لغير الله এই আয়াত অনুসারে হারাম।

মাওলানা থানাবীছাহেবএমদাদোল-ফাতাওয়ার ২/১৪৬/১৪৭/১৬৬/১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হিন্দু দেব দেবীর নামে অখ্যাত করা পশুগুলি উক্ত وما اهل به لغير الله☆ আয়িত অনুসারে হারাম হইবে।

ছুরা মায়েদার 'বহিরা' ও ছায়েবার আয়াতে আল্লাহ কাফের দিগের এইরূপ পশু হারাম করাকে এবাদত বলিয়া গণ্য করা বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিম্বা যে কার্য্যে এই পশুগুলি হারাম হইয়া যায়, সেই কার্য্যগুলি বাতীল সাব্যস্ত করিয়াছেন, কাজেই উক্ত পশুগুলি وما اهل به لغير الله এই আযাতে অনুয়ায়ী হারাম সাব্যস্ত হইবে।

ইহাতে দুইটি হারাম, প্রথম দেব দেবীর নামে উৎসর্গ করা, দ্বিতীয় অন্যের সত্ত্ব।

শাওয়ারেকে-মক্কিয়া, ৭৭/৭৮ঃ—

في شرح المتفق ان البقر الذى ينذره الكافرون باسماء الايائو

الا جداد حرام لان فيه حرمتين احد هما انه ملك الناذ ر ولا يجور للمؤ من ان يتصوف فى ملك الغير ويأ كل منه لان حق الغير حرام و الثانى ان ما يطعم الكافرون باسم الاباء فهو حرام ولا يجوز للمسلم ان يأ كل منه ☆

শরহে-মোত্তাফেকে আছে, যে গরুটি কাফেরেরা পিতা ও পিতা মহগণের নামে মানশা করিয়া থাকে, উহা হারাম, কেননা উহাতে দুই প্রকার হারাম আছে, প্রথম এই যে, উহা মানশাকারীর সত্ত্ব, আর ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে অন্যের সত্ত্বে হস্তক্ষেপ করা এবং উহা ভক্ষণ করা জায়েজ নহে, কেননা অন্যের হক হারাম। দ্বিতীয় কাফেরেরা যাহা পিতৃগণের নামে ভক্ষণ করাইয়া থাকে, তাহাও হারাম, মুছলমানের পক্ষে উহা ভক্ষণ করা জায়েজ নহে।

এইরূপ কলিকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব হেড মৌলবী মাওলানা অজিহ সহেব দাফেয়োশ শরুর কেতাবে মৌলবী মাওলাবখ্শ বেহারি ছাহেব জাদোল আখেরাত কেতাবে এবং মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরি ছাহেব হাক্কোল-একীন কেতাবে লিখিয়াছেন।

স্বয়ং মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব উক্ত ফাতাওয়ার ৩/১০৪/১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, খোদা ব্যতীত অন্যের নামে ভোগ দেওয়া পশু কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ ফৎওয়া দিয়াছেন যে, উহা তফছিরে আহমদীতে, হালাল বলিয়া লিখিত আছে। একদল উহা হারাম বলিয়াছেন, তফছীরে নায়ছাপুরীতে আছে, বিদ্বানগইণ বলিয়াছেন, যদি কোন মুছলমান কোন পশু জবাহ করে এবং উহা জবাহ করাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্য হয়, সে ব্যক্তি মোরতাদ্দ হইবে এবং তাঁহার জবাহ করা পশু মোরতাদ্দ ব্যক্তির জবাহ করা পশু বলিয়া গণ হইবে।

এমাম রাজী নিজের তফছিরে ঐরূপ লিখিয়াছেন। ফকিহগণ উহা হারাম বলিয়াছেন। দোর্রোল-মোখতারে আছে, কোন আমির কিম্বা কোন বোজর্গের আগমন উপলক্ষে (অর্থাৎ খাওয়ান উদ্দেশ্যে নহে) কোন পশু জবাহ করা হইয়াছে, উহা হারাম হইবে, কেননা উহা وما اهل به لغير الله☆ এই হুকুমের অন্তগর্ত।

এস্থানে মাওলানা লাক্ষ্নবী, সাহেব তফছীর আহমদীর এবারতের যেরূপ মর্ম্ম লিখিয়াছেন, তাহাও ভ্রান্তিমূলক, শাওয়ারেকে-মক্কিয়া কেতাবের ৭৪-

৭৫ পৃষ্ঠায় ও ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়ার ২/১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, উক্ত তফছীরের এবারতের মর্ম্ম এই যে, যে পশু আল্লাহতায়ালার নামে মানশা করা হয়, এবং তাঁহার সম্মানের জন্য উহা জবাহ করা হয় তৎপরে উহার মাংস দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া উহার ছওয়াব অলিদিগের রুহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, উহা মোল্লা জিউন লিখিত তফছিরের এবারত হইতে পীর দেবতার নামে ভোগ দেওয়া পশু হালাল হওয়ার দাবি করা বাতীল।

ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ২/১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এইরূপ ভোগ দেওয়া পশুকে গভর্ণমেন্ট নিলাম করিয়া ফেলিল, কেহ উহা খরিদ করিয়া জবাহ করিলে, এক্ষেত্রে উহা হালাল হইবে। কেননা সরকার উহা ধরিয়া লওয়ার মালিক হইয়া গেল, আর যখন প্রথম ব্যক্তি মালিক থাকিল না, তখন তাহার বদ নিয়েতে কোন ক্ষতি হইবে না। যদি কোন মুছলমান চুরি করিয়া উহা জবাহ করে তবে দুই কারণে হারাম হইবে, প্রথম মালিকের মন্দ নিয়তের জন্য দ্বিতীয় অন্যের পশু জবরদস্তি ও চুরি করিয়া আত্মসাৎ করার জন্য।

তৃতীয়, যদি কেহ এইরূপ নিয়ত হইতে তওবা করে, তৎপরে উহা জবাহ করা হয়, তবে উহা হালাল হইবে।

প্রশ্নোলিখিত ঘটনাতে মালিক হিন্দু উক্ত ভোগ দেওয়া পশু এক জন ব্রাহ্মণ দান করিলে, ব্রাহ্মণ উহার মালিক হইয়া গেল, সে কোন মুছলমানের নিকট বিক্রয় করিল, মুছলমান উহার মালিক হইয়া জবাহ করিলে উহা হালাল হইবে। والله اعلم بالصواب ☆

৬৭৫। প্রঃ—এক ব্যক্তি এই শর্ত্তে টাকা ধার দিয়া জমি বন্দক লইল যে, মালিকের খাজনা দিয়া সে উক্ত জমি ভোগ করিবে ও আসল টাকা থাকিয়া যাইবে, ইহা কি?

উঃ—উহা সুদ হইবে, উহা দলীল মৎপ্রণীত এবতালোল-বাতেল কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

৬৭৬। প্রঃ—বালিকা মক্তবস্কুলে বালিকা পড়ান কি?

উঃ—বালিকা দিগাকে কোরান, মছলা মছায়েল, ইছলামি আকায়েদ শিক্ষা দেওয়া জরুরি । ইহা তাচ্ছিল্য করিলে, গোনাহ হইবে।

৬৭৭। প্রঃ—মোহাম্মদ বেনে হানিফা কে?

উঃ—ইনি হজরত আলির পুত্র, ইহার দলীল ১৯৯ নম্বর মছলাতে লিখিত হইয়াছে।

৬৭৮। প্রঃ—কলের গান শুনা কি?

উঃ—নাজায়েজ।

৬৭৯। প্রঃ—কোন মুছলমান ৬মাস বেশ্যালয়ে থাকিয়া একটি বেশ্যাকে বাড়ী আনিয়া মুছলমান বানাইয়া লইয়াছে। তাহার টাকা পয়সা ইত্যাদি কিছুই আনে নাই। মুছলমান হওয়ার সময় কতকগুলি লোক খাওয়ান হয়, এই খাওয়ানের টাকা ধার করিয়া আনা হয়, হুগলী নিবাসী মাওলানা আবদুল জাব্বার ছাহেব তাহাকে মুছলমান বানাইয়া ছিলেন, এইরূপ খাওয়াতে দোষ হইয়াছে কিনা?

উঃ—যদি বিবরণ সত্য হয়, তবে উক্ত খাওয়াতে গোনাহ হইবে না, কিন্তু এইরূপ ফাছেকের তওবার পরে কিছু দিবস পরীক্ষা করা উচিত ছিল, এত তাড়াতাড়ি করিয়া জিয়াফত ভক্ষণ করা ঠিক হয় নাই।

৬৮০। প্রঃ—মৃতের দওয়াব রেছানি কালে কিরূপ কলেমা পড়িতে হইবে?

উঃ—পূর্ণ কলেমা, পড়িলে, পূর্ণ কলেমার ছওয়াব হইবে। অর্দ্ধেক কলেমা পড়িলে, অর্দ্ধেকের ছওয়াব পাইবে।

৬৮১। প্রঃ—ভুরু মেলাতে হাজত মানশা করা, তথাকার ফকিরকে ছেজদা করা তথাকার মসজিদে নামাজ পড়া ও তথাকার মাটি আনিয়া খাওয়া কি?

উঃ—পীরের নামে মানশা করা শেরক। ফকিরকে ছেজদা করা হারাম। তথাকার মাটি খাওয়া নাজায়েজ। অবশ্য মসজিদে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

৬৮২। প্রঃ—কোন পীর ছাহেব তাঁহার এক মুরিদকে বলিলেন যে, যদি তুমি আমাকে ৫ লক্ষ টাকা দিতে পার, তবে তাহা হইতে তোমার মৃত পিতা-মাতাকে গোরের মধ্যে মুরিদ করিয়া দিব, ইহা কিরূপ?

উঃ—ইহা বাতীল কথা, এইরূপ কোন কথা শরিয়তে নাই।

৬৮৩। প্রঃ—মৃতকে গোরে নামাইয়া ৩/৫/৭ বার মুখের কাপড় খুলিয়া দুনইয়া দেখান ও দুনইয়ার নিকট হইতে বিদায় লওয়া কি?

উঃ—পুরুষ মোর্দারের মুখ লোকদিগকে দেখান জায়েজ।—ইহা তাতারখানি ও আলমগিরিতে আছে।

৬৮৪। প্রঃ—ওয়াজেব ও নফল ছদকা কি?

উঃ—জাকাত ফরজ, ফেৎরা ও কোরবাণির চামড়ার মূল্য দান

করা ওয়াজেব ছদকা, মানশার বস্তু দান করা, কছমের কাফারার ছদকা, জেহারের কাফ ফারার ছদকা, রোজা নষ্ট করার কাফ্ ফারার ছদকা, এহরাম সংক্রান্ত ছদকা ওয়াজেব ছদকার মধ্যে গণ্য। মৃত নামাজ ও রোজার ফিদইয়ার অছিয়ত করিয়া গেলে, তাহার এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি হইতে যে ফিদাইয়া দান করা হয়, উহা ওয়াজেব ছদকা। আর অছিয়ত না করিয়া গেলে, যে ফিদইয়া দান করা হয়, উহা নফল ছদকা। ফরজ ওয়াজেব ব্যতীত যে ছদকা করা হয়, তাহার নফল ছদকা হইবে।

৬৮৫। প্রঃ—যদি কেহ না জানা বশতঃ ৫/৬ মাস বয়সের ছাগল দ্বারা মান্নত শোধ করে, তবে কি হইবে?

উঃ—উহা জায়েজ হইবে না পুনরায় অতিকম এক বৎসরের একটি ছাগল দ্বারা মানশা আদায় করিতে হইবে।

৬৮৬। প্রঃ—একত্রে মৃত ও জীবিতের আকিকা করা যাইবে কিনা? মৃতের আকিকা করা জায়েজ কিনা?

উঃ—মৃতের পক্ষ হইতে কোরবাণি করা জায়েজ। শামী, ৫/২৮৫ আর আকিকা ও কোরবাণির একই প্রকার হুকুম, উহা রেছালায় আকিকাতে আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, মৃতের পক্ষ হইতে আকিকা করা জায়েজ হইবে। আকিকা ও কোরবাণি একত্রে করা জায়েজ। শাঃ,৫/২৮৫।

৬৮৭। প্রঃ—যদি কেহ মান্নত করে—"আল্লাহ আমার অসুখ ভাল হইলে, একটি খাশি জবাহ করিয়া জোমার দশজন মুছল্লিকে খাওয়াইব।" ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—দশজন দরিদ্র মুছল্লিকে খাওয়াইবে, আর মুছল্লি দরিদ্র না থাকিলে সেই জোমার মুছল্লি ব্যতীত অন্যান্য দশজন দরিদ্রকে খাওয়াইবে, ফেৎরা ও কোরবাণি দেওয়ার যোগ্য মুছল্লিগণকে উহা খাওয়াইলে, মানশা আদায় হইবে না।

৬৮৮। প্রঃ—চৈত্র মাসে একজন ব্যক্তিকে ১ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইলে, আশ্বিন মাসে তাহার নিকট হইতে একটি টাকা ও উহার সঙ্গে ৫ সের পাট কিম্বা ৫ সের ধান্য লওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—সুদ ও হারাম।

৬৮৯। প্রঃ—যে পশুর সহিত মানুষে সঙ্গম করে, তাহার দুধ ও গোশত খাওয়া যাইবে কিনা? সেই পশুর ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ—দুধ ও গোশ্‌ত খাওয়া মকরুহ। সেই পশুকে জবাহ করিয়া

ফেলা উচিত। উহার গোশ্‌ত ও দুধ খাওয়া মকরুহ। ইহার দলীল ৪৮২ নম্বর মছলাতে লিখিত হইয়াছে।

৬৯০। প্রঃ—নাবালিকার সহিত সঙ্গম করিলে, নাবালিকার উপর গোছল ফরজ হয় না কেন?

উঃ—নাবালেগা ও নাবালিগার উপর শরিয়তের হুকুম পালন করা জায়েজ নহে, এইহেতু উহা ফরজ নহে।

৬৯১। প্রঃ—দুই তিন গ্রামের জুমার ঘর ভাঙ্গিয়া এক জামাত করা হইল, পূর্ব্বকার জুমার ঘরগুলি কি করিতে হইবে?

উঃ—খাঁটি ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হারামে কাৎয়ি, এইরূপ লোকদের জন্য কোরআন শরিফে দোজখের কঠিন শাস্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ঘরগুলি আবাদ ও কায়েম রাখা ফরজ।

৬৯২। প্রঃ—কাজা নামাজ স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামাজ জামাতে পড়া কি? ইহা কোন কেতাবে আছে?

উঃ—যাহার নামাজ ও ওয়াক্তিয়া নামাজের মধ্যে তরতিব লক্ষ রাখা ফরজ, এমন কি যদি কেহ স্মরণ থাকা সত্ত্বেও কাজা নামাজ আদায় না করিয়া ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করে, তবে ওয়াক্তিয়া নামাজ বাতীল হইবে। এইরূপ ফরজ ও বেতরের মধ্যে তরতিব লক্ষ্য রাখা ফরজ, কয়েকটি কারণে তরতিব রহিত হইয়া যায়; কাজার কথা ভুলিয়া গেলে, ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় কাজা পড়িতে গেলে যদি ওয়াক্তিয়া কাজা হইয়া যায় কিম্বা ছয় ওয়াক্ত কাজা থাকিলে, প্রথমে ওয়াক্তিয়া পড়া জায়েজ হইবে। আলমগিরি, ১ম ভাগ, ১২৮—১৩০ পৃষ্ঠায় ইহা লিখিত আছে। ফেক্‌হের সমস্ত কেতাবে ইহা লিখিত আছে।

৬৯৩। প্রঃ—মানুষকে দফন করিবার পরে ৪০ হাত দুরে যাইতে হয় কেন?

উঃ—ইহার কোন দলীল নাই, বরং আলমগিরির ১/১৭৬ পৃষ্ঠায় একটি উটের শাবক জবহ করিয়া উহার গোশ্‌ত বণ্টন করা পরিমান সময় পর্য্যন্ত দফনের পরে গোরের নিকট থাকিয়া কোরআন পাঠ ও দোওয়া করার ব্যবস্থা লিখিত আছে।

৬৯৪। প্রঃ—মানুষের কোন স্থান নাপাক থাকে?

উঃ—ওজু গোছলে জাহেরী সমস্ত শরীর পাক হইয়া যায়,

যদি কোন শরীর নাপাক থাকিত, তবে নামাজ পড়া কিরূপে জায়েজ হইত।

৬৯৫। প্রঃ—জামা ঢোল্লা করিয়া না পরিলে, নামাজ জায়েজ হইবে কিনা? মেশিনে জামা সেলাই করা জায়েজ কিনা?

উঃ—হাঁ নামাজ জায়েজ হইবে। মেসিনে সেলাই করা জায়েজ।

৬৯৬। প্রঃ—আকিকা করা কি? বড় হইয়া নিজের আকিকা করা খাসি নিজে জবহ করিতে পারে কিনা? ৪/৫ দিবস পর ছেলে মারা গেলে, তাহার আকিকা করিতে হইবে কিনা? পিতা ও ছেলের আকিকা এক সঙ্গে করা যায় কিনা?

উঃ—আকিকা করা মোস্তাহাব। বড় হইয়া নিজের আকিকা নিজে করিতে পারে। নবি। (ছাঃ) ৫০ বৎসর নিজের আকিকা নিজে করিয়াছিলেন।—রেফাহোল মোছলেমিন, ১২। রেছলায় আকিকা, ২৫৫। মৃতের পক্ষ হইতে আকিকা করা জায়েজ।

সাত সাত দিবসের হিসাব রাখা মোস্তাহাব, ওয়াজেব নহে। রেছালায় আকিকা,২০৭। এই হিসাবে পিতা ও পুত্রে আকিকা এক সঙ্গে করা জায়েজ।

৬৯৭। প্রঃ—একজন নিজের স্ত্রীকে বলিল, আমি তোমাকে রাখিব না। তুমি অদ্য হইতে আমার উপর হারাম, এইরূপ তিনবার বলিল, ইহাতে কয় তালাক হইবে?

উঃ—তুমি আমার উপর হারাম, ইহা মূলে 'কেনায়া, তালাক, কিন্তু বর্ত্তমানে বিনা নিয়ত এক তালাক বাএন কেনায়া তালাক ব্যবহার করিলে, উহাতে অন্য তালাক হয় না। কাজেই এস্থলে প্রথমবার হারাম বলাতে এক তালাক বা এন হইয়া গেল, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার হারাম বলাতে নূতন তালাক হইবেনা। প্রথম তালাকের তাকিদ হইবে। অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনাতে এক তালাক বাএন হইবে।

শামি. ২/৬৪৬;—

لا يلحق البائن البائن المرد بالبائن الذى لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية ☆

আরও উহার ৩৪৫ পৃষ্ঠা:—

ولا يرد انت على حرام بالمفتى به من عدد توقفه على النية مع انه لا يلحق البائن ولا يلحق البائن لكونه باناكا ان عدم توقفه على الية امر عارض له لا بحسب اصل وضعه ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, তুমি আমার উপর হারাম তিনবার বলিলে এক তালাক বাএন হইবে। স্বামী তাহাতে নেকাহ করিয়া লইতে পারে।

৬৯৮। প্রঃ—কোরআন শরিফ ও হাদিছ শরিফের বাংলা অর্থ যাহা বড় বড় আলেম সুন্দরভাবে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া তদ্দ্বারা ওয়াজ করিয়া লোকদিগকে শুনাইলে বা কোরআন ও হাদিছের ছনদ উল্লেখ করতঃ সেই সমস্ত বাংলা অর্থ কোন কেতাবে লিখিলে, উহা জায়েজ হইবে কিনা? এরূপ ব্যক্তির প্রতি এই জন্য অবজ্ঞা করিলে, কি হইবে?

উঃ—উক্ত কার্য্য জায়েজ, হজরতের ছাহাবাগণ ও তাবেয়িগণ কেতাব না পড়িয়া শুনিয়া শুনিয়া ওয়াজ করিতেন, ইহাও সেইরূপ হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্য ঘৃণাও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে, মহা গোনাহ হইবে। অবশ্য যদি সে ব্যক্তি নিজ হইতে কোন কল্পিত কথা বা অর্থ প্রকাশ করে, তবে দোষনীয় হইবে।

৬৯৯। প্রঃ—জুমার অলী হইয়া ফাছেক, বেদয়াতি ও শেরক কারীর বাড়ীতে জিয়াফত খায়, তাহাদের মিলাদ পাঠ করে এবং সঙ্গীত বাদ্য কারিগণের সাহায্য করিয়া থাকে। যদি তাহাকে বলা হয়, আপনার এরূপভাবে চলা ভাল নহে; কেননা আপনি একে ত জুমার অলী, দ্বিতীয় লোকে আপনাকে মুনশী বলিয়া ডাকে, রাহে-নাজাত, মেফতাহল-জান্নাত ও দুই চারিখানা মিলাদের কেতাব পড়িয়াছেন ও কোরআন ও হাদিছের কিছু কিছু মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, আপনাকে এরূপভাবে না চলিয়া কোরআন হাদিছ মত চলা উচিত। তৎশ্রবণে সেই মুনশী উত্তর করিল, "থোও তোমার কোরআন হাদিছ, কোরআন হাদিছ মত কে চলে, কোরআন হাদিছ মত চলা কঠিন। আমরা বলিলাম, আহা, আপনি জুমার খতিবি করেন, আপনার এইরূপ কথা বলা অন্যায়। যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যায় ও তাহার বিবি তালাক হইয়া যায়। দলীল দেখুন। পুনরায় মুনশী বলিল, তাহা হইলে সংসার শুদ্ধ কাফেরও সকলের বিবি তালাক। এক্ষণে তাহার পক্ষে শরিয়তের ব্যবস্থা কি?

উঃ—শরহে ফেকহে-আকবর, ২০৫ পৃষ্ঠা;—

وفی تتمة الفتاری من استخف بالقرآن او بالمسجد او بنحوه مما يعظم فی الشرع كفر ☆

"তাতেম্মাতোল-ফাতাওয়াতে আছে, যে ব্যক্তি কোরআন মছজেদ কিম্বা

তত্তুল্য শরিয়তের সম্মানিত বিষয়কে তুচ্ছ করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় সেই মুনশী কোরআন ও হাদিছের প্রতি অবজ্ঞা করায় কাফের হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের নামাজ, রোজা ইত্যাদি সমস্ত বন্দিগী বাতীল হইয়া গিয়াছে ও তাহার বিবির নেকাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ। যত দিবস সে ব্যক্তি তওবা করিয়া নূতনভাবে ঈমান না আনে ও তাহার বিবার নেকাহ না দোহরাইয়া লয় ততদিবস জানাজা পড়া নাজায়েজ এই অবস্থায় মরিলে, তাহার জানাজা পড়া নাজায়েজ এবং তাহাকে মুসলমানদিগের গোরস্থানে দফন করা নাজায়েজ হইবে।

৭০০। প্রঃ—বাজি রাখিয়া জেদ করিয়া ঢোল শোহরত দিয়া লোক সংগ্রহ করিয়া নৌকা বাইজ দিয়া থাকে। যাহার নৌকা অগ্রগামী হয়, সে নানা রকম আমোদ করিয়া লোকদিগকে খাওয়ায় ও নানা প্রকার জয়গান করে। তাহাদিগকে বলা হয় যে, এই সমস্ত বেদয়াত ও হারাম। তবে এইরূপ মৌলবী মুনশী নামধারী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহা খেলাও হারাম হইলে, সংসারে চলা কঠিন, আমরা তোমাদের কথা শুনিব না, উপর হইতে ফৎওয়া আনা এক্ষণে কি ব্যবস্থা হইবে?

উঃ—উহাতে কয়েকটি দোষ আছে,—প্রথম হিন্দুদিগের নির্দ্দিষ্ট পর্ব্ব দিবসে এইরূপ করা হয়, ইহাতে তাহাদের পর্ব্বের সৌন্দর্য্য বদ্ধন করা হয়, ইহা হারামে কাৎয়ি, ইহাতে কোফরির আশঙ্কা আছে। অন্য সময়ে হইলে ক্রীড়া কৌতুকের জন্য করা হয়, কাজেই ইহা নাজায়েজ। দ্বিতীয় ইহাতে নামাজ নষ্ট করা হয়, ইহাও হারাম। তৃতীয় ইহাতে অপব্যয় করা হয়, ইহাও হারাম। চতুর্থ ইহাতে হার জিতের বাজি প্রত্যক্ষ হইতে ঘোষনা করা হয়, ইহাও জুয়া ও হারাম। পঞ্চম প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কেহ কেহ ছেহর জাদু করিয়া অন্য পক্ষকে পরাজিত করিতে চেষ্ট করে, ইহাও অকাট্য হারাম।

যষ্ট অনেক সময় বিদ্বেয় বশতঃ একপক্ষ অন্য পক্ষকে প্রহার, জখম ও রক্তপাত করিতে সাধ্য সাধনা করে, ইহাও হারাম।

সপ্তম ইহাতে সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, ইহাও হারাম, যে মৌলবি মুনশী এইরূপ কার্য্যকে জায়েজ মনে করেন, তাহারা গোমরাহ, তাহাদের এতগুলি হারামকে হালাল জানায় কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাহাদের তওবা, তজদিদে ঈমান ও নেকাহ দোহরান জরুরি।

৭০১। প্রঃ—জুমার মসজিদে হিন্দু —মুচি প্রভৃতি সন্দেশ, মিষ্টান্ন, ছাগল, মোরগ দিলে, উহা খাওয়া মুছলমানদিগের পক্ষে জায়েজ কিনা?

উঃ—উহা পরহেজগার লোকেরা খাইবে না, যে দরিদ্র মুছলমানদিগের পরিজন অভাব বশতঃ অনাহার অবস্থায় থাকে, তাহারা উহা ভক্ষণ করিতে পারিবে।

৭০২। প্রঃ—কলেমাতোল-কোফর কেতাবের ১০ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে লেখা আছে, কোন স্থান খোদা হইতে শূন্য নহে বলিলে কাফের হইবে, কিন্তু মৌলবি নইমুদ্দিন ছাহেব কৃত জোবদাতোল মাছায়েল কেতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ঈমানের অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, সকল সময়ে সকল স্থানে খোদা আছেন, ইহার মর্ম্ম কি?

উঃ—জোবদাতোল-মাছায়েলের মছলা ভ্রান্তিমূলক।

আকায়েদে-নাছাফি ৯৯ পৃষ্ঠায়;—

ولا يتمكن في مكان ☆

"খোদা কোন স্থানে স্থিতিশীল নহেন।"

শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল জমিলের ৩১ পৃষ্ঠায় ও ইমাম গাজ্জালি 'এহইয়াওল-উলুম' কেতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আল্লাহ কোন স্থানে কিম্বা দিকে স্থিতিশীল নহেন, স্থান তাঁহাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারেন না। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আকায়েদ তত্ত্ব কেতাবে লিখিত হইবে।

৭০৩। প্রঃ—সৎ মাতাকে নিকাহ করা জায়েজ হইবে কিনা? পিতা বেলা ১০ টায় একটি স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করিয়া ১২টার সময় মরিয়া গেল, এইরূপ সৎ মাতাকে নেকাহ করা কি?

উঃ—হারাম, ইহা কোরআনে হারাম হইয়াছে। ☆ وما نكح ابائو كم

রদ্দোল-মোহতার, ২/৩৮৩ পৃষ্ঠা;—

و تحرم زوجة الا صل و الفرع بمجرد العقد دخل بها اوالا ☆

"সঙ্গম করুক, আর নাই করুক, পিতা ও দাদার স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রের স্ত্রী হারাম।"

৭০৪। প্রঃ—বিনা বেতনে ইমামের পশ্চাতে নামাজ জায়েজ কিনা? ইমাম বেতন চাহিলে কি করিতে হইবে?

উঃ—ইমাম বেতন লউক, আর নাই লউক, ধনী হউক, আর দরিদ্র হউক, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। ইমামের বেতন গ্রহণ করা জায়েজ।—শামী, ৫/৪৬।

৭০৫। প্রঃ—মানুষকে কুকুরে কামড়াইলে, মাটির সবার উপর কোরআনের আয়ত লিখিয়া তাহার উপর পা দিয়া দাঁড়াইলে, বিষ নষ্ট হইয়া যায়, ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—এইরূপ বে-আদবি করা জায়েজ নহে। হরিদ্রা ও খোড়া দুর্ব্বা ঘাসের ফুল ৫টি একত্র করিয়া বাটিয়া তিন দিবস খালি পেটে খাইলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

৭০৬। প্রঃ—হিন্দুদের রথ যাত্রার দিনে নিদিষ্ট স্থানে বৎসর বৎসর বাজার বসে, কিন্তু সেখানে কোন রথ বা পূজা অর্চ্চনা হয় না বা আসে না, এইরূপ স্থানে মুছলমানেরা যাইতে বা খাদ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে কিনা? একজন ঐ বাজারে যাইবার জন্য আনারস লইয়া যাইতেছিল তাহার নিকট হইতে পথিমধ্যে কেহ উহা কিনিতে পারে কিনা?

উঃ—এইরূপ বাজারে ব্যবসা করিতে যাওয়া খোদার গজব নাজেল হওয়ার কারণ হইবে।—ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া ২/১২৪ পথিমধ্য হইতে কেহ উক্ত স্থানের যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু কিনিয়া লইলে, দোষ হইবে না।

৭০৭। প্রঃ—কবরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি গর্ত্ত করিয়া উহার মধ্যে লাশকে এমন ভাবে ডাহিন কাৎ করিয়া রাখে যেন উপুড় হইয়া না পড়ে, ইহা কি?

উঃ—এরূপ গোরকে 'লাহাদ' বলা হয়, ইহা ছুন্নত, আর মাটি নরম হইলে, ইহার বিপরীত 'শেক্ক' গোর দেওয়াতে দোষ নাই। আমাদের দেশে লাহাদ গোর দেওয়া হয় না, ইহা ছুন্নতের খেলাফ। আলমগিরি, ১/১৭৬, শামী, ১/৮৩৭, বাহারোর রায়েক, ২/১৯৩/১৯৪।

৭০৮। প্রঃ—কোন মুছলমান জীবনে দৈনিক ২/১ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়াছে মৃত্যুকালে পীড়িত অবস্থাতে নামাজ পড়ে নাই, ঈদোল-ফেৎর ও ঈদোল-আজহার নামাজ পড়িত, ইহার জানাজা পড়া যাইবে কিনা?

উক্ত ব্যক্তির ওয়ারেছগণের নিকট হইতে উচ্চ হারে কাফ্ফারা আদায়, করিলে জানাজা পড়া যাইবে না, ইহার ফৎওয়া কি?

উঃ—তাহার জানাজা পড়াজায়েজ। মজমুয়া ফাতাওয়ায় লক্ষবি ২/৩৬২ যে নামাজির পীড়া বশতঃ নামাজ কাজা হইয়াছে, উহার কাফ্ফারা দেওয়ার অছিএত করিয়া গেলে, ডহার কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজেব হহবে। অছিএত না করিয়া গেলে, উহা দেওয়া মোস্তাহাব হইবে। এই কাফ্ফারা

আদায়ের জন্য জানাজা পড়িতে দেরী করা অনুচিত।

৭০৯। প্রঃ—কোন মৃতের গোনাহ মাফির জন্য বহু মূল্য কোরআন শরিফ খয়রাত করিয়া দেওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—এছকাতের মর্ম্ম পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, যদি ইচ্ছা করে, তবে কোন মসজিদে একখানা কোরআন শরিফ অকফ করিয়া দিবে, উহার ছওয়াব মৃত ব্যক্তি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত পাইতে থাকিবে।

৭১০। প্রঃ—কোন লোক নিজ স্ত্রীকে লিখিত ও মৌখিত তিন তালাক দিয়া ১০/১৫ দিবস পরে পুনরায় তাহাকে লইয়াছে। কোন মৌলবী তাহার নেকাহ পড়াইয়া দিয়াছে। ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—এইরূপ নেকহা হারাম, সে তাহার সঙ্গে জেনা করিতেছে, এইরূপ মৌলবী গোমারাহ, সে জেনার দায়ী হইবে, তাহার পশ্চাতে নামাজ নিষিদ্ধ।

৭১১। প্রঃ—জানাজা নামাজের চতুর্থ তকবিরের পরে ছালাম করার পূর্ব্বে দুই হাত বাঁধিয়া থাকিবে, কিম্বা ছাড়িয়া দিতে হইবে?

উঃ—খোলাছাতোল ফাতাওয়ার ১/২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

و لا يعقد بعد التكبير الرابع لانه لا يبقى ذكر مسنون حتى يعقد فالصه حيح انه يحل اليدين ثم يسلم تسليمتين هكذا فى الذخيرة ☆

হাশিয়ায়-চলপি;—

و لا يعقد بعد التكبير الرابع لانه لا يبقى ذكر مسنون حتى يعقد فالصحيح ان يحل اليدين ثم سلم تسليمتين كذا في الظهيرية ناقلا عن المصطفىٰ و فتارىٰ الحسامى و الذخيرة ☆

দারাহেমোল-কিছের টীকা—জাওয়াহেরে-নফিছার ৭৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

ثم يكبر رابعة و يسلم عقيبها بعد ارسال اليدين ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, চতুর্থ তকবিরের পরে হাত ছাড়িয়া দিয়া পরে ছালাম দিবে।

৭১২। প্রঃ—এ বৎসর ঈদোজ্জাহার নামাজ জুমার দিবস ঠিক হইয়াছে, না—শনিবারে ঠিক হইয়াছে?

উঃ—ফেক্‌হ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণের নিয়ম অনুয়ায়ী টেলিগ্রাম পত্র ইত্যাদির সংবাদে রোজা, কিম্বা ঈদ করা জায়েজ হইবে না। দোর্রেল-মোখতারে লিখিত আছে, প্রমাণ যোগ্য ভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছিলে উহা গ্রহনীয় হইবে।

শামী কেতাবে উহার ব্যখ্যায় লিখিত আছে;—"যদি দুই জন দীনদার ব্যক্তি এদেশে আসিয়া সাক্ষ দেন যে, আমরা অমুক শহরে চাঁদ দেখিয়াছি, কিম্বা আমাদের সাক্ষাতে অমুক শহরের দুই জন উপযুক্ত সাক্ষী লইয়া রোজা রাখার হুকুম দিয়াছেন, অথবা সেই শহরের বহু লোক এই দেশে আসিয়া বলেন যে, তথাকার লোক চাঁদ দেখিয়া রোজা করিয়াছেন, তবে এদেশের লোকের পক্ষে রোজা রাখা ওয়াজেব হইবে।

ইহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বোম্বাই কিম্বা অন্য দুর দেশে চাঁদ উঠিয়াছে, এই সংবাদ একখানা বা দুইখানা টেলিগ্রামে যা এক দুইখানা সংবাদ পত্রে জানিয়া ঈদ করা জায়েজ হইবে না।

যদি কলিকাতার মুফ্‌তি সাহেব দুইটি দীনদার সাক্ষী দ্বারা দূর দেশের চাঁদ উঠিবার সংবাদ অবগত হইয়া কলিকাতায় ঈদ করার হুকুম দেন, তবে তাঁহার পক্ষে ইহা জায়েজ হইবে, তাই বলিয়া অন্য দেশের লোকের পক্ষে জায়েজ হইবে, তাই বলিয়া অন্য দেশের লোকের পক্ষে সংবাদ পত্রে এই খবর জানিয়া ঈদ করা জায়েজ হইবে না।

বঙ্গের হানফীদিগকে জানাইয়া দিতেছি, যাহারা হানাফী-মাজহাব মানেনা, এইরূপ লোকের প্রচারিত সংবাদ পত্রে মছলা মুদ্রিত থাকিবে, উহা বিনা তদন্ত যেন সত্য বলিয়া মানিয়া না লওয়া হয়।

৭১৩। প্রঃ—যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে বলে, আমি উহাকে তালাক, তালাক তিন তালাক দিলাম, কিন্তু রাজয়ি, কিম্বা বায়েন তাহা উল্লেখ করে নাই, এখন সে এই স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে পারে কিনা?

উঃ—ইহাতে তিন তালাক হইয়া গিয়াছে, বিনা তহলিলে প্রথম স্বামীর সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে না। তহলিলের অর্থ এই তালাকের এদ্দত গত হইলে, অন্য লোকের সহিত নেকাহ করিবে, সে তাহার সহিত সঙ্গম করিয়া মরিয়া গেলে বা তালাক দিলে, এই মৃত্যু কিম্বা তালাকের এদ্দত অন্তে প্রথম স্বামীর সহিত নেকাহ করিলে, জায়েজ হইবে, ইহার পূর্ব্বে জায়েজ হইবে না।

৭১৪। প্রঃ—দুগ্ধের সহিত লবন খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—শরিয়তে জায়েজ হইবে, কিন্তু কবিরাজেরা উহাতে স্বাস্থ্যের হানি হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন, কাজেই এই হিসাবে না খাওয়া ভাল।

৭১৫। প্রঃ—জুমার দিবস ইমাম মসজিদে আসার পূর্ব্বে কাবলোল-জুমা পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৭১৬। প্রঃ—মসজিদের প্রথম সারি ঠিক হইয়াছে এমন সময় কোন পরহেজগার কিম্বা মাতব্বর আসিয়া লোক ঠেলিয়া প্রথম সারিতে গেলে জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—লোকের কাঁধের উপর দিয়া প্রথম সারিতে যাওয়া গোনাহ। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকের ঘাড়ের উপর পা দিয়া আগে যায়, সে যেন দোজখের সেতু নির্ম্মান করিয়া লইল। মেশকাত—১২২ পৃষ্ঠা।

৭১৭। প্রঃ—মিলাদ শরিফের সিন্নি (মিষ্টান্ন) খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি উহা মানশার মিষ্টান্ন হয়, তবে সকলে খাইতে পারিবে মানশা হইলে দরিদ্রে খাইতে পারিবে।

৭১৮। প্রঃ—হিন্দু কালীতলায় মুছলমানদের বসতি বাড়ী করা জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি উহার মালিক কেহ থাকে, তবে তাহার নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া বসত বাড়ী করা জায়েজ হইবে। আর যদি হিন্দুদিগের অক্‌ফ করা স্থান হয় এবং ব্যক্তি বিশেষ সম্পত্তি না হয়, তবে এইরূপ স্থানে উহা জায়েজ হইবে না।

৭১৯। প্রঃ—ম্যারেজ রেজিষ্টারের অফিস হইতে কাবিননামা রেজিষ্ট্রী করিয়া পরে হাজিরান মজলিশে খোৎবা জারি ও বিবাহ না হওয়ার পূর্ব্বে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকটি মোহর ও স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইবে কিনা?

উঃ—যদি কন্যা নাবালেগা হয়, আর পিতা, দাদা বা কোন ওলি কাজির অফিসে দুইজন লোকের সাক্ষাতে নওশাহার সঙ্গে বিবাহ পড়াইয়া দিয়া থাকে। তবে উক্ত স্বামী মরিয়া গেলে, এই স্ত্রী দেন-মোহর ও তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ফারাএজিসত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে।

আর যদি কন্যা বালেগা হয়, তবে যতক্ষণ দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে কন্যা ও নওশাহার মধ্যে নিয়মিতরূপে ইজাব কবুল না করান হয়, ততক্ষণ উক্ত নেকাহ সহজ হইবে না, এই বিবাহের পূর্ব্বে কাবিন দাতা মরিয়া গেলে,

উভয়ের মধ্যে নেকাহর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে না এবং কাবিন গৃহিতা মোহর পাইবে না এবং দাতার সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

৭২০। প্রঃ—বৃষ্টির পানিতে সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে নামাজের সময় চলিয়া যাইবে, এমতাবস্থাতে ভিজা কাপড়ে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে।

৭২১। প্রঃ—যে মুছলমান বর্গা জমির নজর ১ টাকা দুই টাকা করিয়া গ্রহণ করে, ঐরূপ ব্যক্তি নামাজের এমামতী করিলে নামাজ দোহরাইতে হইবে কি না?

উঃ—উহা গ্রহণ করা নাজায়েজ, এইরূপ ব্যক্তির পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি। মকরুহ তহরিমির সহিত নামাজ পড়িলে, নামাজ দোহরাইতে হইবে।

৭২২। প্রঃ—বর্ত্তমান পৃথিবীতে জদী পাহারের নাম কি? যে পাহাড়ের উপর হজরত নূহের জাহাজ মহা প্লাবনের সময় লাগিয়েছিল?

উঃ—এই মহাপ্লাবনের ঘটনাটি তওরাতের আদি পুস্তকে লিখিত আছে, উহার ৮ অধ্যায় ৪ পদে জুদী পাহাড়ের নাম আরারাট পর্ব্বত বলিয়া লিখিত আছে।

৭২৩। প্রঃ—যদি কোন এমাম বলে, আমি মুষ্টি দিয়া কিম্বা কোনরূপ সাহায্য দিয়া বয়তুল-মাল তহবিল গঠন করিব না, এইরূপ একতার কোন দরকার নাই, তবে তাহার পিছনে নামাজ পড়া কি?

উঃ—সৎকার্য্যে মুছলমানগণের ও জামায়াতের মুছল্লিগণের বিপরীত কার্য্য করা এমামের পক্ষে উচিৎ নহে। মেশকাতে ১০০ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ, এবনো মাজা ও তেরমেজি শরিফ হইতে এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, তিনটি লোকের নামাজ কবুল হয় না-যে এমামের উপর জামায়াতের মুছল্লিগণ নারাজ, তন্মেধ্যে একজন।

৭২৪। প্রঃ—জুমার দিবস একব্যক্তি আজান দিয়াছে, কিন্তু খতিবের সামনে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আজান ও একামত দিলে কোন ক্ষতি হইবে কি না?

উঃ—যদি মোয়াজ্জেন ব্যতীত অন্য কেহ একামত দেয়, এক্ষেত্রে যদি মোয়াজ্জেন উপস্থিত না থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না। আর

উপস্থিত থাকা কালে অন্যে একামত দিলে, যদি মোয়াজ্জেন নারাজ হয়, তবে মকরুহ হইবে, আর রাজি থাকিলে, মকরুহ হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে আলমগিরি, ১৫৫ পৃষ্ঠা। এইরূপ জুমার দ্বিতীয় আজানের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। এক রেওয়াএতে উহাতে দোষ হইবে না, শামী, ১।৩৬৭।

৭২৫। প্রঃ—চৌদ্দ আওরতের সহিত নেকাহ করা হারাম এই চৌদ্দ আওরত কে কে?

উঃ—কোরআনের ছুরা নেছাতে একস্থানে ১৪টি স্ত্রীলোক হারাম হওয়ার কথা আছে, এইহেতু ১৪ আরত বলিয়া প্রবাদ আছে, ইহা ব্যতীত হাদিছ ও এজমা অনুসারে অনেকগুলি স্ত্রীলোক হারাম হইয়াছে।

আয়াতে আছে (১) মাতা, (২) কন্যা, (৩) ভগ্নী, (৪) ফুফি, (৫) খালা, (৬) ভাইঝি, (৭) ভাগ্নী, (৮) দুধমাতা, (৯) দুধভগ্নী, (১০)যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে উহার অন্য পক্ষের কন্যা। (১২) পুত্রবধু, (১৩) দুই ভগ্নীকে একত্রে নেকাহ করা, (১৪) সধবা স্ত্রী লোক।—শেষ আলমগিরি, ১-২২১-২৯৫-৩৬৫।৩৬৬ পৃষ্ঠা।

দাদী, পরদাদী যতই উর্দ্ধে যাউক, নানী, নানীর মাতা যতই উর্দ্ধে যাউক, পুৎনী পুৎনীর কন্যা যতই নিম্নে যাউক, নাৎনী নাৎনির কন্যা যতই নিম্নে যাউক, ভগ্নী ত্রিবিধ, আয়নি ভগ্নী, বিমাতা ভগ্নী, বৈপিত্রেয়া ভগ্নী ভাইঝির কন্যা, যত নিম্নে যাউক, ভাগ্নীর কন্যা, যত নিম্নে যাউক, ফুফি তিন প্রকার পিতা এক হয়, অথবা কেবল মাতা এক হয়।

এইরূপ পিতার তিন প্রকার ফুফী, দাদার তিন প্রকার ফুফী, মাতার তিন প্রকার ফুফী, দাদি ও নানীর তিন প্রকার ফুফী।

খালা তিন প্রকার, মাতা ও খালার পিতা মাতা একজন হয়, কিম্বা উভয়ের কেবল পিতা এক হয়, অথবা উভয়ের কেবল মাতা এক হয়। পিতা, দাদা, নানার খালা মাতা, দাদি ও নানীর খালা।

স্ত্রীর দাদা, নানা যত উর্দ্ধে যাউক, যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে, তাহার অন্য পক্ষের কন্যা, নাৎনি, নাৎনি যত নিম্নে যাউক পুত্রবধু, পৌত্রবধু যত নিম্নে যাউক। দাদার স্ত্রী, পরদাদার স্ত্রীনানার স্ত্রী, পরনানার স্ত্রী যত উর্দ্ধে যাউক।

যে বালেগা স্ত্রীলোকের সহিত জেনা (ব্যভিচার) করা হইয়াছে, তাহার কন্যা, মাতা, কন্যার কন্যা, দাদি ইত্যাদি যত নিম্নে কিম্বা উর্দ্ধে যাউক।

যে স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত জেনা কারের পুত্র, পৌত্র, পিতা দাদা ও নানার নেকাহ হারাম।

জেনার পরিবর্ত্তে কামভাবে স্পর্শ ও চুম্বন করিলে, ঐরূপ হুকুম হইবে। আড়াই বৎসরের অধিক বয়স্ক না হয় এইরূপ বালক বালিকাকে কোন স্ত্রীলোক স্তন্য পান করাইলে, উক্ত স্ত্রীলোকটি এতদুয়ের দুধ মাতা ও তাহার স্বামী ইহাদের দুধ পিতা হইবে তাহার পুত্র কন্যাগণ ইহাদের দুধ ভাই ভগ্নী হইবে।

দুধ পত্রের পক্ষে দুধ মাতা, দুধ নানী, দুধ দাদী, দুধ খালা, দুধ ফুফু, দুধ ভগ্নি হারাম হইবে।

দুধ কন্যার পক্ষে দুধ পিতা, দুধ দাদা, দুধ নানা, দুধ চাচা, দুধ মামু, দুধ ভাই হারাম হইবে।

যে দুইটি স্ত্রীলোকের প্রত্যেককে পুরুষ ধরিয়া লইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে নেকাহ করা হারাম হয়, এরূপ দুইটি স্ত্রীলোককে এক সঙ্গে নেকাহ করা হারাম, তাহাদের নছবের হিসাবে ইহা হউক কিম্বা দুধের সম্বন্ধে হিসাবে হউক। যথা একটি স্ত্রীলোক এবং উহার ফুফু, কিম্বা—উহার খালা। এক সময়ে চারের অধিক স্ত্রী লোককে নেকাহ করা হারাম, ইহাদের একটি তালাক দিলে, যতক্ষণ না তাহার এদ্দত গত হইবে, ততক্ষণ অন্য নেকাহ করা হারাম।

মোরতাদ কাফের পুরুষ কিম্বা স্ত্রলোকের সহিত নেকাহ জায়েজ নহে।

৭২৬। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তির ছোট বেলায় খাৎনা হইয়াছে, বালেগ হওয়ার পরে চামড়া বড় হইয়া লিঙ্গ ঢাকিয়া ফেলে, তবে তাহাকে পুনরায় খাৎনা হইবে কিনা?

উঃ—ছতরে-আওরাত ফরজ, খাৎনা দেওয়া ছুন্নত, এক রেওয়া এত অনুসারে ফরজ তরক হওয়ার অন্য আর খাতনা দিতে হইবে না।

৭২৭। প্রঃ—কদমবুছি করা কি?

উঃ—যদি মস্তক সোজা রাখিয়া কদমবুছি করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে। মস্তক অবনত করিয়া (রুকু পরিমাণ ঝুকিয়া) উহা করিয়া মকরুহ তহরিমি হইবে, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত 'কদমবুছি' কেতাবে লিখিত হইয়াছে। মান্যমান ব্যক্তিকে কদমবুছি উপরোক্ত শর্ত্তানুসারে করা জায়েজ হইতে পারে।

৭২৮। প্রঃ—মসজিদে বা অন্যস্থানে একবার জামায়ত হইয়া গেলে,

পুনঃ জামায়ত করিয়া নামাজ পড়িবার সময় এক মত বলা কি?

উঃ—মহাল্লার মসজিদে অর্থাৎ যে মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জেন ও নামাজিগণ নিৰ্দ্ধারিত আছে, এইরূপ মসজিদে দ্বিতীয় জামায়াত করিলে, বিনা আজান ও একামতে জামায়ত করিতে হইবে এবং প্রথম জামায়তের ইমাম যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দ্বিতীয় জামাতের ইমাম তথায় না দাঁড়াইয়া অন্যত্রে দাঁড়াইবেন নচেৎ মকরুহ হইবে।

বড় বড় পথের ধারের মসজিদে কিম্বা যে মসজিদে ইমাম ও মোয়াজ্জেন নির্দ্দিষ্ট নাই, তথায় পৃথক পৃথক আজান ও একামত সহ জামায়ত করিবে; ইহাতে কোন দোষ হইবে না।—শামী, ১/৫১৬/ ও ৫১৭।

৭২৯। প্রঃ—কেহ একটি ছাগল মানশা করিল, উহা জবাহ না করিয়া কোন দরিদ্রকে দান করা যায় কিনা?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে।

৭৩০। প্রঃ—ছালাম না দিয়া আদাব দেওয়া কি?

উঃ—মকরুহ ও বেদয়াত হইবে।

৭৩১। প্রঃ—বেত্তেরের পরের দুই রাকয়াত নামাজ কোন নিয়তে পড়িতে হইবে?

উঃ—হজরত (ছাঃ) এই দুই রাকয়াত কখন কখন পড়িয়াছেন, এই হেতু উহা ছুন্নত বলা যাইতে পারে, নফল বলা যাইতে পারে। তছবিয়াতোল বেতের বলিতেও পারা যায়।

৭৩২। প্রঃ—মসজিদে যে কবুতর বাস করে উহা খাওয়া জায়েজ হইতে পারে কিনা?

উঃ—যদি কেহ উহার জন্য বাসা বানাইয়া দেয়, তবে সে মালিক হইবে, নচেৎ যে ধরিতে পাারিবে, সেই মালিক হইবে।—হেদায়া, ৩/১০৫/১০৬।

৭৩৩। প্রঃ—উট নহর করা অন্তে জবাহ করিতে হইবে কিনা? করিলে কি হইবে?

উঃ—করিতে হইবে না, করিলে মকরুহ তঞ্জিহি হইবে।

৭৩৪। প্রঃ—এক একামতে ৩/৪ ওয়াক্তের কাজা ও ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ হইবে, প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য একামত দিতে হইবে।—শামী, ১/৩৬৩।

৭৩৫। প্রঃ—টকি দেখা কি?

উঃ—নাজায়েজ, দেখিলে গোনাহ কবিরা হইবে।

৭৩৬। প্রঃ—মজহাব অন্যান্য কারীদের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—তাহাদের কতকের পশ্চাতে নামাজ মকরুহ, আর কতকের পশ্চাতে নামাজ পড়া বাতীল, কাজেই তাহাদের পশ্চাতে নামাজ না পড়া এহতিয়াত।—ফাতওয়ায় এমদাদিয়া। ১/৯০।

৭৩৭। প্রঃ—জুনিয়ার পাস করা খোন্দকারের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কিনা? তাহারা প্রায় শেরেককারী লোকের সাহায্যকরিয়া থাকে।

উঃ—যাহার মধ্যে ৫টি শর্ত্ত পাওয়া যায়, তাহার নিকট মুরিদ হইবে, একটি শর্ত্ত এই যে, পরহেজগার হওয়া চাই, বাকি শর্ত্তগুলি পীর-মুরিদ তত্ত্ব কেতাবে লিখিত হইয়াছে। শেরককারীর সাহায্যকারী ব্যক্তি পরহেজগার নহে, কাজেই এইরূপ ৫টি শর্ত্ত যাহার মধ্যে না থাকে তাহার নিকট মুরিদ হওয়া অনুচিত।

৭৩৮। প্রঃ—মুছলমান অবিবাহিতা মেয়েদিগকে এম, এ, বি, এ পড়ান জায়েজ কিনা?

উঃ—বালেগা মেয়েদিগকে বেপর্দ্দা ভাবে পুরুষ শিক্ষকদিগের দ্বারা যেভাবে পড়ানোর রীতি আছে, ইহাতে যে কত ফাছাদ ও কলঙ্কের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কাহারও অজানা নহে, কাজেই ইহা নাজায়েজ।

৭৩৯। প্রঃ—মিলাদে হজরতের পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম করা কি?

উঃ—মোস্তাহাব ইহার দলীল কেশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাছ কেতাবে পাইবেন।

৭৪০। প্রঃ—জামায়াতের মতানুয়ায়ী একটি মসজেদ স্থাপিত হয়, সেখানে ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ নামাজ পড়া হয়, তৎপরে সকলে পরামর্শ করিয়া ১০০ কিম্বা ১২৫ হাত দুরে উহা স্থানান্তরিত করিল সেখানে ২০।২৫ বছর যাবৎ নামাজ পাঠান্তে সকলের মতানুয়ায়ী এক ব্যক্তি ঐ মছজেদটি ১০।১২ দুরে সরাইয়া একটি পোক্তা মছজেদ নির্ম্মন করাইয়া ঐ মছজেদের জন্য ৪ বিঘা জমি অক্ফ করিয়া দেন, বর্ত্তমানে সেই মছজেদটি কায়েম আছে, ইহা ৩০।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত চলিতেছে, ইহাতে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—প্রথম মছজেদ স্থানান্তরিত করা আল্লাহতায়ালার কোরআন অনুসারে হারাম, একটি জায়েজ মছজেদ বিরানা করিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত

করা হয় উহাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি, কাজেই প্রথম মছজেদ কায়েম করিতে হইবে। প্রথম মছজেদ কায়েম করিলে, অবশিষ্ট মছজেদে নামাজ নির্বিঘ্নে জায়েজ হইতে পারে। ইহার বিস্তারিত দলীল মৎপ্রণীত বাইটকামারির বাহাছ কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

৭৪১। প্রঃ—যদি এমাম অবস্থাপন্ন না হয় ও মছজেদের ওক্‌ফ সম্পত্তি না থাকে, তবে এমামকে মুছল্লিগণের সাহায্যে করা কি?

উঃ—জরুরি, কোরআন শরিফে ছুরা বাকারার ৩৭ রুকুতে খোদার পথে আবদ্ধ লোকদিগকে দান করিতে বিশেষ তাকিদ করা হইয়াছে। নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণকে মদিনার মুছলমানগণ সাহায্য করিতেন, এজন্য তাহাদের মহা ছওয়াব ও দরজার কথা ছুরা হাশরে বর্ণিত হইয়াছে।

৭৪২। প্রঃ—ফেৎরার টাকা ও বকরাইদের কোরবাণির চামড়া বিক্রয় করা টাকা ও মানসার পশু বিক্রয় করা টাকা দ্বারা মছজেদের প্রাচীর ও মেজে পোক্তা করা জায়েজ কিনা?

উঃ—জাকাত ও ওয়াজেব ছদকার একই হুকুম, এই সমস্ত মছজেদে লাগান জায়েজ নহে, ইহা শামীর ২।৮৫।১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

৭৪৩। প্রঃ—নিজের কন্যা বা ভাগ্নীর বিবাহের পুর্বে বরের নিকট হইতে টাকা পয়সা ধার লইয়া বিবাহের সময় মোহরানা বাবদ তাহা পরিশোধ করিয়া পাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—আমাদের দেশে ঐরূপ ক্ষেত্রে টাকা ধার লইয়া কেহ পরিশোধ করেন না, দেন মোহর বাবৎ উহা কর্তন করিয়া লইলেও উক্ত মোহরের টাকা পাত্রীকে দিয়া থাকে না, ইহা পণ জায়েজ করার নাজায়েজ হিলা।

৭৪৪। প্রঃ—মছজেদের স্থায়ী এমাম যদি কারী না হয়, তবে তাহার পিছনে কারীর এক্তেদা করা জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি এমাম কোরআনের অক্ষরগুলি শুদ্ধ করিয়া পড়িতে পারে, তবে কারীর এক্তেদা তাহার পশচাতে জায়েজ হইবে, নচেৎ জায়েজ হইবে না।

৭৪৫। প্রঃ—যদি কেহ আপন শ্বাশুড়ীর সঙ্গে জেনা করে তবে তাহার স্ত্রী কি হইবে?

উঃ—চির তরে হারাম হইয়া যাইবে;—শামী,২/৩৮৫।

৭৪৬। প্রঃ—লেখা পড়া উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়া থাকিতে হইলে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া কি?

উঃ—যথাসম্ভব তালাক না দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে, যদি স্ত্রী সতিত্ব রক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারে, তবে তালাক দেওয়ার দরকার নাই, তালাক দিলে, তাহার মোহরের দায়িত্বে পড়িতে হইবে। যদি তাহার জেনার আশঙ্কা থাকে, তবে অগত্যা তালাক দিতে হইবে।

৭৪৭। প্রঃ—আজকাল একদল মুছলমান বাহির হইয়াছে তাহারা নিজদিগকে লাএক নামে অভিহিত করে। তাহাদের বিবাহ স্থলে দুলহা ও দুলহীন উভয় পক্ষের দুইজন লোক টাকা লেনদেন করে। উহা এইরূপ সম্পাদিত হয় যে, দুলহার তরফের এক ব্যক্তি বিবাহের সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছ ছালামো আলায়কুম বলিয়া দুইটী টাকা হস্তে লইয়া কপাল পর্য্যন্ত হাত উঠাইয়া ও পরে দুলহীনের পক্ষে যে লাএক হইয়াছে তাহাকে উক্ত টাকা দান করে। দুলহীনের তরফের লাএক উহা অ-আলায়কুমুছ্-ছালাম বলিয়া গ্রহণ করে এবং উক্তরূপে কপাল পর্য্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকে। পরে যাহার টাকা তাহাকে ফেরৎ দেয় না, তাহার উক্ত টাকা হইতে লাএকিমান্য স্বরূপ ১।০ পাঁচ সিকা গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, তাহারা নিজেদের সম্মান বাড়াইবার জন্য উক্তরূপ করিয়া থাকে; যেহেতু তাহাদের পরস্পর ছালাম বলিবার সময় সভাস্থ কেহই এমন কি আলেম পর্য্যন্ত উভয়ের ছালামের জওয়াব দিতে পারিবে না, জওয়াব দিলে, তাহাদের বিবাহ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, কেননা ইহাতে নাকি তাহাদের সম্মানের হানী হয় এবং বর ও কনের অমঙ্গল ঘটে বলিয়া বিশ্বাস করে, সুতরাং ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—এইরূপ রীতি নাজায়েজ বেদয়াত এবং উপরোক্ত বিশ্বাস বাতীল আকিদা। দেশ হইতে ইহা দূরীভূত করিতে পারিলে, বড় জেহাদের ছওয়াব হইবে।

৭৪৮। প্রঃ—একদল বলে; আমরা শরিয়ত অনুসারে আমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব, ইহার প্রতিবাদ করতঃ উক্ত লাএক নামধারী দল বলে যে আমরা বিবাহ স্থলে উক্ত টাকা লেওয়া দেওয়া ছাড়িতে পারিবে না, বরং চিরদিন উহা বজায় রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিব, সতুরাং এইরূপ করিলে, বিবাহ জায়েজ হইবে কিনা? উক্ত প্রকার মুছলমানের পিছনে

নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—বিবাহ জায়েজ হইবে, এইরূপ মজলিশে পরহেজগারেরা উপস্থিত হইবে না এইরূপ বেদয়াতি হঠকারী লোকের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরূহ তহরিমি।

৭৪৯। প্রঃ—যদি কেহ বলে, দাড়ীমুণ্ডনকারী ফাছেক, ফাছেকের এমামতি করা মকরুহ তহরিমি, তদত্তরে একজন বলে, দাড়ীর ভেতর শয়তান ও বান্দর থাকে, কিম্বা আপনার দাড়ীর ভেতরে শয়তান ও বান্দর থাকে, তবে কি হইবে?

উঃ—শরহে-ফেক্‌হে-আকবর ২১৩ পৃষ্ঠা,—

জাহিরিয়া ও খোলাসা কেতাবে আছে, গোঁফ কাটাকে মন্দ জানিলে, কাফের হইবে, যেহেতু সে নবিগণের ছুন্নতকে তুচ্ছ জানিল। আর দাড়ী রাখা হজরতের তরিকা এবং ইছলামের চিহ্ন ও ফরজ, ইহার উপর এনকার করিলে, কাফের হইতে হইবে। ঐরূপ ব্যক্তিকে কলেমা রদ্দে-কোফর পড়িয়া মুছলমান হইতে হইবে, নিজের স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে, নচেৎ তাহার পাছে নামাজ পড়া নাজায়েজ।

৭৫০। প্রঃ—জুমার ঘরে মান্নত করা বস্ত্র বিক্রয় করা টাকা দ্বারা উক্ত ঘর মেরামত, বিছানা ইত্যাদি খরিদ করা জায়েজ কিনা? করিয়া থাকিলে, কি করিতে হইবে?

উঃ—উহা নাজায়েজ, শামি, ২/৭৯/৮৫।

এইরূপ করিয়া থাকিলে, মানশা কারিকে উক্ত পরিমাণ টাকা ফেরত দিবে, সেই উহা লইয়া দরিদ্রদিগকে দান করিবে।

৭৫১। প্রঃ—ইমাম মোছাফের হইলে, মোক্তাদী কিরূপে নিয়ত করিবে?

উঃ—এক্তেদার নিয়ত করিবে, জোহর, আছর ও এশাতে চারি রাকায়াত পড়ার নিয়ত করিবে।

৭৫২। প্রঃ—যদি কোন জুমার ঘর ৫/৬ স্থানে সরাইয়া লওয়া হইয়া থাকে, তবে প্রথম স্থানে ব্যতীত অবশিষ্ট কয়েক স্থানে গোর দেওয়া ও আবাদ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে না। প্রথম স্থানটি জুমা করিবে, অবশিষ্টগুলি ওয়াক্তিয়া নামাজের স্থান করিবে।

৭৫৩। প্রঃ—জুমা বা ঈদগাহের পশ্চিম দিকে কবর দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জুমা ও ঈদগাহের জন্য অক্‌ফ করা স্থানে কবর দেওয়া জায়েজ হইবে না।

যদি নামাজিদিগের সম্মুখে কিম্বা ডাহিন বা বাম দিকে গোর থাকে, তবে নামাজ মকরুহ হইবে, কিন্তু যদি প্রাচীর বা পর্দ্দা অন্তরাল থাকে, তবে মকরুহ হইবে না। পশ্চাতের দিকে গোর থাকিলে, মকরুহ হইবে না।—মজমুয়া-লক্ষ্ণবি, ১/২৮/২৯ পৃষ্ঠা।

ইহাতে বুঝা যায়, অকফের স্থান না হইলে, মসজিদে ও ঈদগাহের পশ্চিম দিকে গোর দেওয়াতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু মধ্যে কিছু অন্তরাল স্থাপন করিতে হইবে।

৭৫৪। প্রঃ—কোথা হইতে একটি ছাগল কিম্বা গরু আসিয়াছে, তাহার খোঁজ না পাইলে, কি করিতে হইবে? যদি কেহ এইরূপ পশু ৫/৭ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপালন করে এবং কাজে লাগায় তবে কি হইবে? গাভী হইলে, যদি ২/৩ বাছুর হয় তবে কি করিবে?

উঃ—যদি সে ব্যক্তি ওয়াজেব ছদকা গ্রহণের যোগ্য দরিদ্র হয়, তবে সে নিজে উহা লইতে ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

আর অর্থশালী হইলে, অন্য দরিদ্রদিগকে দান করিবে। যদি এই দান করার পরে মালিক আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে মালিক সেই দান মঞ্জুর করিতে পারে, কিম্বা উহার মূল্য উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে।

যদি অর্থশালী-হইয়া উহার দ্বারা করাইয়া থাকে, আর গাভী হইলে, দুধ খাইয়া থাকে, তবে উহার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ মূল্য দরিদ্রকে দান করিবে।—শাঃ, ৩/৪৪২/৪৪৩, হেদায়া, ২/৫৯৭/৫৯৮।

৭৫৫। প্রঃ—কোন নদী দিয়া একটি মৃত বস্তু ভাসিয়া যাইতেছে ঐ মৃত বস্তুটির কোন্ দিকের কতদূর পানি খাওয়া যায় না।

উঃ—যতদূর উক্ত মৃত বস্তুর রং, কিম্বা গন্ধ, অথবা স্বাদ এই তিন গুণের এক গুণ প্রকাশিত না হয়, ততদূরের পানিতে ওজু, গোছল ও খাওয়া জায়েজ হইবে।—বাহারোর-লায়েক, ১/৮৪।

৭৫৬। প্রঃ—মৃত ব্যক্তির এক পুত্র বালেগ, ২য় পুত্র নাবালেগ, ৩য় কন্যা শিশু ও তাহার মাতা আছে, এইরূপ বাড়ীতে মিলাদ পড়িয়া খাওয়া ও দান গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিনা? তাহাদের নিকট হইতে মাদ্রাছার চাঁদা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—নাবালেগ ওয়রেছ থাকিলে, তাহাদের এজমালি সম্পত্তি হইতে খাওয়া ও দান গ্রহণ করা কিম্বা মাদ্রাছার চাঁদা গ্রহণ করা জায়েজ নহে।—শাঃ ১/৮৪২।

অবশ্য বালেগ ওয়ারেছগণের অংশ বণ্টন করিয়া লইয়া জিয়াফত দান করিলে কিম্বা চাঁদা দিলে, খাওয়া ও গ্রহণ করা জায়েজ হইবে।

৭৫৮। প্রঃ—মসজিদের টিন ক্রয় করিয়া গোয়াল ঘরে বা বাটীস্থ শয়ন গৃহে লাগান যায় কিনা?

উঃ—বাস গৃহে লাগান যায়, কিন্তু পাক মসজিদের টিন গোয়াল ঘর কিম্বা পায়খানায় লাগাইবে না, ইহাতে বে-আদবী হইবে।

৭৫৯। প্রঃ—মুছাফির কছর পড়িলে, মোক্তাদীকে বাকী দুই রাকয়াতে তছমিয়া, কেরাত ও ফাতেহা পড়িতে হইবে কিনা?

উঃ—পড়িতে হইবে না। হেদায়া, ১/১৪৭।

৭৬০। প্রঃ—সুদখোর, মদখোর কিম্বা জেনাকার মসজিদে কিম্বা ঈদগাহের জন্য কিছু জমি ওয়াকফ করিতে চাহে, উহা গ্রহণ করা কি?

উঃ—যতক্ষণ তাহাদের খাঁটি তওবা প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ মুছলমানগণ উহা গ্রহণ করিতে পারেন না।

৭৬১। প্রঃ—কোন রোগীর উপর জ্বেনের আছর আছে, দুধ কলা ভোগ আদায় করা ব্যতীত রোগীকে ত্যাগ করিতে চাহে না, ইহা দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহা শেরক ও হারাম—তর্ফছির-আর্জিজি, ৬১০।

৭৬২। প্রঃ—কোন ব্যক্তি মৃত কালে তাহার ওয়ারেছগণকে এইরূপ অছিয়ত করে যে, অমুক মৌলবি, কিম্বা কারী বা হাফেজ তাহার জানাজ নামাজ পড়িবেন, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহা ছহিহ কিম্বা বাতীল ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, ওইউন কেতাবে এই অছিয়ত বাতীল বলা হইয়াছে। নওয়াছেরে ইহা জায়েজ বলা

হইয়াছে। ফাতওয়ায় এতাবিয়াতে প্রথম মত সমধিক ছহিহ বলা হইয়াছে। ইহার উপর ফৎওয়া হইবে।—বাহারোর রায়েক, ৮/৮৫৪।

এক্ষেত্রে ওয়ারেছগণের মত যাহা হয়, তাহাই করিবে।

৭৬৩। প্রঃ—দোয়া ইউনুছ ও নাদে আলি, এইরূপ অন্যান্য দোয়া পলিতা বানাইয়া জ্বেন দৈত্যের আছর নষ্ট করার জন্য জ্বালাইয়া নাকে উহার ধোয়া দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—হজরত ওছমান (রাঃ) পুরাতন ছিন্ন বিছিন্ন কোরআন শরিফ জ্বালাইয়া ফেলিবার ফৎওয়া দিয়াছিলেন, যেরূপে উহা পুড়িয়া ফেলান কিম্বা পানিতে ডুবাইয়া দিবার ফৎওয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, জরুরতের জন্য উপরোক্ত পলিতা জালান জায়েজ হইবে।

৭৬৪। প্রঃ— বুদদুহ কোন ভাষা, ইহা তাবিজে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—এই শব্দে আরবি অভিধানে পাওয়া যায় না, ইহা কোন ভাষা এবং কি অর্থ তাহাও জানা জায় না, কাজেই এইরূপ অজানিত অর্থের শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নহে।—মায়ামোছ-ছোলান, ও বজলোল-মজহুদ এর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৬৫। প্রঃ—নমরুদ, ফেরআওন শাদ্দাদ ও শয়তান এই সমস্ত নাম সমন্বিত তাবিজ পলিতা করিয়া জ্বালান জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে।—মেশকাত, ৩৮৮/৩৮৯।

৭৬৬। প্রঃ—কোন ব্যবসায়ী মৌসুমের সময় ধান্য, শস্য ইত্যাদি ক্রয় করিয়া রাখে, মৌসুমের শেষে ইহার মূল্য বেশী হইলে, বিক্রয় করে, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি উহার বন্ধ করিয়া রাখিলে শরহ কিম্বা গ্রামবাসিদিগের ক্ষতি হয়, তবে মকরুহ তহরিমি হইবে, আর যদি অন্যান্য ব্যবসায়ী তথায় থাকে এবং সে ব্যক্তি বিক্রয় না করিলেও তাহাদের ক্ষতি না হয়, তবে মকরুহ হইবে না। কিন্তু নিজের ক্ষেতের শস্য আবদ্ধ রাখিলে, মকরুহ হইবে না।—শামী, ৫/৩৫১/৩৫২।

৭৬৭। প্রঃ—জুমার ইমাম এবং সরদার হইয়া নিজেই জামায়াতের লোকদিগকে তাগিদ্ করিয়া চাঁদা আদায় করতঃ মহরম আশুরার দিনে মেলা লাগাইয়া থাকে, ঐ রাত্রে যোগিকাছ, আলফাছ গান করাইয়া থাকে, নিজেও ঐ গানের আসরে বসিয়া শুনে ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—গান বাজনা হারাম, এইরূপ ইমাম ও সরদার ফাছেক, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরূহ তহরিমি, যত দিবস তওবা না করে, তত দিবস অন্যত্রে নামাজ পড়িতে হইবে। এইরূপ সরদারকে মানিয় চলা নাজায়েজ سار الفسلت داستعم ইহার দলীল।

৭৬৮। প্রঃ—বট গাছ ও পাকুড় গাছ একত্রে রোপন করতঃ কিছু দিনন্তর বাজনাদি সহ উহাদের বিবাহ দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি এইরূপ বিবাহ দেয়, যে সব লোক ঐ বিবাহ দিতে উৎসাহ দেয় কিম্বা যে জুমার ইমাম ঐ বিবাহ পড়াইয়া থাকে, ইহাদের ব্যবস্থা কি?

উঃ—এইরূপ কার্য্য হারাম ও বেদয়াতে-ছাইয়েয়া, যে ব্যক্তি বেদয়াতে-ছাইয়েয়া করে, তাহার ফরজ, নফল কোন এবাদত কবুল হইবে না। এইরূপ কার্য্যে অপব্যয় করা হয়, ইহাও একপ্রকার হারাম। এইরূপ ইমাম যত দিবস তওবা না করিবে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া, তাহাকে ছালাম দেওয়া ও জিয়াফত করা মকরুহ তহরিমি।

৭৬৯। প্রঃ—স্ত্রী লোকেরা নাকে বালি ইত্যাদি গহনা ব্যবহার করেনা, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলে, ছেজদার সময় অগ্রেই ইহা জমিতে ঠেকে, কাজেই ইহাতে নামাজ হয় না।

উঃ—ইহা বাতীল কথা, ইহাতে নামাজের কোন ক্ষতি হইবে না।

৭৭০। প্রঃ—মসজিদের দরওয়াজা দুইটা রাখা হইবে কিনা? মেহরাব ঠিক মধ্যস্থলে করিতে হয় কিনা?

উঃ—যে কয়টা দরওয়াজার আবশ্যক হয়, তাহাই করিবে। মেহরাব মধ্যস্থলে করিতে হইবে।

৭৭১। প্রঃ—ভাগিনির কন্যার ও ভাগিনীর কন্যার সহিত বিবাহ করা কি?

উঃ—হারাম, শামী, ২/৩৮০।

تحرم بنات الخوة و الاخواة و بنات اولاد الاخوة و لاخوات و
از نزلن ☆

করিতে ইচ্ছা করিলে, একামত দিতে হইবে কিনা? জুমার দিবস দ্বিতীয়বার জুমা করিতে হইলে, আজান দিতে হইবে কি না?

উঃ—যে মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জেন নির্দ্দিষ্ট আছে, এইরূপ মসজিদে দ্বিতীয়বার জামায়াত করিতে গেলে, বিনা আজান ও একামত জামায়াত করিতে হইবে। এইরূপ পথের ধারের মসজিদে কিম্বা যে মসজিদে ইমাম ও মোয়াজ্জেন নির্দ্দিষ্ট নাই, দল দল লোক আসিয়া নামাজ পড়িতে থাকে, তথায় প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক আজান ও একামত সহ নামাজ পড়িবে।

জুমার দিবস দ্বিতীয় জুমা পড়িতে গেলে, বিনা আজানে পড়িবে এবং প্রথম ইমাম যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বাদ দিয়া অন্যস্থানে দাঁড়াইবে। — শাঃ, ১/৫১৬/৫১৭।

৭৭৯। প্রঃ—বেতরের নামাজের পরে কোন নামাজ বা অন্য কোন প্রকার এবাদত — যথা কোরআন শরিফ তেলাওয়াত, তছবিহ পাঠ করা যাইতে পারে কি না?

উঃ—হাঁ, দুই রাকায়াত নফল হজরত (ছাঃ) পড়িয়াছিলেন, কোরআন পাঠ ও তছবিহ পাঠ জায়েজ। হজরত (ছাঃ) শয়নের পূর্ব্বে ছুরা মূলক ও ছেজদা সর্ব্বদা পড়িতেন। তিনি প্রত্যেক সময় জেকর করিতেন।

৭৮০। প্রঃ—সূর্য্য উঠিবার ও ডুবিবার সময় এবং দ্বিপ্রহরের সময় কোরআন পাঠ, তছবিহ পাঠ বা অন্য এবাদত করা যায় কিনা?

উঃ—কোরআন পাঠ ও তছবিহ পাঠে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু বাহরোর-রায়েকে বোগাইয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উক্ত তিন সময়ে কোরআন পাঠ করা হইয়োছে যে, উক্ত তিন সময়ে কোরআন পাঠ করা অপেক্ষা দরুদ, দোয়া ও তছবিহ পাঠ আফজল। — শাঃ, ১/৩৪৭।

উক্ত তিন সময়ে ফরজ নামাজ, ফরজের কাজা ও তওয়াফের দুই রাকায়াত নামাজ জায়েজ হইবে না। যদি উক্ত তিন সময়ের পূর্ব্বে ছেজদায়-তেলাওয়াত ওয়াজেব হইয়া থাকে কিম্বা জানাজা উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত সময়ে জানাজা পড়িলে, কিম্বা তেলওয়াতের ছেজদা করিলে, নাজায়েজ হইবে। উক্ত তিন সময় ছোহ ছেজদা ওয়াজেব হইলেও জানাজা উপস্থিত হইলে, উক্ত তিন সময় উভয় বিষয় আদায় করিলে, কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন, ছোহ ছেজদাহ মকরুহ তঞ্জিহি

হইবে, জানাজা মকরুহ তঞ্জিহি হইবে না।

কেহ কেহ বলেন, উভয়টি মকরুহ তহরিমি হইবে। কেহ কেহ বলেন, জানাজা পড়িতে দেরী করিলে, মকরুহ হইবে।

উক্ত তিন সময়ে ছুন্নত ও নফল নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে। -- শামি, ১/৩৪৪/৩৪৮।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত মছলা-ভাণ্ডার তৃতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে।

৭৮১। প্রঃ—জামায়াত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এমতাবস্থাতে একটি লোক উপস্থিত হইল, সম্মুখের সারিতে একটি লোকও দাঁড়াইবার স্থান নাই, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—যদি সম্মুখের সারিতে মছলা তত্ত্ববিদ কোন লোক থাকে, তবে তাহাকে টানিয়া লইয়া দুইজন পাছে দাঁড়াইবে। নচেৎ একা পাছে দাঁড়াইবে। শাঃ, ১/৫৩১।

৭৮২। প্রঃ—গোরের ভিতর মৃতের কাফন খুলিয়া তাহার মুখ দেখা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—স্ত্রী লোককে নামাইবার সময় হইতে বাঁশ ও মাটি দেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, পুরুষ লোক হইলে, তাহার কাফন খুলিয়া মুখ দেখা জায়েজ। -- দোর্রোল-মোখতার ও জাদোলআখেরাত দ্রষ্টব্য।

৭৮৩। প্রঃ—গোরস্থানে নূতন লাশ দফন করার স্থান না থাকিলে, কি করিতে হইবে?

উঃ—যে দিকের লাশ মাটি হইয়া গিয়াছে, সেই দিক হইতে নূতন লাশ দফন করিবে, কিন্তু যদি হাড় হাড্ডী বাহির হইয়া পড়ে, তবে এক দিকে একত্রিত করিয়া মধ্যস্থলে মাটি দিয়া অন্তরাল করিয়া লইবে। শাঃ, ১/৮৩৫।

৭৮৪। প্রঃ—দুই ভাইয়ের মধ্যে অবিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ দেওয়া হইলে, উক্ত বিবাহে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর গহনা বা মোহরানা দ্বারা ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আনা হয়, এখন উক্ত মোহরানা কে পাইবে?

উঃ—প্রত্যেকের জন্য যে মোহর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহা

পাইবে। যদি বড় ভাইর স্ত্রী নিজের গহনা আ'রিএত☆ عاريت ভাবে তাহাকে দিয়া থাকে, তবে সে সেই গহনা ফেরত পাইবে, ছোট ভাইর স্ত্রীকে সেই পরিমাণ মূল্যের গহনা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

৭৮৫। প্রঃ—সার্ট, কোর্ট ইত্যাদি অন্য জাতির পোষাক পরিহিত হইয়া ইমামতি করা কি?

উঃ—অন্য জাতির বিশিষ্ট পোষাক পরিধান করা মকরুহ তহরিমি, বার বার এইরূপ করিতে থাকিলে, গোনাহ কবিরা হইয়া যায়. والاصرار على الصغيرة كبيرة ইহা আকায়েদের কথা। এইরূপ ব্যক্তি ফাছেকে পরিণত হয়, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

৭৮৬। প্রঃ—নামাজের মধ্যে কাহারও শরীর হইতে পুঁজ, রক্ত বাহির হইয়া পড়িলে, কি করিবে?

উঃ—যদি সে মা'জুরের দরজায় পৌঁছায়া থাকে তবে সেই অবস্থাতে নামাজ পড়িয়া লইবে, আর মা'জুর না হইলে, তাহার ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে, সে নামাজ ছাড়িয়া ওজু করিয়া পুনরায় নামাজ পড়িবে।

যে ব্যক্তি প্রথমতঃ ওজু নষ্টকারী পীড়ায় পূর্ণ এক ওয়াক্ত পীড়িত থাকে, অথচ উক্ত ওয়াক্তের মধ্যে সুস্থ অবস্থাতে নামাজটি আদায় করিতে অবকাশ না পায়, তৎপরে প্রত্যেক ওয়াক্তে উক্ত পীড়া পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে মা'জুর বলে।

যে ব্যক্তির পূর্ণ এক ওয়াক্ত অনবরত প্রস্রাব নির্গত, মল বাহির বায়ু বহির্গত, নাসিকার রক্ত নির্গত হইতে থাকে, ক্ষত স্থান হইতে অনবরত রক্ত, পুঁজ বা কসানি পড়িতে থাকে, চক্ষু উঠার বা দৃষ্টিহীনতার জন্য অনবরত অশ্রুপাত হইতে থাকে, কিম্বা স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহাকে মাজুর বলা হয়।

এইরূপ ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওজু করিয়া লইবে, এক ওয়াক্ত পর্য্যন্ত তাহার ওজু থাকিবে। ওয়াক্ত শেষ হইলেই তাফহার ওজু নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার বিস্তারিত মছলা ভাণ্ডার প্রত্যেক ভাগে লিখিত হইয়াছে।

৭৮৭। প্রঃ—বিবাহের সাক্ষীর বৃত্তান্ত কি?

উঃ—একটি বালেগ পুরুষ লোক ও আর একটি বালেগা স্ত্রী লোক দুইজন বালেগ পুরুষের কিম্বা একজন বালেগ পুরুষ ও দুইটি

বালেগা স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে ইজাব ও কবুল করিলে, নেকাহ ছহিহ হইয়া যাইবে।

৭৮৮। প্রঃ—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েক চাকুরি বা কার্য্য বশতঃ ৫।৬ মাস বিদেশে থাকিলে ও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, তাহাদের নেকাহ ভঙ্গ হইবে কিনা?

উঃ—হানাফী-মজহাবে ইহাতে তালাক ও নেকাহ ভঙ্গ হইবে না।

৭৮৯। প্রঃ—হজরত আদমকে কিভাবে কাহার আকৃতিতে সৃষ্টি কার হইয়াছিল?

উঃ—ফেরেশতাগণ তাঁহার শারীরিক মস্তক সহ ৬০ হাত লম্বা করিয়া খোদার মনোনীত আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেরূপ আছমান, জমি, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমালা, ফেরেশতা ও জ্বেনদিগকে নিজের মনোনীত আকৃতিতে সৃষ্টি করা বাতীল কথা, খোদার আকৃতিতে আদমকে সৃষ্টি করা বাতীল কথা, খোদার আকৃতিতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা অসম্ভব, ইহা আকায়েদ তত্ত্ব কেতাবে পাইবেন।

৭৯০। প্রঃ—রাছুলের নুরের বিবরণ কি?

উঃ—আল্লাহতায়ালার সর্ব্ব প্রথমে নিজের হুকুমে একটি নুর প্রস্তুত করেন, তাহার নুরে-মোহম্মদী, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, হজরতের নুর আল্লাহতায়ালার নুরের একাংশ, আল্লাহতায়ালার আছমান, তাঁহার জমি, তাঁহার ফেরেশতাগণ, কা'বা তাঁহার ঘর, হজরত ইছা (রাঃ) তাঁহার রুহ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, হজরত মোহম্মদকে আল্লাহতায়ালার নুর সেই প্রকার অর্থে বলা জায়েজ যে নুরের অর্থ জ্যোতিঃ, সেই অর্থে আল্লাহকে নুর বলা কো'ফর, ইহার প্রমাণ জরুরি-মছায়েল তৃতীয় ভাগে পাইবেন।

৭৯১। প্রঃ—বহু মৌলবি, মুনশী ও উম্মি লোক বলিয়া থাকে, হজরত সিছ নবি শিশি হইতে পয়দা হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপ?

উঃ—অন্যান্য সন্তানদিগের ন্যায় হজরত সিছ (আঃ) হজরত আদম (আঃ)-এর ঔরষে ও হজরত হাওয়ার গর্ভে পয়দা হইয়াছিলেন, আরাএছোল-মাজালেশ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৭৯২। প্রঃ—হজরত যে রাত্রে বিবি উম্মে-হানির গৃহে ছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার মে'রাজ হইয়াছিল, বিবি উম্মে হানি কে ছিলেন?

উঃ—উম্মেহানী, আবুতালেবের কন্যা, হজরত আলির ভগ্নী, ইনি হজরত নবি (ছাঃ) এর চাচত ভগ্নী, তাঁহার নাম ফখতা ছিল। তহজিবওহজিব, ১/৫৮১ পৃষ্ঠা।

৭৯৩। প্রঃ—সুদখোরের সঙ্গে ধর্ম্ম-শ্বশুর, জামাতা, ভাই, মাতা বলিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করা কি?

উঃ—হাদিছে আছে, ☆ المرائمع خليل من يخالل

"মানুষ (কেয়ামতে) নিজের বন্ধুর সহিত থাকিবে, কাজেই কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, তাহা যেন চিন্তা করে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, এইরূপ ফাছেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ফাছেকী কার্য্য ও গোনাহ। এইরূপ লোকের সহিত সমাজ করা উচিত নহে।

৭৯৪। প্রঃ—সুদখোর যদি বলে যে, আমি অদ্য তওবা করিলাম, তবে তাহার মৌজুদ সুদের টাকা, বন্ধকি ও খরিদ করা জমির ফসলের ব্যবস্থা কি?

উঃ—সুদের মাল ও বন্ধকি জমির উপসত্ব হালাল হইবে না, সুদের টাকার খরিদা জমির ফসল যদি হালাল বীজ ছড়ান হয়, তবে মকরুহ হইবে।

৭৯৫। প্রঃ—এদেশস্থ মজহাব অমান্যকারী দলের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—ইতিপূর্ব্বে ইহার উত্তরে লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদের কতকের পশ্চাতে নামাজ পড়া বাতীল ও কতকের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

৭৯৬। প্রঃ—কোন গ্রামে দুইটি মসজিদ আছে, দুইটির বহু দিবসের পুরাতন, উহার একটিতে জুমার দিবস ১৪/১৫ জন নামাজী হয়, অপরটিতে ৬০/৬৫ জন নামাজী হয়, এই ছোট জামায়াতের মসজিদের পল্লীর একজন লোক বড় জমায়াতের মসজিদে নামাজ পড়িতে যায়, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—জাময়ে-মসজিদে নামাজ পড়া আফজল, কিম্বা মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া আফজল, ইহাতে মতভেদ হইলেও মনইয়ার টীকা, মোছাফ্ফা, কাজিখানে মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া আফজল হওয়া সমর্থিকত হইয়াছে, উহাতে নামাজ পড়া হক বলিয়া কাজিখানে আছে। শামি ১/৬১৭।

ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত ব্যক্তি আফজল কার্য্য ও মহল্লার হক ত্যাগ করিতেছেন। অবশ্য যদি মহল্লার মসজিদে কিম্বা ইমামের দোষ থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না।

৭৯৭। প্রঃ—কোন মুছলমানের বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে কলের গান ও গান বাদ্য হইতেছে তথায় গ্রামের একখানা শামিয়ানা টাঙ্গান হয় ও একটি লাইট জ্বালান হয়, এক্ষণে যে মুনশী সেই স্থলে বিবাহ পড়াইয়া দেয়, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি? উক্ত শামিয়ানা ও লাইট কোন ধর্ম্ম সভায় ব্যবহার করা যায় কিনা?

উঃ—উক্ত মুনশীর পক্ষে গানবাদ্য স্থলে উপস্থিত হওয়া না'জায়েজ, তাহার তওবা খালেছ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ-তহরিমি। উক্ত শামিয়ানা ও লাইট ব্যবহার করাতে দোষ হইবে না, কিন্তু গোনাহ স্থলে ব্যবহার করিতে বাধা দিতে হইবে।

৭৯৮। প্রঃ—একটি মসজিদ খড়ের (ছোনের) ছিল, সেই স্থলে টীনের ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে, এক্ষণে উহার খড় ইত্যাদি জ্বালান যাইবে কিনা? উহার খুঁটি বেড়া আছবাব পত্র অন্য কাজে লাগান যায় কিনা?

উঃ—উহার আছবাব পত্র অন্য অভাবগ্রস্থ মসজিদে লাগাইতে হইবে, অন্য মসজিদে আবশ্যক না হইলে, তৎসমস্ত বিক্রয় করিয়া সেই মসজিদে ব্যয় করিবে। ক্রেতাগণ খড় ইত্যাদি জ্বালাইতে পারে, আছবাব পত্র অন্য কার্য্যে লাগাইতে পারে, কিন্তু পায়খানা গোয়ালঘর ইত্যাদিতে লাগাইবে না ইহা আদবের খেলাফ।

৭৯৯। প্রঃ—কোরবাণি এবং আকিকার চামড়া বিক্রয় করা পয়সা দ্বারা মসজিদের বিছানা ও বাতি দেওয়া যায় কি না?

উঃ—কোরবাণির চামড়া বিক্রীত পয়সা দরিদ্রদিগকে দান করা ওয়াজেব, তদ্দ্বারা মসজিদের বিছানা ও বাতি দেওয়া জায়েজ হইবে না। আকিকার চামড়া বিক্রীত টাকা দান করা মোস্তাহাব, তদ্দ্বারা উহা জায়েজ হইতে পারে।

৮০০। প্রঃ—কোন ব্যক্তি মানশা করিয়াছিল যে, যদি তাহার পুত্র মৌলবি হয়, তবে সে দুইটা গরু জবাহ করিয়া মেহমানি খাওয়াইবে এবং একটি সভা দিবে, এক্ষণে দুটা গরু জবাহ করিতে কিম্বা জিয়াফত খাওয়াইতে না পারিলে কি হইবে?

উঃ—সভা দেওয়া ওয়াজেব নহে, কিন্তু দুইটি দুই বৎসরের গরু জবহ্ করা ও দরিদ্রদিগকে মেহমান খাওয়ান ওয়াজেব. ইহা না করিলে, ওয়াজেব তরকের গোনাহ্গার হইবে।

৮০১। প্রঃ—পুরাতন মসজিদের কতকটা ভিত্তি ভুমি ঈদগাহের স্থানাভাব দূর করার জন্য বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশের উপর নূতন মসজিদ নির্ম্মাণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—মসজিদের কোন অংশ বাদ দেওয়া জায়েজ হইবে না, বাইটকামারির বাহাছের প্রতিবাদ পড়ুন।

৮০২। প্রঃ—প্রভিডেন্টের টাকা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—স্কুল কিম্বা অফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষক বা কর্ম্মচারীর প্রাপ্য বেতন সমেত সাহায্য স্বরূপ যাহা কিছু প্রদান করেন, তাহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। সেভিং ব্যাঙ্কের সুদ হইতে যাহা কিছু প্রদান করেন, উহা গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

৮০৩। প্রঃ—জীবন বীমা করা জায়েজ কিনা?

উঃ—উহা হারাম, এতৎসম্বন্ধে বড় বড় মুফতিদিগের ফৎওয়া ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অমুক মাওলানার কথা বিরাট দল আলেমের বিপরীত ধর্ত্তব্য নহে, কত মাওলানা হিন্দু কংগ্রেসীদের ভাড়াটিয়া হইয়া জাতির গলায় ছুরি চালাইতেছেন, ইহাও কি সমর্থন যোগ্য হইবে?

৮০৪। প্রঃ—গবাদি পশু ও আদি (বর্গা) দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—পশুর বাচ্চাগুলি অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লওয়া জায়েজ নহে। অবশ্য প্রতিপালনকারি চরাইবার বেতন পাইবে। হেদায়া দোর্রোল-মোখতার দ্রষ্টব্য।

৮০৫। প্রঃ—তিন কিম্বা চারি রাক্য়াতের ফরজ নামাজের তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ রাকয়াতে অন্য ছুরা পড়া হয় না কেন?

উঃ—প্রথম ইছলামে দুই দুই রা'কায়াত করিয়া দশ রাকয়াত ফরজের হুকুম ও কেরাতের হুকুম হইয়াছিল, পরে মগরেবে এক রাকয়াত, এশা, জোহর ও আছরের দুই দুই রাকয়াত নামাজ যোগ করার হুকুম হয়, কিন্তু কেরাতের হুকুম হয় নাই, কিছু না পড়িলেও চলে, তছবিহ্ পড়িলেও চলে, ছুরা ফাতেহা পড়িলেও ভাল।

৮০৬। প্রঃ—বেতরের তৃতীয় রাকয়াতে দোয়া কুনুতের সময় তকবির দেওয়া হয় কেন?

উঃ—কোরআন ও দোওয়া কুনুতের মধ্যে প্রভেদ করার জন্য তকবির দেওয়া হইয়া থাকে, কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ দোওয়া কুনুতকে কোরআন বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিল, এইহেতু তকবির ও হাত উঠান দ্বারা সেই ভ্রম দূর হইয়া গিয়াছে।

৮০৭। প্রঃ—জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণীর নেছাব কি একই প্রকার হইবে?

উঃ—জাকাত কেবল 'নামি' বস্তুতে ফরজ হইয়া থাকে, গর 'নামি' বস্তুতে ফরজ হয় না, ফেৎরা ও কোরবাণী উভয় প্রকার বস্তুতে ওয়াজেব হইয়া থাকে, জাকাতের নেছাব পূর্ণ এক বৎসর থাকা জরুরী, ফেৎরা ও কোরবাণী নেছাব সেই সময় বর্ত্তমান থাকিলে ওয়াজেব হইবে।

স্বর্ণ, রৌপ্য, গহনা, বানিজ্য সামগ্রী, উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে 'নামি' বস্তু বলা হয়। এই সমস্ত বস্তু নেছাব পরিমাণ হইলে, জাকাত ফরজ হইবে। এই সমস্ত বস্তু ব্যতীত অনাবশ্যকীয় ঘর, তাঁমা কাঁসার বাসন, ঘটি, বাটি, সিন্দুক, জমি ইত্যাদি নেছাব পরিমাণ হইলে, উহাতে ফেৎরা, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, কৃষকের দুইটি চাষের গরু ব্যতীত যে গরু থাকে, উহাতে ফেৎরা ও কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মত প্রণীত জাকাত ফেৎরা ও জবহ কোরবাণী কেতাব দ্বয়ে লিখিত হইয়াছে।

নাবালেগের উপর ফেৎরা ওয়াজেব নহে, কিন্তু পিতার উপর নাবালেগ পুত্র কন্যার পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব ইহা আল্লাহ রাছুলের হুকুম, ইহার কারণ জানার দরকার নাই।

৮০৮। প্রঃ—সুদখোর ও ভিক্ষুককে ছালাম দেওয়া ও লওয়া কি?

উঃ—প্রকাশ্য যাছেককে ছালাম করা মকরুহ, শামী, ১/৫৭৭। এক দিবসের খোরাক থাকিতে ভিক্ষা করা নাজায়েজ। দোর্রোল মোখতার।

৮০৯। প্রঃ—বিবাহ উপলক্ষে নজর টাকা বা মিষ্টান্ন ইষ্ট কুটুম্বকে দেওয়া জায়েজ কিনা? ঐ টাকা বা মিষ্টান্ন শোধ না করিলে, কি হইবে?

উঃ—ইহা রেছমি বেদয়াত 'জরুরি জানিলে' গোনাহ হইবে। যদি উহা জরুরি জানা না হয় এবং না দিলে, কোন দোষ বলিয়া গণ্য না হয়, তবে জায়েজ হইবে। বউর মুখ দেখাই বাবৎ যে নজর দেওয়া হয় উহা জায়েজ। বিবাহের পর কিছু মিষ্টান্ন বিতরণ করা ছুন্নত, ইহা মাছায়েলে আরবাইন ইত্যাদি কেতাবে আছে।

৮১০। প্রঃ—বিবাহ শাদীতে পানের সঙ্গে বা বাসনে টাকা রাখিয়া ছালাম দেওয়া কি?

উঃ—ইহা মকরুহ ও বেদয়াত, ইহা দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

৮১১। প্রঃ—বেশ্যার চাকুরি করা কি?

উঃ—যেহেতু তাহার সমস্ত টাকা হারাম হইয়া থাকে, এইহেতু উহা নাজায়েজ।

৮১২। প্রঃ—গরুর গোশ্তের মধ্যে চিলে শূকরের গোশ্ত ফেলিয়া দিলে কি হইবে?

উঃ—গোশতগুলিকে পানিতে ফেলিবে, শূকরের গোস্ত ভাসিতে থাকিবে, জবাহ করা গোশ্ত ডুবিয়া যাইবে, এইরূপ পরীক্ষা করিয়া শূকরের গোশ্ত বাছিয়া ফেলিয়া দিবে, ইহার দলীল ফাতাওয়ায়আমিনিয়ার প্রথম ভাগের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

৮১৩। প্রঃ—গরু বকরি খোয়াড়ে দেওয়া কি?

উঃ—গরু বকরি লোকের ক্ষেত নষ্ট করে, তজ্জন্য উভয় পক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া থাকে ও মামলা মোকাদ্দমার সৃষ্টি হইয়া থাকে, উহা নিবারণ কল্পে খোয়াড় দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে গরু ছাগল খোয়াড় রাখার দরুণ দৈনিক একটা জরিমানার হার স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই টাকাগুলির তহশিলদার (আদায়কারি) স্থির করা হয়। যদি পশুগুলির খোরাকি ও তহশিলদারের কমিশন বাদে উদ্বৃত টাকাগুলি গবর্ণমেন্টের অফিসে জমা দেওয়া হয় তবে ইহাতে কোন দোষ নাই। আর যদি ভবিষ্যতের আয়কে বিক্রয় করা হয়, তবে জায়েজ নহে।

যাহা হউক দেশের শান্তির জন্য গরু ছাগল খোয়াড়ে দেওয়া জায়েজ হইতে পারে, ইহা জরুরতের মছলা☆ الضرورت تبيح المحظورات

৮১৪। প্রঃ—খোৎবা কি কারণে পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া পড়া হয়?

উঃ—উহাতে কিছু উপদেশ থাকে, উপদেষ্টাকে শ্রোতার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ান সঙ্গত।

৮১৫। প্রঃ—মসজিদে নেংটি পরিয়া বসা জায়েজ হইবে কি?

উঃ—নেংটি পরিলে, যদি ঢাকা ফরজ এরূপ স্থান খুলিয়া থাকে,

তবে উহা মসজিদে কিম্বা উহার বাহিরে নাজায়েজ।

৮১৬। প্রঃ—বিড়ি ও তামাক খাওয়া কি?

উঃ—ছহিহ মতে মকরূহ তহরিমি।

৮১৭। প্রঃ—দোস্ত দোস্তের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও কথোপকথন করিতে পারে কি না? তাহার হাতের ভাত পান তামাক খাইতে পারে কিনা?

উঃ—বিনা জরুরতে এই সমস্ত কার্য্য জায়েজ নহে।

৮১৮। প্রঃ—ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় শুক্রবারে মসজিদে আজান দেওয়া কি ?

উঃ—সূর্য্য না গড়িয়া গেলে, আজান দেওয়া ছহিহ হইবে না।

৮১৯। প্রঃ—গাছের ফল, তলে পড়িয়া থাকিলে, মালিকের বিনা অনুমতিতে খাওয়া যায় কি না?

উঃ—যদি শহরে বৃক্ষতলে ফল পড়িয়া থাকে, তবে অন্য লোকের পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে না, কিন্তু যদি জানিতে পারে যে, উহার মালিক স্পষ্টভাবে কিম্বা প্রথানুসারে লোকের জন্য মোবাহ করিয়া দিয়োছে, তবে উহা খাওয়া জায়েজ হইবে।

যদি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে ফল পড়িয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি উহা আখরোটের ন্যায় স্থায়ী ফল হয়, তবে বিনা অনুমতি অন্যের পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। আর যদি সত্বর নষ্ট হয় এরূপ অস্থায়ী ফল হয়, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ছদরে-শহিদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি মালিকের পক্ষ হইতে স্পষ্ট ভাবে কিম্বা দেশ প্রথা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে মনোনীত মতে উহা খাওয়া হালাল হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। পক্ষন্তরে ফাতাওয়ায় গেয়াছিয়াতে আছে, যতক্ষণ উহার মালিকের সম্মতি বুঝিতে পারে, ততক্ষণ মনোনীত মতে উহা খাওয়া হালাল হইবেনা।

আর যদি পল্লীগ্রামে হয়, এক্ষেত্রে যদি উহা স্থায়ী ফল হয়, তবে অন্যের পক্ষে মালিকের বিনা অনুমতি খাওয়া জায়েজ হইবে না। আর যদি নষ্ট প্রায় ফল হয়, তবে মনোনীত মতে যতক্ষণ না নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ খাওয়া হালাল হইবে, ইহা মুহিত আছে। উক্ত ব্যবস্থা ফল খাওয়া সম্বন্ধে হইবে, কিন্তু বৃক্ষতলে যে ফল পড়িয়া থাকে, উহা কুড়াইয়া লইয়া যাওয়া জায়েজ হইবে না। — আলমগিরি, ৫/৩৭৫।

৮২০। প্রঃ—পিতা, মাতা, শ্বশুড়, শ্বাশুড়ি প্রভৃতি গুরুজণের হাতের ওজুর পানি লওয়া কি?

উঃ—জায়েজ, কিন্তু আদবের খেলাফ।

৮২১। প্র—পানে চুন খয়ের খাওয়া কি?

উঃ—পানে অল্প চুন খাওয়া মোবাহ, নেছাবোল-এহতেছা, খয়ের খাওয়াতে দোষ নাই।

৮২২। প্রঃ—মা ফতেমা কাহার কন্যা?

উঃ—হজরত নবি (ছাঃ) এর কন্যা।

৮২৩। প্রঃ—চারি রাকয়াত ছুন্নত বা নফলের নিয়ত করিয়া মধ্যম বৈঠকে আত্তাহিয়াতোর পরে দরুদ পড়া কি?

উঃ—চারি রাক্‌য়াত ছুন্নতে-গায়ের মোয়াক্কাদা ও নফলের মধ্যম বৈঠকে আত্তাহিয়াতোর পরে দরুদ পড়া মোস্তাহাব।

৮২৪। প্রঃ—মুখ হাত ধোয়া ভিজা হাতে মস্তক মোছাহ করা কি?

উঃ—ওজুতে ব্যবহার করা পানিতে মস্তক মোছাহ করা জায়েজ নহে।

৮২৫। প্রঃ—তামাক বিড়ির ব্যবসা কি?

উঃ—বিড়ি সিগারেটের ব্যবসায় মকরুহ তহরিমি। তামাকের পাতার ব্যবসায় মোবাহ।

৮২৬। প্রঃ—হজরত আদম ও হাওয়ার পূর্ব্বে বহু আদম গত হইয়া গিয়োছেন, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—এস্থলে দুইটি আলমের (জগতের) কথা বুঝিতে হইবে, প্রথমে আলমে-মেছাল (রুহানি জগত), দ্বিতীয় আলমে-শাহাদত (প্রকাশ্য দুনইয়া), আমাদের নবি (ছাঃ) আলমে-মেছালে নুরানি ছুরতে বহুকাল ছিলেন, শেষ জামানাতে প্রকাশ্য জগতে পয়দা হইয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ আলফে-ছানি (রাঃ) মকতুবাত শরিফের ২/১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, প্রকাশ্য দুনইয়াতে যে হজরত আদম (আঃ) পয়দা হইয়া খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া ফেরেশতাগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। রুহানি জগতে (আলমে-মেছালে) তাঁহার রুহানি ছুরত বহু জামানা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার ছেফাতগুলির মধ্যে হইতে এক-একটি ছেফাত কিম্বা তাঁহার লতিফাগুলির মধ্য হইতে এক একটি লতিফ। উক্ত আলমে মেছালে আদমের আকৃতিতে

প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা আদম নামে অভিহিত হইয়াছিল, এই সমস্ত হজরত আদমের অংশই ছিল, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, প্রকাশ্য জগতে প্রকাশ্য আকৃতিতে বসু আদম ছিলেন।

৮২৭। প্রঃ—কেহ কেহ বলেন, এক স্ত্রীর গর্ভে ২০ টি সন্তান হইলে, নেকাহ দোহরাইতে হইবে, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—ইহা বাতীল কথা, বরং রদ্দোল-মোহতারের ১/৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেহ কাফেরি মূলক কথা বলিলে, নেকাহ ফছখ হইয়া যায়, এই হেতু মাসের মধ্যে দুই একবার নেকাহ দোহরান এইতিয়াত।

৮২৮। প্রঃ—কেহ কেহ বলেন, ছুরা এখলাছে লিল্লাহেছ্ ছামাদ বলা জায়েজ, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, তাহার কোরআন ও তফছির, আরবি ব্যাকরণে কিছুই জ্ঞান নাই, বরং ইহাতে কোরআনের অর্থ বিকৃত হইয়া যায় ও কাফেরির প্রবল আশঙ্কা হয়।

৮২৯। প্রঃ—প্রথম পীরের বাড়ী দূর দেশে হইলে, নিকটস্থ পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করার ও তাঁহার নিকট শিক্ষা করার সুযোগ না হয়, তবে নিকটস্থ যোগ্য পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ।

৮৩০। প্রঃ—ছাহেবে-নেছাব ব্যক্তিকে ফেৎরা দিলে, কি হইবে? ছাহেবে-নেছাব নিজে ফেৎরা চেষ্টা করিয়া লইলে, কি হইবে?

উঃ—ইহাতে ফেৎরা আদায় হইবে না এবং আদায়কারি হারাম অর্থ গ্রহণ করিল।

৮৩১। প্রঃ—বর বোবা, বধির বা হাবা হইলে, তাহার বিবাহ কি ভাবে হইবে?

উঃ—যদি বোবা লিখিতে জানে, তবে কবুল লিখিয়া দিবে, লিখিতে না জানিলে, যদি তাহার ইশারা বুঝা যায়, তবে ইশারাতে কবুল করিবে। আর তাহার ইশারা বুঝা না গেলে, নেকাহ সিদ্ধ হইবে না। -- শাঃ, ২/৫৮৪, আলমগিরি, ১/২৮৭।

বধিরকে লিখিয়া কিম্বা ইশারা করিয়া নেকাহর কথা জানাইবে, সেমুখে কবুল বলিবে।

হাবা অর্থ মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া তাহার অধিকাংশ কার্য্য ও কথা স্বভাবের বিপরীত হইলে, তাহাকে উন্মাদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, শামি, ২/৫৮৭।

উন্মাদের নেকাহ অলীর ইজাব কিম্বা কবুলে হইবে। — আলমগিরি, ১৩০১।

৮৩২। প্রঃ—কন্যা বালেগা হইলে, কিভাবে এবং নাবালেগা হইলেই বা কিভাবে ইজাব কবুল করাইতে হইবে?

উঃ—বালেগা হইলে, কন্যার ইজাবের একজন উকিল দুইজন সাক্ষী সহ নওশাহার নিকট উপস্থিত হইয়া উকিল ভাবে ইজাব করিবে, নওশাহা কবুল করিবে।

নাবালেগা হইলে, তাহার অলী পিতা, প্রভৃতি অলী ভাবে ইজাব করিবে ও নওশাহা কবুল করিবে।

৮৩৩। প্রঃ—মোহাম্মদীয় পঞ্জিকাতে যে মনহুছ (منحوس) দিবসগুলির কথা লিখিত আছে, তাহা মানিতে হইবে কিনা? উক্ত পঞ্জিকাতে হাদিছের বরাত দিয়া লেখা আছে, প্রত্যেক চন্দ্রে কতকগুলি মনহুছ দিবস আছে, সেই দিবসগুলিতে বিবাহ শাদী ইত্যাদি সৎকার্য্য করা নিষেধ আছে। সকল চাঁদে বিবাহ দিতে নাই, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমাতে বিবাহ দিতে নাই, ইহা কিরূপ?

উঃ—খোদার দিন সমস্তই ভাল, কোন দিবস মনহুছ নহে, পঞ্জিকার কথা বাতীল, হাদিছে এমন কোন কথা নাই, সমস্ত মাসে সমস্ত দিনে বিবাহ শাদী জায়েজ আছে।

৮৩৪। প্রঃ—অধিকাংশ মিলাদের কেতাবে জাল রেওয়াএত আছে, উহা প্রভেদ করিতে না জানিলে, পড়া নিষিদ্ধ, দুই একখানা উর্দ্দু ছহিহ মিলাদের কেতাবের নাম বলুন।

উঃ—তারিখে-হবিবে-এলাহ, মাদারে-জোন্নবুয়তের উর্দ্দু অনুবাদ মজমুয়া ওয়াজ ও মিলাদ শরিফ ছহিহ কেতাব। এহইয়াওল-কুলুব এই পর্য্যায়ভুক্ত।

৮৩৫। প্রঃ—বিনা জানাজায় কোন মৃতকে দফন করা হইয়াছে। পর দিবস জানাজা পড়ার উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল, কিন্তু উক্ত গোরের পশ্চিম,

উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গোর রহিয়াছে, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—সেই গোরের পূর্ব্ব দিকে দাঁড়াইয়া জানাজা পড়িবে।

৮৩৬। প্রঃ—মোশরেকদিগের জানাজা পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—হারাম, ইহা ছুরা তওবাতে আছে।

৮৩৭। প্রঃ—বিবাহ পড়াইবার সময় ইজাব কবুলের পূর্ব্বে খোৎবা পড়িতে হইবে কিম্বা পরে? খোৎবা না পড়িয়া কোরআন পড়িলে, চলিবে কিনা? যাহাকে উকিল করা হইয়াছে, তিনি কন্যার এজেন অনিলেন, যদি মোল্লা সেই উকিলকে বাদ দিয়া ইজাব করেন, তবে বিবাহে কোন ক্ষতি হইবে কিনা? ইছলামি মতে হানাফীদিগের বিবাহ পড়াইবার নিয়ম কি?

উঃ—ইজাব কবুলের পূর্বে নেকাহর খোৎবা পড়া ছুন্নত। যদি খোদার হামদ, রসুলের উপর দরুদ, শাহাদত কলেমা, নেকাহ সংক্রান্ত কোন আয়ত পড়া হয়, তবে খোৎবা হইয়া যাইবে।

উকিল কন্যার পক্ষ হইতে ইজাব ও বর উহা কবুল করিবে, মোল্লা নিয়ম শিক্ষা দিবেন, মোল্লার ইজাবে বিবাহ জায়েজ হইবে না।

বিবাহের নিয়ম মৎপ্রণীত নেকাহ ও জানাজা তত্ত্বে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

৮৩৮। প্রঃ— কোন কেতাবে আছে, মনসুর হাল্লাজ আনাল হক বলিলে, শরিয়তের আলেমগণ তাঁহাকে শূলিতে অগ্নিতে দগ্ধীভূত করিয়া ভষ্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ভষ্মগুলি সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হয়েছিল উক্ত ভাসমান ভষ্ম হইতে আনাল হক শব্দ বাহির হইতেছিল। কোন ব্যক্তি উক্ত ভষ্মগুলি বোতলে পুরিয়া রাখিয়াছিল, উক্ত ব্যক্তির কন্যা ছাই পূর্ণ বোতলটি শুকিয়া গর্ভবতী হইয়াছিল, ইহাতে শামছে-তবরেজ পয়দা হইয়াছিলেন, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—আওয়ারেকোল-মায়া'রেফে আছে, মনসুর হাল্লাজ আত্ম বিস্মৃতি অবস্থানে আল্লাহতায়ার আরশে উচ্চারিত আনল হক শব্দ উদ্ধৃতি করিতেছিলেন, ইহাতে তিনি খোদাই দাবি করেন নাই, শরিয়তের আলেমগণ উহার প্রকাশ্য অর্থে খোদাই দাবি বুঝিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে আলেমগণ দোষী নহেন, পীরগণের কারামতের জন্য তাঁহার রক্ত বিন্দু ও ভষ্ম হইতে আনল হক উচ্চারিত হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু একটি কন্যার ভষ্ম পূর্ণ বোতল শুকিয়ে গর্ভবতী হওয়া এবং

উহাতে শামছে-তবরেজের পয়দা হওয়া একেবারে বাতিল কথা।

৮৩৯। প্রঃ—মৎসের মস্তক খাওয়া কি? ছোট বড় মাছ কি করিয়া খাইবে?

উঃ—ফেকহের বিশ্বাস যোগ্য কেতাবগুলিতে লিখিত আছে, সমস্ত প্রকার মৎস্য 'তাফি' ব্যতীত হালাল, যে মৎস্য মরিয়া চিৎ হইয়া ভাসিতে থাকে, উহাতে 'তাফি' বলা হয়, ইহা হালাল নহে।

ছোট বড় বলিয়া কোন প্রকার করা হয় নাই। কেবল মালা বোদ্দা-মিনহো কেতাবে ১৩২ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে জাওয়াহেরে-আখলাতি কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, সমধিক ছহি মতে ছোট মৎস্য মকরুহ তহরিমি।

একেত ইহা বিশ্বাস যোগ্য কেতাবগুলির বিপরীত, দ্বিতীয় জাওয়াহেরে আখলাতি কোন শ্রেণীর কেতাব? উহাতে কোন বিশ্বাস ফেতাব যোগ্য অস্পর্শ এজাফাত আছে ধরিতে হইবে। যদি ইশারা করিয়া বলে ইনি তালাক হইতে ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা হয় নাই, কাজেই ইহা বিশ্বাস যোগ্য কথা নহে। যদি ইহার এইরূপ অর্থ হয় যে, অতিরিক্ত ছোট মাছের পিত্ত বাহির করা হয় না তবে পিত্ত বাহির করিয়া ফেলিলেই ত দোষ খণ্ডন হইয়া যাইবে।

শামীর ২/২৬৯ পৃষ্ঠায় ও তাহ তাবীর ৪/১৫৭/১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

ى معراج الدراية . فى السمك الصغار التى تقلى من غير يشق
جو فة فقال اصحابه لا يحل اكله لن رجيعه نجس و عند سائر
لائمة يحل وه☆

মেরাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে, ক্ষুদ্র মৎস্যগুলির পেট না ফাড়িয়া ভাজি করা হইলে, ইমাম শাফেয়ির মতাবলম্বিগণ বলেন, উহা হালাল হইবে না। কেননা উহার উদরস্থ বিষ্ঠা (নাড়ি ভূড়ি পিত্ত ইত্যাদি) নাপাক। আর সমস্ত ইমামের মতে উহা হালাল।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি নাড়িভূড়ি সমেত হালাল, ইহা হানাফী মজহাবের মত।

৮৪০। প্রঃ—জমি বর্গা দেওয়া কি?

উঃ—যদি মালিকের জমি ও বীজ হয় এবং কৃষক নিজের গরুদ্বারা ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করে তবে উহা জায়েজ হইবে।

(২) যদি মালিকের কেবল জমি হয়, কৃষকের গরু, কর্ষণ ও বীজ হয় তবে উহা জায়েজ হইবে।

(৩) যদি মালিকের জমি, গরু ও বীজ হয় এবং কৃষক কেবল কর্ষণ করে ও বপন করে তবে জায়েজ হইবে।

(১) যদি মালিকের জমি ও গরু হয় এবং কৃষকের কর্ষণ ও বীজ হয় তবে উহা জায়েজ হইবে না।

(২) যদি মালিকের জমি, বীজ, কর্ষণ ও বপন হয় অন্যের কেবল গরু হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না।

(৩) যদি মালিকের জমি, গরু ও কর্ষণ বপন হয় এবং অন্যের কেবল বীজ হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না।

(৪) যদি মালিকের জমি ও কর্ষণ ও বপন হয় এবং অন্যের গরু ও বীজ হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না। হেদায়া ৪/৪০৭/৪০৯ পৃষ্ঠা।

৮৪১। প্রঃ—কোন লোক ৫/৬ বৎসর বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এযাবৎ তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এক্ষেত্রে কি করিতে হইবে?

উঃ—চারী বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, কোন মালিকি কাজির নিকট মালিকি কাজি না থাকিলে, হানাফী কাজীর নিকট এই ঘটনা উপস্থিত করিবে তিনি উক্ত নেকাহ ফছখ করিয়া দিবেন, তৎপরে স্ত্রী লোকটি চারিমাস ১০ দিবস এদ্দত পালন করার পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করিবে। কোন মুছলমান মোনছেফের নিকট হইতে ফছখ করিয়া লইলে, ফৌজদারির আশঙ্কা থাকেনা। শাঃ, ২/৪৫৬, এমদাদোল ফতোওয়া, ২/৪০।

৮৪২। প্রঃ—যদি কেহ স্ত্রীর তালাকের জন্য শ্বশুরের পিড়া পিড়ি করায় একজন মুনশী ও তিন জন সাক্ষীর সম্মুখে তালাক দিলাম, এইকথা তিনবার বলে, তবে কি হইবে? ইহাতে একজন মুন্শী বলে যে, ইহাতে তালাক হইবে না? আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম এইকথা তিনবার বলিতে হইবে। পরে সে দুইবার বলে আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম। ইহার ৩ মাস পরে তাহাকে পুনরায় নেকাহ দেওয়া হইয়াছে। ইহা জায়েজ হইয়াছে কি না?

উঃ—স্ত্রীর দিকে সম্বন্ধ (اضافت) করা তালাকের জন্য শর্ত্ত, কিন্তু এজাফত স্পষ্ট হওয়া জরুরী নহে, অস্পষ্ট এজাফত হইলেও তালাক

হইয়া যাইবে ইহাতে এজাফতে মায়ানাবিয়াহ বলা হয়। তোমাকে তালাক দিলাম, কিম্বা তুমি মোতাল্লাকা, ইহাতে স্পষ্ট এজাফত আছে। যদি তাহার সঙ্গে কথোপকথন হইতেছে, এমতাবস্থায় বলে, তালাক দিলাম, তবে এস্থলে স্পষ্ট এজাফত না থাকিলেও প্রাপ্তা, কিম্বা আমার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা অথবা জয়নব তালাক প্রাপ্তা, এস্থলে স্পষ্ট এজাফত না হইলেও এজাফতে মায়ানাবিয়া আছে বুঝিতে হইবে। মুহিত লেখক বলিয়াছেন, একদল লোক এক ব্যক্তিকে শারাব পান করিতে ডাকিল, ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল, আমি শারাব পান করিবনা বলিয়া তালাক হওয়ার হলফ করিয়াছি। কিন্তু সে ইহা মিথ্যা ভাবে বলিল। তৎপরে শারাব পান করিল, ইহাতে তাহার স্ত্রীর উপর তালাক হইয়া যাইবে। এস্থলে স্পষ্টভাবে স্ত্রীর দিকে তালাকের এজাফত না হইলেও তালাক হইয়াছে। প্রচলিত তালাকের শব্দগুলির মধ্যে চারটি শব্দ আছে।

প্রথম الطلق يلزمنى তালাক আমার উপর লাজেম হইতেছে।

দ্বিতীয় الحرام يلزمنى হারাম আমার উপর লাজেম হইতেছে।

তৃতীয় على الطلاق আমার উপর তালাক লাজেম।

চতুর্থ على الحرام আমার উপর হারাম লাজেম। এই স্থলগুলিতে স্ত্রীর দিকে স্পষ্ট তালাকের এজাফত না থাকিলে তালাক হইয়া থাকে। শামী, ২/৫৯০/৫৯১। ফাতাওয়ায় হামিদিয়ার হাশিয়াতে মুদ্রিত ফাতাওয়ায় খয়রিয়ার ১/৮১/৮২ পৃষ্ঠাতে উক্ত শব্দ গুলিতে তালাক হওয়ার কথা লিখিত আছে।

দোরেলি মোখতারের ২/২৩ পৃষ্ঠায় ও আলমগিরির ১/৩৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ–

مرأة لزوجها طلقنى فقال فعلت طلقت ☆

'স্ত্রী নিজের স্বামীকে বলিল, তুমি আমাকে তালাক দাও ইহাতে স্বামী বলিল, করিলাম, সেই স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে। এস্থলে স্পষ্ট এজাফত নাই।

প্রশ্নোক্ত মছলাতে স্ত্রীর শ্বশুর স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করিতেছিল, ইহাতে স্বামী তিন বার বলিল, তালাক দিলাম, এস্থলে এজাফতে মায়ানাবিয়া পওয়া গিয়াছে, এই হেতু সেই স্বামী বিনা তহলিল

স্ত্রীকে লইলে, জেনা ও নাজায়েজ হইবে।

৮৪৩। প্রঃ—জোর পূর্ব্বক তালাক লইলে, কি হইবে?

উঃ—যদি তাহাকে হত্যা করার কিম্বা তাহার অঙ্গহানি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয়, তবে জবরদস্তি করা বুঝিতে হইবে, নচেৎ জবর দস্তি হইবে না।

জবরদস্তি করিয়া তালাক লইলে, যদি মৌখিক তালাকের কথা বলে তবে তালাক হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি মুখে কিছু না বলিয়া লিখিত তালাক দেয় কিম্বা তালাক নামাতে সহি করে, তবে তালাক হইবে না। শাঃ, ২/৫৭৯।

৮৪৪। প্রঃ—উভয় ঈদের নামাজ কয় তকবিরে পড়িতে হইবে?

উঃ—হজরত আবুমুছা, হোজায়ফা—আট তকবিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন প্রথম রাকয়াতের তকবিরে তহরিমা ও দ্বিতীয় রাকয়াতের রুকুর তকবির ধরিয়া আট তকবির ধরা হইয়াছে, মুলে ঈদের ছয় তকবির। মেশকাতের ১২৬ পৃষ্ঠায় আবুদাউদ হইতে এহাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এবনো মছউদ ৯য় তকবিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে প্রথম রাকয়াতের রুকুর তকবির যোগ করা হইয়াছে, মূলে ঈদের ছয় তকবির। ইহা ফৎহোল কদীরের ২৫৯ পৃষ্ঠায় মছনদে আবদুর রজ্জাক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এইরূপ হজরত আনাছ, এবনো আব্বাছ মোগিরা ও খালেদ ছয় তকবিরের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা নছবোর রায়াহ কেতাবের ১/৩২২ পৃষ্ঠাতে এবনো আবি-শায়বা ও আবদুর রাজ্জাক হইতে উদ্ধৃত কার হইয়াছে, ১২ তকবিরের সমস্ত রেওয়াএত জইফ, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত মাছায়েল খণ্ড ২/৮/১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

৮৪৫। প্রঃ—কোন কাঁচা কবরে অন্য লাশ দফন করা কি?

উঃ—যদি গোর খনন করা কালে অন্য লাশ কিম্বা উহার হাড় বাহির হইয়া পড়ে, তবে উহার উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া অন্য স্থানে গোর খনন করিবে, কিন্তু যদি বারম্বার লাশ বাহির হইতে থাকে এবং শূণ্যস্থান পাওয়া না যায়, তবে সেই লাশটিকে কিম্বা উহার হাড় গুলিকে

এক পার্শ্বে রাখিয়া নুতন লাশকে অন্য পার্শে দফন করিরে, কিন্তু পুরাতন লাশ ও নুতন লাশের মধ্যে মৃত্তিকা অন্তরাল করিয়া দিবে। ইহা শরহে-বরজখ, শরহে মাজমায়োলবাহরা এন ও ফৎহোল কদীরে আছে।

একটি লাশের উপর অন্য লাশকে দফন করা মকরুহ, ইহা নেছাবোল-এহ-তেছাবে আছে।

যদি গোরে লাশটি পচিয়া মাটি হইয়া যায় এবং হাড় হাড্ডী অবশিষ্ট না থাকে, তবে ইহাতে অন্য লাশ দফন করা মকরুহ হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। শামী, ১/৮৩৫, জাদোল আখেরাত, ১৩২/১৩৩।

৮৪৬। প্রঃ—দুই ভগ্নিকে একসঙ্গে অগ্র পশ্চাৎ নেকাহ করা হইয়াছে। এক্ষণে কি হুকুম হইবে?

উঃ—ইহা চির তরে হারাম, ইহা হালাল করার কোন উপায় নাই, কোরানে ইহা স্পষ্ট হারাম হইয়াছে।

৮৪৭। প্রঃ—অর্থশালী, সৈয়দ দাবি কারি ব্যক্তি ইমাম হইয়া জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণির চামড়ার মূল্য লইতে পারে কি?

উঃ—নাজায়েজ, তাহার পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি।

৮৪৮। প্রঃ—মৃগী রোগগ্রস্থ ইমাম খোৎবা কিম্বা ঈদ ও জুমা পড়িতে পড়িতে বেহুশ হইয়া ২/৩ মিনিট পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বাকি খোৎবা কিম্বা নামাজ পড়ে, ইহা কিরূপ?

উঃ—অচৈতন্য হইয়া গেলে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, বিনা ওজু খোৎবা পড়া মকরূহ ও নামাজ পড়া বাতিল। শাঃ, ১/৭৬০।

এইরূপ ইমাম পরিবর্তণ করা উচিত।

৮৪৯। প্রঃ—দাড়ি ছাটে ধুমপান করে, তামাক বিড়ি খায়, খেলা ধুলায় যোগদান করে, এইরূপ ব্যক্তির ইমামত কি?

উঃ—মকরুহ।

৮৫০। প্রঃ—ইমামের পাছে মোক্তাদি আউজো, বিছমিল্লাহ পড়িতে পারে কিনা?

উঃ—পড়িবেনা, শামী, ১/৪৫৭।

৮৫১। প্রঃ—দুই ছেজদার মধ্যে আল্লাহুম্মার হামনী, অহদেনী, অরজোকনি পড়িতে পারা যায় কিনা?

উঃ—ইহা নফলে পড়া যাইতে পারে, ফরজে পড়িতে হইবে না।

৮৫২। প্রঃ—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ছুন্নত ও নফলের সংখ্যা কি? কোন কেতাবে নাকি নফলের কথা উল্লেখ নাই? ছুন্নত ও নফল না পড়িলে, কি হইবে?

উঃ—মেশকাত শরিফে ১২ রাকায়াত ছুন্নত পড়িলে, তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর প্রস্তুত করার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, জোহরের ফরজের পূর্ব্বে ৪ রাকয়াত, উহার পরে ২ রাকয়াত, মগরেবের ফরজের পরে ২ রাকয়াত, এশার ফরজের পরে ২ রাকয়াত ও ফজরের ফরজের পূর্ব্বে ২ রাকয়াত। এই ১২ রাকয়াত ছুন্নতে মোয়াক্কাদা।

মেশকাত শরিফে আবুদাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি, এবনো-মাজা ও আহমদ হইতে জোহরের ফরজের পরে চারি রাকয়াত ছুন্নত পড়ার কথা আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত অনেক সময় জোহরের ফরজের পরে দুই রাকয়াত ছুন্নত পড়িতেন, আর কখনো কখনো চারি রাকয়াত ছুন্নত পড়িতেন, এইহেতু হানাফীগণ দুই রাকয়াতকে ছুন্নত মোয়াক্কাদা, শেষ দুই রাকয়াতকে ছুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন। ইহাই নফল নামে অভিহিত হইয়াছে। আরও মেশকাত শরিফে আবুদাউদ হইতে এশার পরে ৪ রাকয়াত কিম্বা ৬ রাকয়াত ছুন্নত পড়ার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম দুই রাকয়াত ছুন্নতে মোয়াক্কাদা, শেষ দুই কিম্বা ৪ রাকয়াত গায়ের মোয়াক্কাদা বা নফল।

আরও মেশকাতে শোয়াবোল ইমান হইতে মগরেবের ফরজের পরে চারি রাকয়াত ছুন্নত পড়ার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। দুই রাকয়াত ছুন্নতে মোয়াক্কাদা, বাকি দুই রাকয়াত ছুন্নত গায়ের মোয়াক্কাদা বা নফল।

আরও মেশকাত শরিফে আহমদ, তেরমেজি ও আবুদাউদ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আছরের পূর্ব্বে চারি রাকয়াত পড়ে, আল্লাহ তাহার উপর রহমত করুন। ইহাতে আছরের চারি রাকয়াত ছুন্নতে-গায়েব মোয়াক্কাদা হওয়া বুঝা যায়।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আমরা যে নামাজগুলিকে ছুন্নত ও নফল বলিয়া থাকি, তৎসমস্ত হজরতের হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

সর্ব্বদা ছুন্নতে মোয়াক্কাদা ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে। আরও হজরতের শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

আরও হজরত বলিয়াছেন ঃ–

ما يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احببته ☆

"বান্দা সর্বদা নফল এবাদাদগুলির দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে, এমন কি আমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি।" মেশকাত, রেয়াজোছ-ছালেহিন, এর ২১২ পৃষ্ঠায় তেরমেজি হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিবস বান্দার আমলের মধ্যে প্রথমে নামাজের হিসাব লওয়া হইবে যাহার নামাজ পূর্ণভাবে আদায় না হইয়াছে। সে ক্ষতি গ্রস্ত হইবে যাহার ফরজের নেকী কম হইয়া যায়, ছুন্নত ও নফল দ্বারা উহার ক্ষতি পূরণ করা হইবে।

এই হিসাবে ছুন্নত ও নফল মনোযোগ সহকারে সর্বদা পড়িতে হইবে।"

৮৫৩। প্রঃ—এক গ্রামে একটি মসজেদ ছিল, ঘরখানা টীনেরদ্বারা প্রস্তুত, ঐ গ্রামের কতক লোক কিছু দূরে গিয়া বসতি করে এবং মসজেদ ঘর খানা ভাঙ্গিয়া নূতন গ্রামে লইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয় মছজেদের ১০/১৫ হাত দূরে একটি পোক্তা মসজেদ প্রস্তুত করা হয়, তাহাও ৯/১০ বৎসর গত হইতে চলিল, উক্ত মছজেদের টীনগুলি হাটের কোন গোলায় লাগান হইয়াছে। কড়ি বর্গাগুলি অন্য কাজে লাগান হইয়াছে। ইহাতে কি হইবে?

উঃ—প্রথম মছজেদটি ভাঙ্গিয়া লইয়া যাওয়া হারাম হইয়াছে। দ্বিতীয় মছজেদটি অকারণ বিরাণ করা হারাম হইয়াছে। উহার টিন কড়ি বর্গা অন্য কাজে লাগান নাজায়েজ, উহা কোন মছজিদে লাগাইয়া দিতে হইবে।

৮৫৪। প্রঃ—যদি কোন জাময়াতে ৪০ ঘর লোক থাকে লোকেরা সেই জাময়াতের একজন মুনশী সাহেবকে ঘুষ খাওয়ার অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া ঐ জামাতের ইমামত হইতে তাহাকে খারিজ করিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে সেই মুনশী অপরাধ স্বীকার না করিয়া ৪ ঘর লোককে তাহার পক্ষপাতি করিয়া দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করে, ইহা পুরাতন মছজেদ হইতে অনুমান ৮০/৯০ গজ দূর হইবে, ইহা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—কলহমূলে যে মছজিদ প্রস্তুত করা হয়, উহা মছজিদেজেরার হইবে, উহাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে। আর যদি তাহাকে মছজিদে যাইতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে অন্য মসজিদ প্রস্তুত করা

জায়েজ হইবে।

৮৫৫। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ও বালেগা অবিবাহিতা কন্যাসহ একঘরে এক বিছানায় থাকে এবং কোন কোন দিন স্বপ্ন দোষের জন্য ফরজ গোছল করে, তবে পিতা দুষিত হইবে কি না?

উঃ—দশ বৎসর বয়সের পুত্র ও মাতার কিম্বা ভ্রাতা ভগ্নীর এক বিছানায় শয়ন কার নিষেধ, মেশকাতের হাদিছে ইহা বুঝা যায়। এই হিসাবে পিতা ও বালেগা কন্যার এক বিছানায় থাকা নিষেধ।

কন্যার মাতা যখন বর্ত্তমান আছে, তখন একঘরে পৃথক পৃথক বিছানায় থাকা নিষেধ হইবে না। অবশ্য মাতা কিম্বা এইরূপ কোন স্ত্রীলোক মধ্যবর্ত্তী না থাকিলে পিতা ও বালেগা কন্যার এক ঘরে থাকা নিষেধ হইবে।

৮৫৬। প্রঃ—স্বামী মৃত্যুর এদ্দত পরেই একটি স্ত্রী লোকের নেকাহ হইয়াছে, এদ্দতের মধ্যে দুই জন লোক তাহার জেনা করিতে থাকে, ইহাতে গর্ভবতী হইয়া পড়ে প্রতিবেশী একজন ও কয়েক গ্রামের মোল্লা একজন। একজন খোন্দকার উভয়কে জেনাকার হওয়ার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও একজনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার সহিত নেকাহ পড়াইয়া দেন, ইহা কি?

উঃ—জেনার গর্ভ হইলে, কোন লোকের সহিত তাহার নেকাহ দিলে, জায়েজ হইবে। জেনাকারের সহিত নেকাহ হইলে, সে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে, নচেৎ সন্তান প্রসব কাল তক সঙ্গম হালাল হইবে না।

৮৫৭। প্রঃ—তনুমল্লিক স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে একটি স্ত্রী লোকের সহিত নেকাহ করিয়াছিল, পূর্ব্ব স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া গত আষাঢ় মাসে, তাহাকে তালাক দিয়োছে তনু সেই স্ত্রী লোকটিকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া তাহার দ্বারা সংসার চালাইতেছে ও তাহার হাতে রান্না খাইতেছে, ইহা কি?

উঃ—ইহা জায়েজ নহে।

৮৫৮। প্রঃ—হজ্জের ময়দানে যে নয় লক্ষ নয় হাজার নয় শত নয় জন হাজী না হইলে, হজ্জ হয় না, ইহা কি?

উঃ—এই কথা ছহিহ নহে।

৮৫৯। প্রঃ—মসজিদের দরওয়াজার কোন দিকে দাঁড়াইয়া আজান দিতে হইবে?

উঃ—মসজিদের বাহিরে কিম্বা মিনারাতে আজান দিতে হইবে। যেদিকে আজান দিলে, নামাজিগণ সুন্দর রূপে শুনিতে পায় সেই দিকেই আজান দিবে।

৮৬০। প্রঃ—শয়তান নিজ কর্ম্ম দোষে অধোগামী হইয়াছিল? না আল্লাহ উহা করিয়াছিলেন?

উঃ—শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, শয়তান, নিজ ক্ষমতা দোষে অভিসম্পাত গ্রস্থ হইয়াছিল, তাহার এই অপকার্য্যের বিষয় আল্লাহ অনাদিকাল হইতে জ্ঞাত থাকিয়া লওহো-মহফুজে কলম কর্ত্তৃক লিখাইয়া রাখিয়াছেন। এই শয়তান কর্ত্তৃক মানুষের ঈমান পরীক্ষা করা হয়।

৮৬১। প্রঃ—স্ত্রীলোক শরার বিধান মত স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে কি না?

উঃ—তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর উপর অর্পিত হইয়াছে, স্ত্রীর এই অধিকার নাই, কিন্তু যদি স্বামী নিজের এই ক্ষমতাকে স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করে, তবে স্ত্রী নিজের উপর তালাক বর্তাইবে।

৮৬২। প্রঃ—নাবিকগণ নদী গর্ভে বিপদের আশঙ্কায় "আল্লাহ আল্লাহ রছুল বলা এইরূপ উচ্চস্বরে জেকর করে, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—বিপদ কালে কেবল আল্লাহ আল্লাহ বলিতে হইবে, রছুল শব্দ উচ্চারণ করিবে না। ایاك نستعن و কোরাণ ☆ اذا استعنت ☆ فاستعن بالله হাদিস অনুসারে বিপদ কালে অন্যকে উদ্ধার কর্ত্তা ধারণায় ডাকা জায়েজ নহে।

৮৬৩। প্রঃ—তালেনামা, ফালনামা, ছায়াতনামা ভাগ্যরাশি গণণার জ্যোতিষনামা ইত্যাদি পুস্তকগুলিতে লিখিত যে ভবিষ্যতের গর্ভে ভাল মন্দ কি আছে তাহা এই সকল পুস্তকে লিখিত বিষয় অবগত হইয়া গণণাতে স্থির করতঃ তদনুসারে কার্য্যকরিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে নচেৎ দুনইয়া ও আখেরাতের খারাব হইবে ইহা কিরূপ?

উঃ—এইরূপ গণণা করা এবং উহার উপর বিশ্বাস করা কোফর ও শেরক।

কোরআন শরিফে আছে:—

قل لا يعلم من فى السموات و الارض الغيب الا الله☆

"তুমি বল আল্লাহ ব্যতীত আছমান সমূহে ও জমীনে যে কেহ আছে, গায়েবের কথা জানেনা।"

হজরত বলিয়াছেন :---

من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئى مما انزل على محمد

যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হইয়া সে যাহা বলে তাহার প্রতি বিশ্বাস করে, অবশ্য সে ব্যক্তি (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ কোরাণ হইতে আলাহেদা হইয়া গেল।"

হজরত নবি (ছাঃ) অহি কর্ত্তৃক ভূত ভবিষ্যতের সংবাদ অবগত হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গণকের অবস্থা সেইরূপ নহে, কাজেই উহার উপর বিশ্বাস করা কোফর।

৮৬৪। প্রঃ—পুরুষের ধুতি পরা কাঁছা দেওয়া স্ত্রী লোকদিগের তিন পাড় কিম্বা ডবল পাড় ১০ হাত শাড়ী কোর্তা ব্যবহার না করিয়া পরা ইহা বেদয়াতে মোশাব্বেহা হয় কি না?

উঃ—পুরুষের পুরু তহবন্দ ব্যবহার করা ছুন্নত, ১০ হাত ধুতি পরা একেত অপব্যয় দ্বিতীয় পাৎলা হইলে নাজায়েজ। স্ত্রী লোকের তহবন্দ কিম্বা পায়জামা ও পিরহান পরার ইছলামী নিয়ম তিন পাড় কিম্বা ডবল পাড় কাপড় খাস হিন্দুদের পোষাক নহে কাজেই উহা মোবাহ। পুরুষের কাঁছা দেওয়ায় ফরজ ছতর ত্যাগ হইলে হারাম হইবে, নচেৎ বেদয়াত হইবে।

৮৬৫। প্রঃ—কোন কোন আলেম মৃতকে দফন করিয়া জিয়ারত অন্তে উপস্থিত লোকজন সহ মৃতকে তালকিন করিয়া থাকে, ইহা কি?

উঃ—জায়েজ শাঃ, ১/৭৯৭।

৮৬৬। প্রঃ—কেহ যদি বিমাতার সহিত জেনা করে, তবে সে তাহার পিতার উপর হারাম হইবে কিনা?

উঃ—হাঁ হারাম হইবে।

৮৬৭। প্রঃ—এক ব্যক্তি প্রবাসে যাওয়ার এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিলে, তাহার স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল ইহার কিছুকাল পরে পূর্ব্ব স্বামী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এক্ষণে কি হইবে?

উঃ—স্ত্রী প্রথম স্বামী ফেরত পাইবে।

৮৬৮। প্রঃ—আমরা যে পাত্রে খাইয়া থাকি, উহাতে হাত ধোয়া কি?

উঃ—উহাতে গোনাহ নাই, কিন্তু বোজর্গানে-দীনের নিয়মের খেলাফ।

৮৬৯। প্রঃ—চাচাত ভগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা কি?

উঃ—জায়েজ।

৮৭০। প্রঃ—বানর ও বিড়ালের ঝুটা খাওয়া কি?

উঃ—বানরের ঝুটা মকরুহ নাপাক, বিড়ালের ঝুটা মকরুহ তঞ্জিহি। -শাঃ, ১/২০৬/২০৭।

৮৭১। প্রঃ—মসজিদ ও বৈঠকখানা রাখিয়া শয়ণ ঘরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত করা কি?

উঃ—বিনা ওজরে নিকটের মসজিদে (জুমাহওক, আর পাঞ্জগামা হউক) জামায়াতে না পড়া মকরুহ, সমধিক প্রবলমতে মকরুহ তাহরিমি। কোরআন সমস্ত স্থানে পড়া জায়েজ।

৮৭২। প্রঃ—খাদ্য সামগ্রীর হারাম কি?

উঃ—বদহজম হয় এই পরিমাণ খাওয়া হারাম। --দোরেলি-মোখতার।

৮৭৩। প্রঃ—জুমার দ্বিতীয় আজানের জওয়াব দিতে হইবে কি না? মোনাজাত করিবে কিনা?

উঃ—হাঁ দিতে হইবে, দোয়া মোনাজাত করা জায়েজ, ইহার প্রমাণ জরুরি মছলা প্রথম ভাগে লিখিত আছে।

৮৭৪। প্রঃ—বেশ্যার কোন জিনিষ খরিদ করা জায়েজ কিনা? তাহার বকরির বাচ্চা খরিদ করিয়া খাওয়া যায় কিনা?

উঃ—তাহার সমস্ত মাল হারাম, কাজেই তাহার কোন বস্তু খরিদ করা জায়েজ নহে।

৮৭৫। প্রঃ—কবরের চারি কোনে বা মাঝখানে কিম্বা উপরের দিকে খেজুরের ডাল পোতা জায়েজ কিনা?

উঃ—কাঁচা ডাল পোতা জায়েজ, ইহাতে উহার তছবিহ পড়ার ছওয়াব মৃতেরা পাইয়া থাকে।

৮৭৬। প্রঃ—বিছানার অভাবে কোন হিন্দুর কিম্বা কোন বিধর্ম্মীর বিছানায়

চৌকিতে কিম্বা নৌকাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—পাক হইলে, নামাজ জায়েজ হইবে, অন্যকথায় পাক জায়নামাজ বিছাইয়া নামাজ পড়িতে হইবে।

৮৭৭। প্রঃ—যাহারা আল্লার নামে এবং গাএর আল্লাহর নামে বিভিন্ন দরগা স্থাপন করে এবং মানশার বস্তু আসিলে, তাহাও ভক্ষণ করে, এইরূপ লোকদের বাড়ীতে পানাহার করা জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে।

৮৭৮। প্রঃ—জীবন বীমা করা এবং উহার এজেন্ট লওয়া কি?

উঃ—হারাম।

৮৭৯। প্রঃ—শরিয়তের খেলাফ কাজ না হয়, এইরূপ অন্য কোন কোম্পানীর এজেন্ট লওয়া কি?

উঃ—জায়েজ।

৮৮০। প্রঃ—জুতা পায় দিয়া এবং খালি মাথায় আজান দিলে কোন দোষ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ।

৮৮১। প্রঃ—নেকাহ করার পরে ৬ মাস ধ্বজভঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া স্ত্রীকে তালাক দেয়, ইহাতে এদ্দত কি হইবে?

উঃ—নেকাহর পরে স্ত্রীর সহিত নির্জ্জনবাস হইলে তিন হায়েজ এদ্দত পালন করিতে হইবে।

৮৮২। প্রঃ—যে স্থানে বহু গোর আছে, ঐ স্থানে মসজিদ প্রস্তুত করা কি?

উঃ—কবরস্থানে মসজিদ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ।

৮৮৩। প্রঃ—কলহ ফাছাদ সূত্রে যে মসজিদ প্রস্তুত করা হয়, উহা জায়েজ কিনা? ঐরূপ ভাবে কোন ঈদগাহ প্রস্তুত হইলে তাহা কি হইবে?

উঃ—উহা মসজিদে জেরার, উহাতে নামাজ পড়িলে মকরুহ তহরিমি হইবে, ঈদগাহের ও ব্যবস্থা ঐরূপ।

৮৮৪। প্রঃ—কেহ কেহ বলেন, বেতেরের তিন রাকয়াত নামাজের মধ্যে এক রাকয়াত ওয়াজেব, এক রাকাত ছুন্নত, এক রাকাত নফল, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—ইহা বাতীল কথা, উহার তিন রাকয়াতই ওয়াজেব।

৮৮৫। প্রঃ—ফজরের নামাজ কাজা হইলে, ছুন্নত কাজা আদায় করিতে হইবে কিনা?

উঃ—দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কাজা পড়িলে, ছুন্নত সহ পড়িবে, ইহার পরে পড়িলে, কেবল ফরজ পড়িতে হইবে। ছুন্নত ফরজের পূর্ব্বে পড়িবে।

৮৮৬। প্রঃ—ঈদের নামাজের খোৎবা অন্তে ইমাম ছাহেবের সহিত মোছাফাহা করা কি?

উঃ—শাহ অলিউল্লাহ সাহেব মোয়তার টীকা মোছাওয়া কেতাবের ২/২২৩ পৃষ্ঠায় উহা জায়েজ বলিয়া লিখিয়াছেন।

৮৮৭। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোক মানশা করিল যে, যদি আমার উদরস্থ পুত্র বা কন্যা সুস্থ অবস্থাতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবিত থাকে, তবে আমি নিকটস্থ মসজিদে কিম্বা কোন পীরের মাজারে সিন্নি দিব বা গরু, ছাগল কিম্বা মোরগ তথায় লইয়া কাবাব করিয়া খাইব এবং তথাকার লোকদিগকে কাবাব করিয়া খাওয়াব, এইরূপ জায়েজ কিনা?

উঃ—যদি এই মান্নত অল্লাহতায়ালার নামে করিয়া থাকে, তবে উহা জায়েজ, উক্ত শিন্নি কিম্বা কাবাব মসজিদের দরিদ্র মুছল্লিদিগকে কিম্বা মাজারে দরিদ্র খাদেমদিগকে খাওয়ান জায়েজ, ছাহেবে-নেছাব দিগকে খাওয়ান জায়েজ হইবেনা এবং উহাতে মানশা আদায় হইবে না। আর যদি কোন পীরের নামে মানশা করিয়া থাকে, তবে উহা শেরেক, উহা খাওয়া কাহারও পক্ষে জায়েজ নহে।

৮৮৮। প্রঃ—মসজিদে ছালাম করা জায়েজ নহে?

উঃ—মসজিদে ছালাম করা জায়েজ তথায় ফেরেশতাগণ থাকেন, কিন্তু কেহ কেহ মসজিদে হাত রাখিয়া মসজিদকে ছালাম করিয়া থাকে, ইহা বেদয়াত।

৮৮৯। প্রঃ—২০ মণ ধান্যের চাউল তৈয়ার করাইয়া লইতে উহার পরিশ্রমিক পনের সের ধান্য দিতে হয়, ইহা কি?

উঃ—পনের সের ধান্য দেওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু সেই চাউল হইতে ১৫ সের দেওয়া জায়েজ হইবে না।

৮৯০। প্রঃ—বেতের নামাজ কয় রাকাত এবং কিভাবে পড়িতে হইবে?

উঃ—হানাফী মজহাবে বেতের নামাজ তিন রাকাত প্রথম এক

রাকাত ফাতেহারে পরে ছুরা আলা কিম্বা কদর, দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা কাফেরুন পরে ছুরা এখলাছ পড়িয়া তকবির পড়িয়া কানে হাত দিয়া দোয়া কুনুত, অভাবে অন্য কোন দোয়া পড়িয়া রুকু করিবে।

৮৯১। প্রঃ—এক বালতিতে কয়েকজন একই সঙ্গে হাত দিয়া পানি তুলিয়া ওজু করিতে পারে কিনা?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে। তাহতাবি, ১০৯/১১০ বাঃ ১/৯০/৯২।

৮৯২। প্রঃ—জুমা মসজিদের মেহরাব দিতে হয় কিনা? না দিলে কি হয়?

উঃ—ইহা মসজিদের চিহ্ন স্বরূপ এই চিহ্ন না থাকিলে, হিন্দু ও মুছলমানের ঘরের মধ্যে চিহ্ন করা মুশকিল হইয়া থাকে এই হেতুতে ইহা করিতে হইবে।

৮৯৩। প্রঃ—জুমায়ার খোৎবা পাঠ কালে দখুলোল মছজেদ পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে। শাঃ, ১।

৮৯৪। প্রঃ—ঈদের দিবস মান্নতের পশু জবেহ করা যায় কিনা?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে।

৮৯৫। প্রঃ—কছর নামাজ কয় দিবসের পথ বিদেশে গেলে পড়িতে হয়?

উঃ—বৎসরের খুব ছোট দিবসে মধ্যম চলনে প্রভাত হইতে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত পথ চলিলে, যে পরিমান পথ অতিক্রম করা যায় এইরূপ তিন দিবস পথ যাওয়ার ইচ্ছা করিয়া বাটী হইতে রওয়ানা হইয়া পল্লী কিম্বা শহর অতিক্রম করিলে কছর পড়িতে হইবে।

৮৯৬। প্রঃ—পুঁথি পড়নেওয়ালা ইমামের পিছনে এক্তেদা করা কি?

উঃ—অমূলক গল্প কাহিনী পড়িয়া লোককে শুনান নাজায়েজ। ইহা মেশকাতের হাদিছ হইতে হইতে বুঝা যায়।

মছলা মছায়েলের কিম্বা সত্য ঘটনার পুঁথি গানের সুরে রাগ রাগিনীসহ পড়া নাজায়েজ। এইরূপ নাজায়েজ কার্য্যে অভ্যস্ত ইমামের পশ্চাতে এক্তেদা করা মকরুহ তহরিমি।

৮৯৭। প্রঃ—কোন হিন্দু আল্লাহর ওয়াস্তে একটি গরু খয়রাত করিল এবং নাজরানা বা শুকরিয়া স্বরূপ খোদার নামে উহা উৎসর্গ করিল

উহার ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ—অনাহার ক্লিষ্ট লোকেরা উহা খাইতে পারিবে। ছাহেবেনেছাব কিম্বা পরহেজগার লোকেরা উহা খাইবে না।

৮৯৮। প্রঃ—কোন ঈদগাহের সহিত আর একটি ঈদগাহ যোগকরা হইয়াছে, এখন পূর্বে ঈদগাহের জমিতে ফসলাদি উৎপন্ন করা, গোচারণ ভূমি অথবা খেলা ধূলার জন্য উক্ত জমি ব্যবহার করা যাইতে পারে কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে।

৮৯৯। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া যাওয়ার পর এদ্দত কাল পূর্ণ না হওয়ার পূর্ব্বেই অন্যত্র স্ত্রীলোকটির বিবাহ হইয়া যায়। এই আশঙ্কা করিয়া, যদি এদ্দতে ভিতরে ঐ স্ত্রীলোকটির বিবাহ কোন মুনশী বা ম্যারেজ রেজিষ্টার কাজির দ্বারা পড়ান হয় এবং এরূপ কথা থাকে যে, এদ্দতের ভিতর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ বা সহবাস হইবে না, এই শর্ত্তে উক্ত স্ত্রীলোকটির বিবাহ দ্বারা আটক করিল, সে যদি তাহার নিজ খরচে শ্বশুরবাড়ী যাইয়া কোন "মেহমানি" করে এবং তাহাতে সেই গ্রামের লোকগণ খানা-পিনা করে, তাহা শরিয়তে জায়েজ কিনা?

উঃ—কোরআন শরিফে এদ্দতের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব প্রকাশ্যভাবে করা হারাম হইয়াছে, বিবি ইচ্ছা করিলে এদ্দত অন্তে অন্যত্রে নেকাহ করিতে পারে। হালাল জানিয়া যে মুনশী বা অন্য কেহ এইরূপ নেকাহ কার্য্যে শরিফ হইয়াছে, সে কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তাহার পাছে এক্তেদা করা নাজায়েজ। এইরূপ মেহমানি খাওয়া হারাম।

৯০০। প্রঃ—হিন্দুদের চড়কপূজা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা ও অপরাপর পর্ব্ব উপলক্ষে তাহারা যে মেলা ও আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে মুছলমানগণ বেচা কেনা করিতে পারে কিনা? উক্ত মেলা বা বাজার হইতে কোন মিষ্টান্ন বা অন্যান্য সওদা ক্রয় কার হইলে, উহা খাওয়া কি?

উঃ—কোরান শরিফের ছুরা ফোরকানে আছেঃ--

"والذين لا يشهدون الزور এবং ঐ সমস্ত লোক আল্লাহতায়ালার (অনুগত) বান্দা যাহারা অন্য জাতির মেলা (পর্ব্বে) যোগদান করে না।"

শরহে ফেকহে আকবরঃ--

من كثر سواد قوم فهو منهم

যে ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট জাতির অনুষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি আহাদের অন্তগর্ত হইবে।

ইহাতে প্রমাণিত হইল মুছলমানদিগের পক্ষে হিন্দুদের মেলা ও পর্ব্বে কেনা-বেচা করিতে যাওয়া জায়েজ নহে। অবশ্য কোন বস্তু কেনার জরুরত হইলে, সে ক্ষমার পাত্র হইতে পারে, যদি তথা হইতে কোন মিষ্টান্ন ও সওদা খরিদ করিয়া আনে, তবে উহা খাওয়া নাজায়েজ হইবে না।

৯০১। প্রঃ—কোন ব্যক্তি বা কোন আলেম স্বেচ্ছায় জুমার খোৎবা কখনও শ্রবণ করে না, কিন্তু জুমা পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—গোনাহগার হইবে।

৯০২। প্রঃ—পাঠা বা ষাঁড়কে খাসী করান জুলুম নহে কি? ইহার কোন প্রমাণ আছে কি?

উঃ—উহার মাংস দুর্গন্ধ না হয় এই উদ্দেশ্যে উহা খাসি করা হয়, ইহা জায়েজ, ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে।

৯০৩। প্রঃ—যদি কাহারও ফজর ও জোহর ফওত হইয়া যায়, তবে আছরের পূর্ব্বে পড়িতে হইলে, দুই ওয়াক্ত একত্রে পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—হাঁ জায়েজ হইবে।

৯০৪। প্রঃ—কোন ব্যক্তি ৪৮ মাইল চলিবার নিয়ত করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলে, সে ব্যক্তি মোছাফের হইবে কিনা? গ্রামটি ছাড়িয়া গেলে তাহাকে কছর পড়িতে হইবে কি না?

উঃ—হাঁ মোছাফের হইবে, গ্রামটী ছাড়িয়া গেলে, কছর পড়িতে হইবে।

৯০৫। প্রঃ—জোহরের এক রাকয়াতে হওয়ার পরে এক ব্যক্তি জামায়াতে শরিক হইল, সে আত্তাহিয়াতো কখন পড়িবে?

উঃ—ইমামের সঙ্গে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে আত্তাহিয়াতো পড়িবে এবং যখন পরিত্যক্ত এক রাকয়াত পড়িবে, তখনও আত্তাহিয়াতো

পড়িবে।

৯০৬। প্রঃ—যে বেনামাজি বারম্বার নামাজ পড়িবার ওয়াদা খেলাফ করিয়াছে, তাহার নিকট পুনরায় নামাজের ওয়াদা লইয়া তাহার দাওয়াত খাওয়া যাইবে কি না?

উঃ—যতদিবস তাহার নামাজি হওয়ার প্রতি লোকদের বিশ্বাস না জন্মে, ততদিবস তাহার দাওয়াত কবুল করিতে নাই।

৯০৭। প্রঃ— সুদখোর বহুদিন সুদখাওয়ার পর তওবা করিলে, কিম্বা কোন বেশ্যা তওবা করিয়া মুছলমান হওয়ার পর তাহাদের পূর্ব্বে মাল হালাল হইবে কিনা?

উঃ—হালাল হইবে না।

৯০৮। প্রঃ—মৃত পশুর চামড়া বিক্রয় করিয়া সেই টাকা খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—দাবাগত করিয়া (খারি লবন ইত্যাদি দ্বারা শুকাইয়া) বিক্রয় করা জায়েজ, ইহার পূর্ব্বে জায়েজ নহে।

৯০৯। প্রঃ—যখন পাটের দর ৬ টাকা থাকে, সেই সময় ধনী লোকের নিকট দরিদ্রলোকে টাকা কর্জ্জ লইতে গেলে, ৩ টাকা দরে আষাঢ় মাসে পাট দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি লইয়া টাকা দেয়, আষাঢ় মাসে হয়ত পাটের মন ৭,৮ টাকা হয়, ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—মকরুহ তহরিমি হইবে। শাঃ।

৯১০। প্রঃ—কোন হিন্দু যদি জুমার ঘরে খাজা ও বাতাসা দাখেল করে, তবে উহা খাওয়া কি?

উঃ—যে দরিদ্রেরা অনাহারে থাকে, তাহারাই উহা খাইতে পারিবে। অন্যেরা উহা খাইবে না।

৯১১। প্রঃ—কোন হিন্দু জমিদার যদি তাহার অধীনস্থ হাটে কিছু জমি কোন লোকের মিলকিএতে ছাড়িয়া দিয়া নামাজের ঘরের জন্য শুধু নিষ্কর ঘোষণা করিল এবং কোন মুছলমান নিজ খরচে ঐ স্থানে একটি ঘর উঠাইয়া দিল, পরে জমিদারের নিকট ঐ জমির পত্তন হওয়ার আবেদন করিলে কিছুতেই পত্তন করিতে চাহে না, উহাতে নামাজ হইবে কিনা?

উঃ—জমিদার যখন ঐস্থানটি মুছলমানদিগকে নিষ্কর ছাড়িয়া

দিয়োছে, তখন তহারা উহার মালিক হইয়া গিয়াছেন, কাজেই উক্ত ঘরে নামাজ অবাধে জায়েজ হইবে।

৯১২। প্রঃ—একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বলে যে স্ত্রীলোকের নাভীর নীচে খাস জমিন আছে, যেকেহ ইচ্ছা করে, সেই উক্ত জমি আবাদ করিতে পারে। কোরাণে আছে, হিংসা করওিনা, কাজেই কেহ অন্যের স্ত্রীর সতিত্ব নষ্ট করিলে, হিংসা করিতে নাই। এই হেতু তাহারা নিজেদের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের খেদমতে পাঠাইয়া থাকে। এইরূপ একজন ফকির নিজের স্ত্রীকে ৫/৭ জন লোক দ্বারা জেনা করাইয়াছে, এক্ষণে সেই স্ত্রী লোকটি স্বামীর নিকট থাকিতে চায় না, বরং তাহার নিকট তালাক চাহিতেছে, স্বামী তাহাকে তালাক দিতে চাহেনা, এক্ষণে শরিয়তের ব্যবস্থা কি?

উঃ—এইরূপ ফকির শয়তান ব্যতীত আর কিছু নহে যে, খোদার হারামকে হালাল জানায় কাফের মোরতাদ্দ হইয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রীলোক অন্যত্র নেকাহ করিতে পারে।

ফৌজদারীর ভয় থাকিলে, আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিয়া নেকাহ ফছখ করিয়া লইতে পারে।

৯১৩। প্রঃ—নাবালেগা কন্যার বিবাহ একজন উকিল ও দুইজন সাক্ষী দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—ওলীর বিনা অনুমতি কেবল উকিল ও সাক্ষীদ্বয়ের দ্বারা তাহার নেকাহ জায়েজ হইবে না।

৯১৪। প্রঃ—ভাদ্র মাসে খাজা খেজের (আঃ) এর শিন্নি করিয়া ভেলা ভাসান জায়েজ কি না?

উঃ—শেরেক ও হারাম।

৯১৫। প্রঃ—বাছুর ও দুধ আদি দিবার শর্ত্তে কহারে গাভী পুষিতে দেওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ নহে।

৯১৬। প্রঃ—ফুটবল খেলা জায়েজ কি না?

উঃ—নাজায়েজ, এই সম্পর্কে বহু ফৎওয়া প্রচারিত হইয়াছে।

৯১৭। প্রঃ—কোরবানির চামড়া বিক্রয় করা পয়সা মোল্লা গ্রহণ করিতে

পারে কি না?

উঃ—যদি মোল্লা ছাহেবে নেছাব না হয়, তবে গ্রহণ করিতে পারে নচেৎ না।

৯১৮। প্রঃ—মছজিদের আছবাব পত্র বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কিনা? উহা বিক্রয় করার পরে সাংসারিক কার্য্যে লাগান যাইবে কিনা?

উঃ—এমাম আবু ইউছফের এক রেওয়াএতে আছে, উহ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য মছজেদে ব্যয় করিতে হইবে। উহার আছবার পত্র ক্রয় করিয়া বৈঠখানা ও ঘরে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে। গোয়াল ঘর ও পায়খানাতে ব্যবহার করিবে না। ইহা আদবের খেলাফ। উহার পুরাতন কাষ্ঠ জ্বলান জায়েজ হইবে।

৯১৯। প্রঃ—রাত্রে কবরের নিকট গিয়া জিয়ারত করা যায় কিনা?

উঃ—জায়েজ, হজরত ইহা করিয়াছেন, মেশকাত।

৯২০। প্রঃ—শবেবরাতে প্রত্যেক বাড়ীতে কোরান পড়িয়া পয়সা চাহিয়া লওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—কোরান বিশুদ্ধ ভাবে পড়িয়া উহার ছওয়াব মৃতদের রুহে পৌঁছাইবে, বেতন লওয়ার নিয়ত করিবেনা, নিজের সময় ব্যয় করার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে, ইহাতে দোষ হইবে না।

৯২১। প্রঃ—জুমার ঘরের গরু, ছাগল, মুরগী মছজেদের মোল্লা বা মোতাওয়াল্লী ব্যবহার করিতে ও খাইতে পারে কিনা?

উঃ—যদি তৎসমস্ত মানসার পশু হয়, তবে মোল্লা কিম্বা মোতাওয়াল্লি ছাহেবে-নেছাব না হইলে, ভক্ষণ করিতে ও ব্যবহার করিতে পারে, ছাহেব-নেছাব হইলে, অন্যান্য দরিদ্রদিগকে দান করিবে।

৯২২। প্রঃ—নাবালেগার বিবাহ অন্তে ৭।৮ বৎসর হইতে পাত্র নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, পাত্রী ১।।০ বৎসর বালেগা হইয়াছে, এক্ষণে কি করিতে হইবে?

উঃ—ইতিপূর্ব্বে ইহার জওয়াব লেখা হইয়াছে।

৯২৩। প্রঃ---ছদকায়-ফেৎরা ও কোরবানির চামড়ার মূল্য দ্বারা স্কুল মাদ্রাছার ঘর নির্ম্মাণ বা আসবাব পত্র খরিদ, মৌলবি ও মাস্টার সাহেবদের বেতন, রাস্তা মেরামত, জুমা ঘরের আছবাবাদি খরিদ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ— জায়েদ নহে, অবশ্য মাদ্রাছা ও মছজেদের কার্য্যে ব্যয় করা জরুরি হইলে, একজন দরিদ্র মেম্বরকে উহা দান করিবে, তিনি উহা লইয়া বড় জেহাদের ছওয়াব ভাওয়ার আশায়, মছজেদ ও মাদ্রাছাতে ব্যয় করিবেন।

৯২৪। প্রঃ—ইদের নামাজ কয় তকবিরে পড়িতে হইবে?

উঃ—হানাফী মজহারে ছয় তকবিরে ঈদ পড়িতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে ইহা বিস্তারিত রূপে লেখা হইয়াছে।

৯২৫। প্রঃ—৪/৫ মৌজার লোকের মিলিত হইয়া একটি জুমার ঘর প্রস্তুত করে, আজ প্রায় ২৫/৩০ বৎসর হইতে অধিক সংখ্যক লোক বিবাদ করিয়া ২য় মছজেদ গ্রামের এক পার্শ্বে আছে এবং দ্বিতীয় মছজেদ বাতীল করিয়া ঐ চারি মৌজার মধ্যস্থলে একটি জুমা মছজেদ প্রস্তুত করা হউক, তদনুসারে উহা প্রস্তুত করিলে ও পূর্ব্বে কার জুমাদায় ওয়াক্তিয়া মছজেদ পরিণত করিলে জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—প্রথম মছজেদটি বাতীল করা হারাম ও মহা গোনাহ। দ্বিতীয় মছজেদটি বাতীল করিতে হইবে। প্রথম পুরাতন মছজেদে মুছল্লি দ্বারা পূর্ণ হইয়া অবশিষ্ট মুছল্লির পরিমাণ বেশী হইলে, মধ্যস্থানে নূতন একটি মছজেদ করিবে, কিন্তু প্রথম মছজেদ বাতীল করিলে, এই তৃতীয় মছজেদ বাতীল হইয়া যাইবে।

৯২৬। প্রঃ—কোন কোন স্থানে জানাজ পড়িবার সময় প্রত্যেক মোক্তাদী এমামকে এক পয়সা করিয়া দিয়া থাকে, ইহা কি?

উঃ—ইহা দান স্বরূপ, ইহা জায়েজ হইবে।

৯২৭। প্রঃ—ঘোড়া মরিয়া গেলে, দফন করা কি?

উঃ— জায়েজ।

৯২৮। প্রঃ—শিশুদের ব্রহ্মতালু নরম হয় কেন?

উঃ—এই প্রশ্ন ডাক্তার হাকিমদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ।

৯২৯। প্রঃ—চারিটা মজহাব হওয়ার কারণ কি? কোন সময় হইতে মজহাব হইল?

উঃ—আল্লাহতায়ালা কোরআন ও হাদিছ বুঝিতে ও আমল করিতে এমামগণের পয়রবি করা ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন

واسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

(ছুরা নহল) যদি এমামগণ না হইতেন, তবে সাধারণ লোকদের পক্ষে

কোরআন ও হাদিছের প্রতি আমল করা অসম্ভব হইত। সাবেক জামানাতে বহু এমাম গত হইয়া গিয়াছেন, এই চারি এমাম ব্যতীত শরিয়তের প্রতি আমল করিতে গেলে, এই চারি এমামের মধ্যে একজনের পয়রবি করা ওয়াজেব, যদি কোন মজহাব মান্য না করা হয়, তবে শরিয়ত হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।

কোরান ও হাদিছের স্পষ্ট অস্পষ্ট অর্থকে মজহাব বলা হয়, যতদিবস কোরআন ও হাদিছ প্রকাশিত হইয়াছে, ততদিবস চারি মজহাব প্রকাশিত হইয়াছে।

৯৩০। প্রঃ—দেশে খৎনা দেওয়ার সময় আত্মীয়স্বজনদিগকে দাওয়াত করা হইয়া থাকে তাহারা কাপড়, পয়সা দান করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপ?

উঃ—যদি উহা জরুরি বলিয়া ধারণা করা এবং নাদিলে, দোষ ধরা হয়, তবে রেছমি বেদয়াত হইবে। আর উহা জরুরি না বুঝিলে ও দোষ না ধরিলে জায়েজ হইবে।

৯৩১। প্রঃ—শুনা যায় খোদেজা বিবিকে নাকি বিনা জানাজায় দফন করা হইয়াছিল, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—বাতীল কথা।

৯৩২। প্রঃ—প্রথম জানাজার হুকুম কাহার উপর নাজেল হইয়াছিল?

উঃ—হজরত আদম (আঃ)-এর উপর প্রথমে জানাজা নামাজের হুকুম হইয়াছিল।

৯৩৩। প্রঃ—জানাজার সময় কাজা নামাজের কাফফারা দেওয়া হয়, উক্ত টাকা খতিব খাইতে পারে কিনা?

উঃ—দরিদ্র হইলে খাইতে পারে, ছাহেবে-নেছাব হইলে উহা গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

৯৩৪। প্রঃ—নূতন মছজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজ জায়েজ কিনা?

উঃ—প্রশ্নকারির কথার স্পষ্টমর্ম্ম বুঝা গেল না, সম্ভবতঃ তিনি বলিতে চান যে, নূতন মছজিদে একামত করার পূর্বে উহাতে ওয়াক্তিয়া নামাজ জায়েজ হইবে কিনা? ইহার উত্তর এই যে, জায়েজ হইবে।

৯৩৫। প্রঃ—জানাজা পড়িয়া টাকা লইতে পারে কিনা?

উঃ—জানাজা লিল্লাহ পড়িবে, লোকেরা মৃতের রুহে খয়রাতের নিয়তে যাহা কিছু দান করে, উহা গ্রহণ করা জায়েজ।

৯৩৬। প্রঃ—আখেরি জোহর নামাজ ফরজ নিয়তে পড়িতে হইলে, চারি রাকয়াতে আলহামদোর সঙ্গে চারিটি ছুরা মিলাইয়া পড়িতে হইবে কিনা?

উঃ—যদি শর্ত্তের অভাবে জুমা ছহিহ না হয়, তবে উহাতে ওয়াক্তিয়া ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, আর ফরজ আদায় করিতে গেলে, ফরজের নিয়ত করা জরুরি এই হেতু ফরজের নিয়ত করিতে হয়। আর যদি জুমা ছহিহ হয়, তবে এই চারি রাকয়াত নফল হইয়া যাইবে, আর নফলের প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা যোগ করা ওয়াজেব, এই হেতু প্রত্যেক রাকয়াতে ছুরা যোগ করিতে হয়, আর যদি উহা ওয়াক্তিয়া ফরজে পরিণত হয়, তবে শেষ দুই রাকয়াতে ছুরা যোগ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

৯৩৭। প্রঃ—ইমামের সঙ্গেনামাজ পড়িতে হইলে, মোক্তাদিগণের চুপে চুপে ছুরা ফাতেহা পড়া কি?

উঃ—জায়েজ হইবে না।

৯৩৮। প্রঃ—মেয়ে লোকের সাতমাস গর্ভবতী থাকা কালে সাতশা দেওয়া (ক্ষীর পীঠা তৈয়ার করিয়া প্রতিবেশীদিগকে খাওয়ান) বা আমোদ প্রমোদ কার জায়েজ কি না?

উঃ—ইহা বেদয়াত ইহা লোপ করা জরুরি।

৯৩৯। প্রঃ—এদেশের অধিকাংশ স্থানে ৭ই আষাঢ় আমাবতি বলিয়া কেহ তিন দিন, কেহ ৭ দিবস লাঙ্গল চাষ করে না, ইহা কি জায়েজ?

উঃ—ইহা হিন্দুদের নিয়ম, মুছলমানদিগকে এই নিয়ম পালন করা নাজায়েজ।

৯৪০। প্রঃ—নাবালেগের পক্ষে খোৎবা পাঠ কি?

উঃ—চারি বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ থাকিলে, মালিকি কাজির, অভাব পক্ষে হানাফী কাজির নিকট হইতে নেকাহ ফছখ করাইয়া লইবে, তৎপরে তাহার স্ত্রী চারি মাস দশ দিবস এদ্দৎ পালন করিবে। কোন মুনশী এই এদ্দতের মছলা না জানিয়া এদ্দতের মধ্যে নেকাহ পড়াইয়া দিলে, খালেছ তওবা করিবে। নচেৎ তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

৯৪২। প্রঃ—স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে, সে কোন্ কোন্ দ্রব্য পাইবার

হকদার হইবে?

উঃ—সে নিজের পিতার বাড়ী হইতে যাহা যাহা আনিয়াছে, স্বামী তাহাকে যে গহনা, কাপড় দান করিয়াছে, স্বামী সঙ্গম করিয়া থাকিলে, সমস্ত মোহর, নচেৎ অর্দ্ধেক মোহর পাইবে।

৯৪৩। প্রঃ—শৃগালের মাংস, কাঁকড়া, কুচে ঔষধস্বরূপ ব্যবহার কার কি?

উঃ—পূর্ব্বে ইহার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া লইবেন।

৯৪৪। প্রঃ—বালেগা কন্যার বিবাহের দিবস গোছল ইত্যাদি করানোর পর যদি হায়েজ জারি হয় এবং তদবস্থায় বিবাহের কার্য্য সমাধা করা হয়, তবে কি হইবে?

উঃ—বিবাহ জায়েজ হইবে।

৯৪৫। প্রঃ—স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিবে বলিয়া লেখক দ্বারা ডেমি কাগজে তালাকনামা লিখাইল, স্বামী উহাতে দস্তখত অথবা টীপ সহি করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, ইহাতে তালাক হইবে কি না?

উঃ—হাঁ তালাক হইবে -- শাঃ,২।

৯৪৬। প্রঃ—গ্রামে কলেরা বসন্ত ইত্যাদি আসিলে, গ্রামের লোকরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বড় একটা খোদাই সিন্নী করে, ঐ সিন্নী চাঁদা দাতাগণের ও অন্যান্য লোগদিগের খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ— হাঁ জায়েজ। অবশ্য রদ্দে-বালার জন্য এই ছদ্‌কা করা হয়, ইহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করাই শ্রেয়ঃ।

৯৪৭। প্রঃ—চ্যাং মাছ খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—হাঁ, জায়েজ।

৯৪৮। প্রঃ—কোন ষাঁড় দ্বারা কোন গাভীর সহিত সঙ্গম করাইয়া পয়সা লওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে।

৯৪৯। প্রঃ—অমাবশ্যার রাত্রে স্ত্রী সঙ্গম করা জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

৯৫০। প্রঃ—জুমার খোৎবা পড়ার কালে খোৎবা বাংলাতে বুঝান যায় কিনা?

উঃ—মকরুহ।

৯৫১। প্রঃ—গোপনে অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সহিত অবিবাহিত পুরুষের

সঙ্গম করা কি?

উঃ—উহা জেনা ও মহা গোনাহ।

৯৫২। প্রঃ—মোরগ বা মুরগী জবেহ কার কালে হঠাৎ গলা কাটিয়া গেলে উহা খায়ওা কি?

উঃ—ইহা মকরুহ, কিন্তু গোশত হালাল হইবে।

৯৫৩। প্রঃ—খোৎবা পড়া কালে কথা বলা কি?

উঃ—নাজায়েজ।

৯৫৪। প্রঃ—মানশার কোরবানির গরু, ছাগল যাহা মসজিদে দেওয়া হয়, তাহা বিক্রয় করিয়া মসজিদের মেঝে ও প্রাচীর ইত্যাদি মেরামত করা কি?

উঃ—জায়েজ নহে।

৯৫৫। প্রঃ—ইমানদার ও মোশরেকদিগের চাঁদা দ্বারা মছজিদ প্রস্তুত করা ও উহার টিন খরিদ করা কি?

ماكان للمشركين ان يعمرو مسجد الله شبهدين على انفسهم بالكفر ☆

"মোশরেকদিগের উচিৎ নহে যে, তাহার নিজেদের জীবনে কোফরের উপর সাক্ষ্যদাতা হইয়াও আল্লাহতায়ালার মসজিদ সংস্কার করে।"

তফছিরে আহমদী, ৪৫৪ পৃষ্ঠা ঃ--

"এই আয়তে আল্লাহ কাফেরদিগকে মছজিদ সংস্কার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহাদের পক্ষে মসজিদ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ।

ইহাতে প্রমাণ হয় যে, মোশরেকদিগের চাঁদা দ্বারা মসজিদ প্রস্তুত করা ও উহার টিন খরিদ করা জায়েজ নহে।

তফছিরে মোজহারি ২য় খণ্ড ৯/১০ পৃষ্ঠা;--

এই আয়তে বুঝা যায় যে, মোশরেকদিগের পক্ষে মসজিদ আবাদ করা ছহিহ নহে, এবং উচিত নহে। মুছলমানদিগের পক্ষে উহা নিষেধ করা ওয়াজেব। তাহাদিগকে মসজিদ প্রস্তুত করিতে ও মেরামত করিতে নিষেধ করিতে হইবে।

তফছিরে রুহোল-বায়ান, ১/৮৭৮ পৃষ্ঠা;-- ওয়াহেদী বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, কাফেরদিগকে আল্লাহতায়ালার মসজিদ আবাদ করিতে নিষেধ করা হইবে। যদি ইহার অছিয়ত করা হয়, তবে উহা কবুল করা হইবে না।

ইহা হানাফি আলেমগণের এক বাক্যে গৃহীত মত।

৯৫৬। প্রঃ—এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে বিবি ও ভাইঝি রাখিয়া মারা গিয়াছে, কিছু দিবস পরে ঐ ভাইঝির চাচি মারা যায়। ঐ ভাইঝি চাচির দফন, কাফন, জিয়ারত ও দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়াছে। চাচির পিতা মাতা ও ভ্রাতা আছে কে কত অংশ পাইবে?

উঃ—বিবির অংশ চার আনা, ভাইঝির অংশ বারো আনা।

তৎপরে বিবি মারা গেলে তাহার প্রাপ্য অংশের এক তৃতীয়াংশ তাহার মাতা ও দুই তৃতীয়াংশ তাহার পিতা পাইবে ও ভ্রাতা বঞ্চিত হইবে।

৯৫৭। প্রঃ—কোন ব্যক্তি কোন আলেমকে নির্দ্দেশ করিয়া ফেছকা, শয়তান, বানর, বদমাইশ, ইত্যাদি বলিলে কি হইবে?

উঃ—মাজমায়োল আনহোর, ১/৬৯৫।

ولو شتم فم عالم فقيه او علوي يكفر ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহাতে সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে।

৯৫৮। প্রঃ—অন্য ব্যক্তি অনিদ্দিষ্টভাবে বলে যে, আলেমরাই ফেছকা, শয়তান, বানর, বদমাইশ ইহাতে বা কি হইবে?

উঃ—উক্ত কেতাব, উক্ত পৃষ্ঠা ;—

و الا ستخفاف بالاشراف و لعلماء كفر ☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

৯৫৯। প্রঃ—হজরতের হস্তে কিসের অঙ্গুটি ছিল, উহাতে কি লেখা ছিল?

উঃ—হজরত হস্তে একটি রৌপ্যের আঙ্গুটি ছিল, উহাতে মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ এই ভাবে অঙ্কিত ছিল যে, একছত্রে মোহাম্মাদ, দ্বিতীয় ছত্রে রাছুল, তৃতীয় ছত্রে আল্লাহ। উহা পরপর হজরত আবুবকর, ওমার ও ওছমানের হস্তে ছিল, শেষোক্ত খলিফার হস্ত হইতে উহা আরিছ নামক কূপে পতিত হইয়াছিল। তেরমেজি, ১/২০৭, শামায়েলে-তেরমেজি, ৭ পৃষ্ঠা।

৯৬০। প্রঃ—আদি বা খাজনার পরিবর্ত্তে পাট ধান চুক্তিতে জমি চাষ আবাদের জন্য দেওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—যে জমিতে ধান্য হয়, সেই জমির ভাগ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য স্থির করা জায়েজ নহে, এইরূপ পাটের জমির অবস্থা বুঝিতে হইবে। হেদায়া, ৪/৪০৭, দোর্রোল-মোখতার, ৪/৪০/৪১।

৯৬১। প্রঃ—কোন ব্যক্তি কোনও কূপে প্রস্রাব করিয়াছিল, তখন কূপের পানি তুলিয়া ফেলা হয় নাই। কিছু দিবস পরে উক্ত কূপের পানি শুকাইয়া যায়। বৃষ্টি হওয়ার পর ঐ কূপে প্রচুর পানি হইয়াছে, উক্ত পানি খাওয়া যায় কিনা?

উঃ—নাপাক কুণ্ডার পানি উঠাইয়া ফেলিলে উহা পাক হইয়া থাকে, কাজেই প্রশ্নোল্লিখিত কুণ্ডাটিও পাক হইয়া যাইবে।

৯৬২। প্রঃ—কেহ একটি গাভী আল্লাহর ওয়াস্তে মানত করিয়াছে উহা কিছু দিবস পরে ১/২ টি বাছুর প্রসব করিল, সে উহার বাছুর কি করিবে?

উঃ—অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, উক্ত বাচ্চাকেও জবাহ করিবে, উহার গোস্ত দরিদ্রদিগকে ছদকা করিয়া দিবে। যদি উহা জবেহ না করে, এমনকি কোরবানির দিবস গত হইয়া যায়, তবে জীবিত অবস্থাতে উহা ছদকা করিয়া দিবে।

৯৬৩। প্রঃ—যদি কেহ বলে, দক্ষিণ দেশীয় আলেম বা বিদেশী কোন আলেমের পাছে নামাজ পড়িব না, ইহার কি হুকুম?

উঃ—ইহা বাতীল দাবি, ছাহাবাগণ বিদেশে গিয়া হেদায়ত করিতেন, লোকে কি তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িত না? মদিনার লোকেরা কি বলিতেন যে, দক্ষিণ দেশীয় নবীর পাছে নামাজ পড়িব না?

৯৬৪। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি একজন জমাতে উলা পাস উপযুক্ত মৌলবিকে বলে যে, অমুক কিসের আলেম যে আলেম হইবে, তাহার জায়গা জমির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে কেন? ইহাতে কি হইবে?

উঃ—হজরত ওছমান (রাঃ) বড় সম্পত্তিশালী ছিলেন। হজরত ছোলায়মান (আঃ) কতবড় বাদশাহ ছিলেন? সম্পত্তিশালী আলেম হইয়া যদি টাকার হক আদায় করেন, তবে হাদিছে তাঁহার বড় দরজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত কথাতে একজন আলেমের প্রতি এনকার করা হইতেছে ইহাতে তাহার কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

৯৬৫। প্রঃ—কোন আলেম বা কোন ব্যক্তি এক দেড় বৎসর কাল বিদেশে থাকিলে, তাহার বিবাহের কোন ক্ষতি হইবে কিনা? হানাফী মজহাবে স্বামী কত বৎসর বিদেশে বা নিরুদ্দেশে থাকিলে নেকাহ নষ্ট হইবে?

উঃ—বিবাহের কোন ক্ষতি হইবে তা সংযত বৎসর বিদেশে থাকুক না কেন, তাহার নেকাহ নষ্ট হইবে না। নিরুদ্দেশ ব্যক্তি মছলা পুর্ব্বে বহুবার লিখিত হইয়াছে।

৯৬৬। প্রঃ—জুমার বা ঈদের মাঠের নির্দ্দিষ্ট এমাম উপস্থিত না থাকিলে বা কাহারও উপর আদেশ না পাঠাইলে, ভাল ক্কারী আলেম উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অনুপযুক্ত আকোন্দ বা মুনশী কাওয়ায়েদ কিছু জানে না, তাহার দ্বারা নামাজ পড়াইলে, কি হইবে?

উঃ—যে ব্যক্তি কোরান শুদ্ধ করিয়া পড়িতে পারে না, তাহার পাছে 'ক্কারী' নামাজ পড়িলে. সেই নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে।

৯৬৭। প্রঃ—সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে স্ত্রী বাড়ী রাখিয়া ৩।৪ মাস কোন আলেম বিদেশে থাকিলে, তাহার নেকাহ্ ভঙ্গ হয়, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—বিনা ওজরে ৩।৪ মাসের অধিক বিদেশে থাকিতে হজরত ওমার (রাঃ) নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নেকাহ নষ্ট হইবে না। ওজর হইলে, থাকিতে পারে।

৯৬৮। প্রঃ—মছজেদের মিম্বর কোন্ দিকে হইবে?

উঃ—মছজেদের পশ্চিম দিকে হইবে।

৯৬৯। প্রঃ—মোরগ এবং মুরগীর ঘাড়ের শিরা হালাল কিনা।

উঃ—ইহা মকরুহ তঞ্জিহি, মকরুহ তহরিমি, কিম্বা হারাম ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজেই ইহা খাইবে না।

৯৭০। প্রঃ—যাহার জমির উপর মছজেদ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই লোকটি বলে যে, মছজেদের ঘর ব্যতীত বাহিরের গাছ ও জমি আমা ব্যতীত আর কাহারও অধিকার হইবে না। সেই স্থানে মছজেদ হইতে পারে কিনা?

উঃ—মসজিদের জন্য যতটুকু স্থান অক্ফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই স্থানটির উপর বা তথাকার গাছের উপর কাহারও দাবি চলিবে না। ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত স্থান ও গাছের উপর দাবি করিতে পারিবে।

৯৭১। প্রঃ—যে ব্যক্তি নিজে শূকর শীকার করে, তাহার পাছে নামাজ হইবে কিনা?

উঃ—যদি ফসল নষ্ট করে, কিম্বা মনুষ্যের উপর আঘাত করে, এইহেতু উহা শীকার করে, তবে কোন দোষ হইবে না। আর শীকার করিয়া বিক্রয় করিলে, উহা হারাম হইবে।

প্রথম সূত্রে তাহার পাছে নামাজ পড়িতে দোষ নাই। দ্বিতীয় সূত্রে উহা মকরুহ তহরিমি হইবে।

৯৭২। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোক গলাতে রশি লাগাইয়া মরিয়া গেল, পুলিশ তাহার লাশ চালান দিল, লাশের গোছল দিতে অনুমতি দিল না, উক্ত মৃতের জানাজা বিনা গোছলে জায়েজ হইবে কিনা? একজন লোক একটি চোরকে মারিয়া ফেলিল, উহার লাশের ঐ অবস্থা হইলে কি করিতে হইবে?

উঃ—তাহাকে তায়াম্মম করাইয়া দিয়া জানাজা পড়িয়া লইবে। আর ইহার সুযোগ না হইলে, বিনা তায়াম্মুমে জানাজা পড়িয়া লইবে।

৯৭৩। প্রঃ—রোজা রাখিয়া চক্ষে সুরমা কিম্বা নাক ও কানের ভিতর তৈল দেওয়া এবং কানে কাঠি দিয়া চুলকানি কি?

উঃ—চক্ষে সুরমা লাগাইলে, রোজা নষ্ট হইবে না। কানে কাঠি দিলে রোজা নষ্ট হইবে না। শামি, ২/১৩৪।

কানে ভিতর তৈল ঢালিয়া দিলে, রোজা নষ্ট হইয়া যাইবে, যেহেতু ইহাতে মস্তিষ্কের ভিতর তৈল পৌঁছিয়া যায়। যদি কানের মধ্যে তৈল প্রবেশ করে তবে রোজা নষ্ট হইবে। আলমগিরি ১/২১৬।

যদি ধুম আপনা আপনি গলার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে রোজা নষ্ট হইবে না, স্বেচ্ছায় উহা গলার মধ্যে প্রবেশ করাইলে রোজা নষ্ট হইবে।

যদি অনিচ্ছায় কানের মধ্যে পানি প্রবেশ করে, তবে রোজা নষ্ট হইবে না। যদি স্বেচ্ছায় পানি প্রবেশ করানো হয়, তবে রোজা নষ্ট হইবে কিনা? ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। শামি, ২/১৩৩/১৩৪।

ইহাতে বুঝা যায় যে, নাকে তৈল দিলে, যদি মস্তক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায় তবে রোজা নষ্ট হইবে।

৯৭৪। প্রঃ—মসজিদে জুমার নামাজের সময় জানালা ও দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে, কোন ক্ষতি হয় কিনা?

উঃ—যদি নামাজিদিগের নিষেধ করা উদ্দেশ্যে উহার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে উহাতে জুমা জায়েজ হইবে না। আর যদি শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিম্বা অন্য কোন জরুরি কারণে উহা বন্ধ করে তবে দোষ হইবে না। শাঃ—১/৭১৬/৭১৭।

৯৭৫। প্রঃ—যাহার হাতের কিম্বা পায়ের কতক অংশ আছে, কিম্বা কোন অংশ নাই তাহার অজুর ব্যবস্থা কি?

উঃ—যদি হাত পা এরূপ ভাবে কাটা গিয়া থাকে, যে কনুই পায়ের গাঁইটের কিছুই বাকী না থাকে তবে হাত ধৌত করার হুকুম রহিত

হইয়া যাইবে। আর যদি কনুই বা গাঁটের কিছু অংশ বাকী থাকে, তবে সেই অংশ ধোয়া ওয়াজেব হইবে? শাঃ ১/১০৫/১০৬, বা হঃ, ১/১৩।

৯৭৬। প্রঃ—কি পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী খাওয়া ভাল, আর কি পরিমাণ নাজায়েজ?

উঃ—প্রাণ রক্ষা হয় এবং দাঁড়াইয়া ফরজ নামাজ পড়িতে ও রোজা করিতে সক্ষম হয়, সেই পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ ও পানি পান করা ফরজ, তাহতাবি, ৪/১৭০।

শরীরে বল সঞ্চয় ও পুষ্টি সাধন হয়, এই পরিমাণ ভক্ষণ করা মোহাব।

বদহজমির প্রবল ধারণা হয়, এই পরিমাণ ভক্ষণ করা হারাম, কিন্তু দুই সময় এইরূপ অতিরিক্ত ভক্ষণ করাতে কোন দোষ হইবে না, প্রথমে আগামী দিবসে রোজা রাখার ইচ্ছা করিলে, দ্বিতীয় মেহমানের লজ্জা নিবারণ উদ্দেশ্যে, ইহা দোর্রোল মোখতারে আছে!

সংসার বিরাগীরা যদি এরূপ অল্প ভক্ষণ করে যে, উহাতে ফরজ এবাদত করিতে অক্ষম হয়, তবে নাজায়েজ হইবে। তাহতাবি,—৪/১৭০ ও শামী, ৫/২৩৮।

যে পরিমান ভক্ষণ করিলে নফল এবাদত করার, এলম শিক্ষা করার কিম্বা শিক্ষা দেওয়ার সাহায্য হয়, এই পরিমাণ ভক্ষণ করা মোস্তাহাব! শাঃ৫/২৩৮।

মোবাহ পরিমাণ অপেক্ষা একটু বেশী ভক্ষণ করা যেন উহাতে বদ হজমি না হয়, মকরুহ হইবে। শাঃ, ৫/২৩৮। যদি কেহ হৃষ্ট পুষ্ট হওয়ার ধারণায় ভক্ষণ করে, তবে মকরুহ হইবে। তাঃ ৪/১৭০।

৯৭৭। প্রঃ—গরুর হাড় ও গোসাপের চামড়া খসাইয়া বিক্রয় করা কি?

উঃ—গরুর হাড় পাক, সুতরাং উহা বিক্রয় করা জায়েজ শাঃ১/১৯০।

গোসাপের চামড়া দাবাগত করার পূর্ব্বে বিক্রয় করা জায়েজ নহে, দাবাগত করার পরে উহা বিক্রয় করা জায়েজ শাঃ,৪/১৫৭।

৯৭৮। প্রঃ—ব্যাঘ্র বা শৃগালের মারা মাছ খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—যে অংশ খাইয়াছে, উহার কিছু পরিমাণ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ খাওয়া জায়েজ হইবে।

৯৭৯। প্রঃ—গারোহিলে শাহ কামাল বাবাজীর নাকি গোর আছে, তাঁহার

কোন কারামত তথায় আছে কিনা?

শাহ কামাল বাবাজীর দরগাতে মানশা করিয়া মোরগ, খাসী ইত্যাদি লইয়া সপরিবারে তথায় গমণ করতঃ সিন্নি মিলাদ শরিফ পাট করা কি? সেই ফকিরগণ ঢোল তবলা বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিয়া থাকে ইহা কি?

উঃ—ময়মনসিংহের দুরমুট ষ্টেশনের নিকট তাঁহার মাজার আছে, তাহার কিছু কারামতের কথা বঙ্গ ও আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী কেতাবে লিখিত হইয়াছে। কামাক্ষ্যা পাহাড়ে তাঁহার লাঠিখানা একটি রাক্ষসীর উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তথায় তাহার লাঠি বিদ্ধ অবস্থাতে আছে। তথায় তাঁহার মাজার নাই। ইহালোক পরস্পরায় শুনা যায়।

তাঁহার গোরের নিকট মোরগ ইত্যাদি লইয়া খাওয়া শেরক ও নাজায়েজ। স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া খাওয়া নাজায়েজ। ঢোল তবলা সকল স্থানে বাজান হারাম।

আর গারোহিলে যখন তাঁহার গোর থাকার প্রমাণ নাই, তখন তথায় জিয়ারত করিতে যাওয়া নাজায়েজ। একটি হাদিছে আছে, লাশহীন গোরে জিয়ারত করিতে যাওয়া লানতের কার্য্য।

৯৮০। প্রঃ—চিংড়ি মৎস্য খাওয়া সম্বন্ধে কোন মতভেদ আছে কিনা?

উঃ—হাঁ, উহাতে মতভেদ থাকিলেও সমধিক ছহিহ মতে উহা মৎস্য জাতীয় ও হালাল। মজমুয়া-ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া ও খোলাছাতোল মাছায়েল দ্রষ্টব্য।

৯৮১। প্রঃ—ঝিনুক ব্যবহার করা ও উহার চুণ এবং পাথরের চুণ খাওয়া কি?

উঃ—ঝিনুক খাওয়া নাজায়েজ, উহা পোড়াইলে, পাক হইয়া যায়, উহার চুণ একটুখানি খাওয়া হালাল, পাথরের চুণও হালাল। নেছাবোল এহতেছাব।

৯৮২। প্রঃ—শুক্‌না মৎস্য খাওয়া কিরূপ?

উঃ—উহা হালাল, ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া।

৯৮৩। প্রঃ—জরিছ মৎস্য কাহাকে বলে?

উঃ—একটি গোলাকার মৎস্য, কিন্তু উহার লেজ ছোট আমাদের দেশের পায়রাতালী মৎস্যের তুল্য, ইহা জেদ্দা ইত্যাদি নদীতে পাওয়া যায়।

৯৮৪। প্রঃ—চোরের ভয়ে বিনা সুদে ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখা যায় কিনা?

উঃ—জায়েজ।

৯৮৫। প্রঃ—মোল্লার শাদি পড়াইয়া যে টাকা লয়, উহা কি?

উঃ—বিনা ছাওয়াল ও বিনা জবরদস্তি যে টাকা লওয়া হয়, উহা জায়েজ। মাছায়েলে-আরবাইন।

৯৮৬। প্রঃ—ইমাম সাহেব জুমার নামাজে খোৎবা পাঠের জন্য মিম্বরে বসিয়াছেন, এমতবস্থার কথা বলা কিম্বা ইমাম ব্যতীত অন্য ব্যক্তির দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ওয়াজ নছিহত করা জায়েজ কিনা?

উঃ—ইমামের মিম্বরের উপর উঠিবার পরে কথাবলা ও ওয়াজ করা জায়েজ নহে শাঃ১/৭৬৭।

৯৮৭। প্রঃ—জানাজার পরে মৃত দফনের পূর্ব্বে দোওয়া করা জায়েজ কিনা?

উঃ—জানাজা শেষ করিয়া অন্যান্য নামাজের ন্যায় মোনাজাত করার নিয়ম শরিয়তে নাই। যদি লোকেরা ছুরা কলেমা, ইত্যাদি পড়িয়া দোয়া করে, তবে ইহাতে সমস্ত সময়ে জায়েজ, কিন্তু ইহার জন্য লাশ দফন করিতে দেরী করিবেনা।

সমাপ্ত